চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 51 Friday, 20 January, 2023 ❋ ২৮ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা ❋ ৫ মাঘ, ১৪২৯, শুক্রবার, ২০ জানুয়ারি, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘ভিক্ষা চাই না, প্রাপ্য দিতে হবে’

হাসিমারা থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব মমতা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারিঃ আলিপুরদুয়ারের প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ এনে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের অনুদানের টাকা, সবই আটকে রেখেছে কেন্দ্র। অভিযোগ মমতার। এমনকি, টাকা না পেলে ‘বুঝে নেওয়ার’ও হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। এর আগেও একাধিক বার একাধিক সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু, আজ, আলিপুরদুয়ারে তাঁর সুরটা যেন ছিল আরও কয়েক দাগ চড়া। অভিযোগের সুর পাল্টে এদিন যেন কেন্দ্রকে কার্যত হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বললেন, ‘‘আমি দেখতে চাই কদিন এটা চলে। আমি ভিক্ষে করব না। আমি ভিক্ষে করার লোক নই।’’ এদিনের প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘‘আপনারা হয়ত দুঃখ পাবেন। কেন্দ্র আমাদের সব ফান্ড বন্ধ করে দিয়েছে। ৬ হাজার কোটি টাকা আমরা পাই। ১০০ দিনের কাজে আমরা টাকা পাইনি।’’ মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, ৪০ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের কাজ করিয়েছে। ১০ কোটি কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। কিন্তু, তাদের টাকা দেয়নি কেন্দ্র। সব টাকা রাজ্য মিটিয়েছে বলে জানান মমতা। এর পরেই বিজেপির নেতামন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে মমতা বলেন, ‘‘রাজ্যের টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছ। নেতারা এসে বলে সব দিল কে? মাছের তেলে মাছ ভাজা। রাজ্য সরকার ট্যাক্স কালেকশন করে না। কেন্দ্র করে। করের ৬০ শতাংশ টাকা আমাদের দেওয়ার কথা। আমাদের টাকাই আমাদের দিচ্ছে না।’’ এরপরেই মমতার হুঁশিয়ারি, ‘‘আমি দেখতে চাই কদিন এটা চলে। আমি ভিক্ষে করব না। আমি ভিক্ষে করার লোক নই।’’ তাঁর কথায়, ‘‘আমি ভিক্ষা চাইলে মা বোনদের কাছে চাইব, চাষি, শ্রমিক, যুব, কন্যাশ্রীদের কাছে চাইব।’’ কেন্দ্রের কাছে অনুদানের আশ্বাস নিয়ে গত বছরের শেষের দিক থেকেই রাজ্যে জোরকদমে শুরু হয়েছিল আবাস যোজনার কাজ। প্রায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বাইশের শেষে ১১ লক্ষ বাড়ি প্রাপকের নামের তালিকা চূড়ান্ত করে নবান্ন। কিন্তু তার পরেই মাথায় ভেঙে পড়ে আকাশ। সম্প্রতি, কেন্দ্রের তরফে চিঠি দিয়ে নবান্নকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়, পুরনো হিসাব না পেলে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় নতুন করে টাকা ছাড়া যাবে না। এর খন কার্যত বিশ বাঁও জলে রাজ্যের আবাস প্রকল্পের ভবিষ্যৎ। এদিন আবাস নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন মমতা। বলেন, ‘‘বাংলার বাড়ির টাকা দেয়নি। আমরা অভিযোগ পেয়ে ১৭ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছি। ১১ লক্ষের বাড়ি তৈরি করা হবে। যদি কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেয়, আমরা বুঝে নেব। গ্রামীণ রাস্তার টাকা দিচ্ছে না। বন্যা হলেও টাকা দেয় না।’’ আবাস থেকে ১০০ দিনের কাজ, কিংবা মিড ডে মিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্প এখন কার্যত কেন্দ্রের রেডারে। রাজ্যের একাধিক প্রকল্পের কাজ পর্যবেক্ষণ করার জন্য দফায় দফায় পশ্চিমবঙ্গে আসছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। এদিন তা নিয়েও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী, ‘‘এখন একটা উইপোকা কামড়ালেও কেন্দ্রের দল পাঠায়। যখন বিএসএফ গুলি চালায় তখন কটা টিম পাঠায়?’’ এখানেই শেষ নয়। কেন্দ্রীয় সরকার ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য দেওয়া অনুদানের টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, ‘‘১৭ শতাংশ ওবিসি আমরা রিজার্ভেশন করেছি। ওবিসি ফান্ড বন্ধ করে দিয়েছে ওরা। তাহলে কি ওরা টাকা পাবে না? তোমরা কেন বন্ধ করে দিয়েছ। আপনাদের পাহারাদার হিসাবে আমি থাকি। ওবিসি স্কলারশিপ-এর টাকা আমরাই দেব। ৮০০ টাকা করে । ভোটের সময় তোমরা বলতে আসবে না ওবিসি-রা ভোট দাও।’’ এরপরেই মমতার কটাক্ষ, ‘‘সব জায়গায় দেখবেন ওঁর মুখ। উনি খেতে দিয়েছেন। উনি রেশন দিয়েছেন। ছবি তখনই টাঙানো যায়, যাঁকে মানুষ শ্রদ্ধা করে।’’ গত মঙ্গলবারই আলিপুরদুয়ারে পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি গত বুধবার কপ্টারে মেঘালয় সফরে যান। এই সফরকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের হাসিমারা সুভাষিনী গ্রাউন্ডের প্রশাসনিক সভাতেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। কিন্তু, মঞ্চে বসেননি। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে আহ্বান করলে উপস্থিত সকলকে প্রণাম করে মঞ্চ থেকে নেমে যান।

বদলে গেল মাধ্যমিকের সূচি, জারি বিজ্ঞপ্তি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ মাধ্যমিকের পরীক্ষার সূচিতে বদল। বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ২৭ ফেব্রুয়ারি যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, তা ১ মার্চ ২০২৩ হবে। ২৭ ফেব্রুয়ারি মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন। বুধবারই এই বিজ্ঞপ্তি জারি করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এরপরই এদিন বিজ্ঞপ্তি দিল পর্ষদ। বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয়েছে, একটি পরীক্ষার দিন বদল করা হচ্ছে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিকের পরীক্ষার দিন ভোট। নির্বাচনের দিনের সঙ্গে মাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষার দিন এক হয়ে যাচ্ছে। জনস্বার্থের কথা চিন্তা করে ২০২৩ সালের ইতিহাস পরীক্ষার দিন বদল করা হল। ২৭ তারিখের বদলে ১ মার্চ পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে তারিখ বদল হলেও পরীক্ষার সময় ও স্থানে কোনও বদল হবে না। একইসঙ্গে পর্ষদ জানিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার বাকি নির্ঘণ্টে কোনও বদল নেই। মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে পর পর তিন বছর বিধায়ক নির্বাচিত হন সুব্রত সাহা। তিনি রাজ্যের মন্ত্রীও ছিলেন। ২০১১ সালে অধীর চৌধুরীর মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি মাত্র বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল জয়ী হয়। একমাত্র তৃণমূল বিধায়ক ছিলেন সুব্রত সাহা। এরপর ২০১৬, ২০২১ সালেও দলের প্রতীকে জয়ী হন তিনি। গত ২৯ ডিসেম্বর সেই সুব্রত সাহার মৃত্যু হয়। তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রেই ২৭ ফেব্রুয়ারি উপনির্বাচন। ২ মার্চ ফল ঘোষণা। সাগরদিঘি-সহ দেশের মোট ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি এদিনই উপনির্বাচন হবে একটি লোকসভা কেন্দ্রেও। এই উপনির্বাচনের জন্যই ২৭ ফেব্রুয়ারির পরীক্ষার সূচিতে বদল করা হল। এবার ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এদিন প্রথম ভাষার পরীক্ষা। ২৪ ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা। ২৫ ফেব্রুয়ারি ভূগোল পরীক্ষা। ২৮ ফেব্রুয়ারি জীবনবিজ্ঞান পরীক্ষা। ২ মার্চ অঙ্ক পরীক্ষা। ৩ মার্চ ভৌত বিজ্ঞান পরীক্ষা। ১ মার্চ ইতিহাস পরীক্ষা। ৪ মার্চ ঐচ্ছিক বিষয়।

বিধবার দত্তক ফ্যামিলি পেনশন পাবে না

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রীস্বামী পেনশন পান। যাকে বলা হয় ফ্যামিলি পেনশন। অবিবাহিত অথবা নির্ভরশীল মেয়েও ফ্যামিলি পেনশন পেতে পারেন। কিন্তু সেই কর্মচারী মারা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী বা স্বামী যদি কোনও শিশুকে দত্তক নিয়ে থাকেন তাহলে সেই সন্তান কি আইনি অভিভাবকের মৃত্যুর পর ফ্যামিলি পেনশন পাবে? সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি একটি মামলায় বলেছে, এই ক্ষেত্রে ওই দত্তক নেওয়া সন্তান ফ্যামিলি পেনশনের আওতায় আসবে না। নাগপুরের এক মহিলার মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বলেছে, সরকারি কর্মচারীর সন্তান হিসাবে কারা কারা ফ্যামিলি পেনশনের জন্য বিবেচিত হবেন সেটা তার জীবদ্দশায় ঠিক হয়ে যায়। তিনি মারা যাওয়ার পর ফ্যামিলির সদস্য বলে গণ্য হতে পারে একমাত্র স্ত্রীর গর্ভে থাকা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর। সংশ্লিষ্ট মামলায় নাগপুরের কেন্দ্রীয় সরকারের সার্ভে বিভাগে কর্মরত এক কর্মী অবসরের পর তাঁর স্ত্রী একটি শিশুকে দত্তক নেন। ওই দম্পতি নিঃসন্তান। কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ফ্যামিলি পেনশন পাচ্ছিলেন। সেই বিধবা সরকারি দফতরে দরখাস্ত করে আর্জি জানান, তিনি মারা গেলে যেন তাঁর দত্তক নেওয়া সন্তান ফ্যামিলি পেনশন পায়। সেই মতো তিনি পেনশন বিভাগে দত্তক নেওয়া সন্তানের নাম সহ প্রয়োজনীয় তথ্য পেশ করেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট পেনশন অফিসার আর্জি মানেননি। মহিলা আদালতের দ্বারস্থ হন। আদালত বলেছে, মারা যাওয়ার পর নেওয়া দত্তক শিশু ফ্যামিলি পেনশন পাবে না।

পার্থও দেবেন ধরনা! বিচারককে জানালেন তাঁর আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ শহর জুড়ে গত কয়েক বছর ধরে বহু চাকরি প্রার্থীর ধরনার ছবি চোখে পড়েছে। নিয়োগের দাবিতে, এখনও অবস্থান চলছে শহরের রাস্তায়। সেই নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জামিনের আবেদন করতে গিয়ে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী সেলিম রহমান বললেন, ‘‘এরপর ধরনা দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।’’ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আর জেলে থাকা দরকার কি না, সেই প্রশ্নও তুলেছেন আইনজীবী। সিবিআই আদালতে যে আবেদন করছে, সেটাই মেনে নেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। কিন্তু,

সে সব কোনও যুক্তিই ধোপে টেকেনি। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ সাতজনের। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। বৃহস্পতিবার আদালতে পার্থর আইনজীবী স্পষ্ট বলেন, ‘‘বেল চাইছি। এই অবস্থাটা এতদিন ধরে চলতে পারে না। আপনি হয় আমাকে বেল দেবেন, নাহলে খারিজ করবেন। জাস্টিস ডেলিভার হচ্ছে না।’’ তাঁর দাবি, সিবিআই ভেবে নিয়েছে তারা যা আবেদন করছে তাই পাচ্ছে। আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন, পার্থ কোনও যোগ্য প্রার্থীকেও চাকরি দেননি, ফলে অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরির দায়ও তিনি নেবেন না। এর জন্য গোটা দফতর ছিল বলে দাবি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। পার্থর বক্তব্য, ‘‘এই দায় আমার ঘাড়ে চাপানো যাবে না। আমার থেকে তো একটা টাকাও উদ্ধার করতে পারেনি।’’ পার্থর আইনজীবী বলেন, ‘‘এরপর ধরনা দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।’’ সেই সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, জেল থেকে ছাড়া পেলেও পার্থ তো শিক্ষা দফতরে যেতে পারবেন না, নথিও ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তাই প্রভাব খাটানোর কোনও প্রশ্ন থাকছে না বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। আর এক অভিযুক্ত তথা এসএসসি-র উপদেষ্টা কমিটির প্রাক্তন সদস্য শান্তিপ্রসাদ সিনহার আইনজীবী তাঁর যথাযত চিকিৎসার আর্জি জানিয়েছেন। তবে সিবিআই-এর তদন্তে এদিন সন্তোষ প্রকাশ করেছেন বিচারক। এসএসসি-র গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি মামলায় ইতিমধ্যেই তিন চতুর্থাংশ তদন্ত শেষ হয়েছে। তা নিয়ে বিচারক কিছুটা অসন্তোষ প্রকাশ করলেও নবম-দশমের নিয়োগ দুর্নীতির মামলার তদন্তে সন্তুষ্ট বিচারক।

মমতাকে নাড্ডার পরামর্শ, ‘দিদি’ এত রেগে যাবেন না, স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়’

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ১৯ জানুয়ারিঃ বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের সভায় পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূলকে জবাব দেওয়ার ডাক দিলেন। তিনি বলেন, ‘‘বাংলায় দুর্নীতি মাত্রাছাড়া, আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে, নারীরা বিপন্ন।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে বলেন, ‘‘এসব নিয়ে কিছু বললেই দিদি রেগে যাচ্ছেন। আমি বলি দিদি কথায় কথায় রেগে যাবেন না। এটা স্বাস্থ্যের জন্য ভাল নয়।’’ বৃহস্পতিবার পূর্ব ঘোষণা মতো কৃষ্ণনগরের সভায় ভাষণ দেন বিজেপি সভাপতি। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণ করে বিজেপি যে ১৪৪টি আসন চিহ্নিত করেছে কৃষ্ণনগর তার অন্যতম। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করেছে, এই ১৪৪ আসনের প্রতিটিতে নাড্ডা ও অমিত শাহ সভা করবেন। বিজেপি বাংলায় দলের জন্য এমন ২৪টি লোকসভা আসন চিহ্নিত করেছে। কৃষ্ণনগরের সভায় যোগ দিতে গতকাল রাতে কলকাতায় আসেন নাড্ডা। এদিন সকালে প্রথমে যান ইসকন মন্দিরে। সেখানে পুজো দিয়ে এসে কৃষ্ণনগরের সভায় যোগ দেন। আজই দিল্লি ফিরে যান তিনি। বিজেপি সভাপতি ভাষণে আগাগোড়া তৃণমূল ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ শানান। যদিও তাঁর ভাষণে তেমন ঝাঁঝ ছিল না, বলছে বিজেপির একাংশ। বিজেপি সভাপতি বলেন, ‘‘তৃণমূল সব সময় মোদি সরকারকে আক্রমণ করে। কিন্তু মোদি সরকার হল দুর্নীতিমুক্ত সরকার। আর তৃণমূলের বিরুদ্ধে আবাস যোজনায় অনিয়ম, গরিব মানুষের একশো দিনের কাজের টাকা মেরে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে গরিব, দলিত, শোষিত, বঞ্চিতদের পাশে থাকে মোদি সরকার।’’ নাড্ডার মঞ্চে এদিন রাজ্য বিজেপির প্রথমসারির নেতারা সকলেই হাজির ছিলেন। ভাষণ শেষে সকলে দলীয় সভাপতির সঙ্গে এক সারিতে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ান। তার আগে বিজেপি সভাপতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম করে বলেন, ‘‘শুভেন্দুজিকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার। বিচারপতি অভিযোগ খারিজ করে দিলে তাঁর বিরুদ্ধেও নেমে পড়ছে তৃণমূল। আদালতের বিরোধিতা করছে তারা।’’ জনতার উদ্দেশে নাড্ডার আর্জি, ‘‘তৃণমূলের বিকল্প বিজেপি। পঞ্চায়েত কিংবা লোকসভা, যে নির্বাচনই হোক না কেন জোড়াফুলের পরিবর্তে পদ্ম ফুলে ছাপ দিতে হবে।’’ তিনি বলেন, ‘‘‘আমরা বাংলায় সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, সিপিএমের জমানাও দেখেছি। তৃণমূল জমানাও দেখছি।’’ তাঁর কথায়, ‘‘দিদিকে কিছু বললেই উনি রেগে যান। একটা বৈঠকে আমার পাশের আসনে বসেছিলেন। আমি বললাম, ভগবান আপনাকে সুযোগ দিয়েছে। আপনি সংবিধান মানুন, আইন মানুন। জনগণের সেবা করুন।’’

মিড ডে মিলে’র টাকায় জেলা সফর করছেন মমতা, অভিযোগ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ ‘মিড ডে মিলে’র মান নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মিড ডে মিলের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার রাজ্যে আসছে কেন্দ্রের প্রতিনিধি দল। এরই মধ্যে মিড ডে মিলের টাকা নিয়ে এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু। প্রতিনিধি দল রাজ্যে আসার ২৪ ঘণ্টা আগেই শুভেন্দু অভিযোগ করলেন, ‘মিড ডে মিলে’র জন্য বরাদ্দ টাকাতেই নাকি জেলা সফর করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত বছরের নভেম্বর মাসে মমতার হিঙ্গলগঞ্জ সফরের কথা উল্লেখ করেছেন শুভেন্দু। যদিও এই দাবি নস্যাৎ করেছে তৃণমূল। ঘাসফুল শিবিরের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি সফরের জন্য আলাদা বরাদ্দ থাকে, তাই মিড ডে মিলের টাকায় ঘোরার কোনও প্রশ্নই নেই। বৃহস্পতিবার সকালে কয়েকটি নথির ছবি দিয়ে একটি টুইট করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেখানে শুভেন্দুর বক্তব্য, শিশুদের খাবারের টাকায় সফর করছেন মমতা। তিনি দাবি করেছেন, হিঙ্গলগঞ্জ সফরে মিড ডে মিলের কয়েক লক্ষ টাকা নয়ছয় করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসসি, এসটি, ওবিসি খাতের টাকাও খরচ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু। বিরোধী দলনেতার এই অভিযোগের জবাবে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ, এই অভিযোগ প্রসঙ্গে বলেন, প্রত্যেকটা সফরে কোনও না কোনও দফতর থেকে বা কোনও বিশেষ খাত থেকে খরচ করা হয়। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, শুভেন্দু অধিকারীও একসময় মন্ত্রী ছিলেন, একসময় তিনিও হেলিকপ্টারে সফর করেছেন। তাই কোথা থেকে খরচ হয়, তা শুভেন্দুর জানা উচিত। আর এই অভিযোগের সত্যতা নেই বলে দাবি করেছেন তৃণমূলের আর এক নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। তিনি বলেন, ‘‘সবকিছুর আলাদা আলাদা টাকা বরাদ্দ আছে। উনি জানেন না? তাহলে তো প্রশ্ন তুলতে হয় মোদি কীসের টাকায় সফর করছে?’’ তবে একদিকে যখন রাজ্যে উপস্থিত বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, তখন এই অভিযোগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। উল্লেখ্য, মিড ডে মিলের মান এবং স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আগেই কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। এই প্রকল্পের টাকা ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছিলেন তিনি।

আইএস জঙ্গি সন্দেহে ধৃত যুবক হাওড়া পুরসভার ঠিকাদার, দাবি আইনজীবীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জানুয়ারিঃ চলতি মাসের শুরুতেই জঙ্গি সন্দেহে হাওড়ার দুই যুবককে গ্রেফতার করে এসটিএফ। মহম্মদ সাদ্দাম ও সইদ আহমেদ নামে ওই যুবককে জেরা করে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য ইতিমধ্যেই উঠে এসেছে। এবার কার্যত বিস্ফোরক তথ্য সামনে এল। তাও আবার ধৃত মহম্মদ সৈয়দের আইনজীবীর হাত ধরেই। বৃহস্পতিবার আদালতে তোলা হয় সৈয়দ ও সাদ্দামকে। সেখানে সৈয়দের আইনজীবী দাবি করেন, হাওড়া পুরসভায় ঠিকাদারের কাজ করতেন সৈয়দ। ধৃত মহম্মদ সৈয়দের আইনজীবী শঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর মক্কেলের সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন, হাওড়া পুরসভায় ঠিকাদার হিসাবে কাজ করতেন মহম্মদ সৈয়দ। নেহা কনস্ট্রাকশন নামে একটি সংস্থাও খুলেছিলেন তিনি। সেই সংস্থা হাওড়া পুরসভার মাধ্যমে এলাকায় বিভিন্ন কাজ করত। কলকাতা পুলিশের এসটিএফের হাতে ধৃত সাদ্দাম ও সৈয়দকে এদিন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তাঁদের তোলা হলে, সৈয়দের আইনজীবী দাবি করেন, তাঁর মক্কেল হাওড়া পুরসভায় ঠিকাদার হিসাবে কাজ করেছেন। রাস্তা নির্মাণ, নিকাশি-সহ একাধিক কাজ করেছে বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন আদালতে সৈয়দের বিভিন্ন নথিও পেশ করেন তাঁর আইনজীবী। হাওড়া পুরসভার সঙ্গে জঙ্গি সন্দেহে ধৃত যুবকের যোগ, এই তথ্য সামনে আসার পর একের পর এক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, আদালতে বলা হয়েছে, বহুদিন ধরেই কাজ করছে নেহা কনস্ট্রাকশন কাজ করছে হাওড়া পুরসভায়। সূত্রের খবর, শুধু এই সংস্থা কাজই করেনি, এই সংস্থায় একাধিক ঠিকাকর্মী কাজ করতেন। অর্থাৎ সৈয়দের সংস্থা সংস্থা তৈরি করে সেখানে লোক নিয়োগ করেছে, তাঁরা পুরসভার বিভিন্ন কাজও করেছেন। অর্থাৎ এখানে আর্থিক লেনদেনের একটা প্রশ্নও যে থাকছেই তাও মন ওয়াকিবহাল মহলের। প্রশ্ন উঠছে, হাওড়া পুরসভা কিছুই কি জানতে পারল না? ঠিকাদার নিয়োগের সময় তথ্যযাচাইয়ের বিষয়ে কি কোনও কড়াকড়ি নেই, তা নিয়েও নানা প্রশ্ন বিভিন্ন মহলে। কলকাতা এসটিএফের আইনজীবী অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় এদিন মহম্মদ সাদ্দাম ও সইদ আহমেদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারা যুক্ত করার আবেদন জানান আদালতে। এই ধারা যুক্ত হওয়া মানে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করা। এই ধারা যুক্ত হবে কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়, তবে সৈয়দের আইনজীবী এদিন এজলাসে যা দাবি করেছেন, তা কিন্তু অবাক করার মতোই।

স্কুলের সামনেই গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত দুই স্কুল পড়ুয়া সহ ৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ দমদম-নাগেরবাজার সংলগ্ন যশোর রোডে পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে দুই স্কুল পড়ুয়া সহ ৪ জন। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই ঘটনায় উত্তজনা ছড়ায় যশোর রোডে। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দমদম-নাগেরবাজার সংলগ্ন যশোর রোডের ধারে ক্লাইভ হাউস মোড়ে একটি চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় দুই স্কুল পড়ুয়া সহ তাদের অভিভাবকেরা গুরুতর আহত হয়েছেন। তৃতীয় শ্রেণির ওই দুই পড়ুয়ার নাম অন্বেষা জানা ও সানসিয়া ঢালি। দুজনেরই মা আহত হয়েছেন। বর্তমানে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৪ জন। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, যশোর রোডের ধারে ক্লাইভ হাউস মোড়ের অদূরে একটি বেসরকারি স্কুল রয়েছে। এদিন দুপুরে স্কুল ছুটি হওয়ার সময় সেখানকার পড়ুয়ারা যখন রাস্তায় বেরিয়ে আসে, তখনই দ্রুত গতিতে আসা একটি চারচাকা গাড়ি সজোরে দুই পড়ুয়া ও তাদের মায়েদের ধাক্কা মারে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। অন্যরা গাড়িটিকেও আটক করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমদম থানার পুলিশ। তারপর স্থানীয় বাসিন্দা ও অন্যান্য অভিভাবকের সাহায্যে পুলিশ আহত দুই ছাত্রী সহ ৪ জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে। তাঁদের অবস্থআ গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। ঘাতক গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন মিঠুন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে তিনিই যেন হয়ে উঠেছে বাংলায় পদ্ম শিবিরের অন্যতম প্রধান মুখ। কুণাল-প্রজাপতি বিতর্কে তাঁর হয়ে ব্যাট ধরতে দেখা গিয়েছে খোদ তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবকে। এমনকী তাঁকেই কিছুই দিন আগে বলতে শোনা গিয়েছিল ‘তৃণমূলের সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত নন’। সেই মিঠুন চক্রবর্তীই নাকি যোগাযোগ রাখছেন তৃণমূলের সঙ্গে। জল্পনা উস্কে বিস্ফোরক দাবি করছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তাঁর স্পষ্ট দাবি, ‘‘আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন মিঠুন চক্রবর্তী। মুখ্যমন্ত্রী যাতে রেগে না যান তার জন্যই রাখছেন যোগাযোগ।’’ এদিন একথা বলতে শোনা গিয়েছে ফিরহাদকে। তিনি বলেন, ‘‘সব ফাঁকা আওয়াজ। মিঠুনদা তো আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন যাতে দিদি রেগে না যায়। মিঠুনদা তো নিজেই তৃণমূলের সঙ্গে গন্ডগোল করতে চাইছেন না। তিনি কিছু কারণে বিজেপিতে গিয়েছেন। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু, তিনি নিজেই বলছেন যাতে তৃণমূল না রেগে যায়।’’ ওর কাছে কী

প্রমাণ রয়েছে? ফিরহাদকে পাল্টা প্রশ্ন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। প্রচারের আলোয় থাকতেই এসব করছেন ফিরহাদ, তোপ শুভেন্দুর। ফিরহাদকে কর্মচারী বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, ‘‘তাঁর কাছে কী প্রমাণ রয়েছে? এসব কথাবার্তা বলে প্রচারে থাকতে চাইছেন।’’ এদিকে কিছুদিন আগেই বাংলায় ভোট প্রচারে এসে মিঠুন দাবি করেছিলেন বহু তৃণমূল বিধায়কই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। অচিরেই ভিড়তে পারেন বিজেপিতে। তাঁর স্পষ্ট দাবি ছিল শুধু বিধায়করাই নন, যোগাযোগ রাখছেন খোদ তৃণমূল সাংসদরা। মিঠুন বলেন, ‘‘২১টা বেড়েছে। আমি কোনও ব্যাকআপ ছাড়া কথা বলি না। সময় এলে দেখতে পাবে। তাঁরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তৃণমূলের সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত নন, অনেক ভাল লোক আছেন। যাঁরা ভাল তাঁরা দেখবেন শান্ত। এদের দিকে নজর রাখুন। এটুকুই হিন্ট দিলাম। বিধায়ক-সাংসদ সবাই রয়েছেন। তাঁরা যদি আসেন তাঁদের আর ফিরে যাওয়ার রাস্তা নেই। আর এদিক থেকে কেউ যেতে চাইলে বলব তাড়াতাড়ি যান। আমরা মুক্ত হয়ে যাব। নিজেও কষ্ট পাবেন না। আমাদেরও কষ্ট দেবেন না।’’ এমতাবস্থায় এবার ফিরহাদের ‘মিঠুন’ দাবিতে শোরগোল শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সাম্প্রতিক অতীতে নিজের দলবদলের রেকর্ড নিয়ে মুখ খুলতে দেখা গিয়েছিল খোদ মিঠুনকেই। এমনকী মমতাকে নিজের রাজনৈতিক গুরু বলে দাবি করেছিলেন ‘মহাগুরু’। খানিক ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমি কিন্তু, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট বড় ফলোয়ার। আমার রাজনৈতিক গুরু উনি। উনি যা যা করেছেন, আমিও তাই তাই করেছি। উনি কংগ্রেসে ছিলেন। আমি কংগ্রেসে ছিলাম। পরবর্তীতে, সিপিএমকে হারাতে উনি একটা অংশের হাত ধরেন। আমি তাদের নাম করছি না। আমিও সেই মুভমেন্টে ছিলাম। তারপর উনি ১০ বছর এনডিএ-র সঙ্গে ছিলাম। আমি এখন বিজেপিতে।’’

পশ্চিমবঙ্গ-সহ পাঁচ রাজ্যে উপনির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা, ভোট হবে লাক্ষাদ্বীপেও

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ অরুণাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর একটি করে বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন, মহারাষ্ট্রের দু''টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন এবং লাক্ষাদ্বীপের একটি সংসদীয় আসনে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলাফল ২ মার্চ ঘোষণা করা হবে।উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন ৭ ফেব্রুয়ারি। প্রার্থিপদ প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ১০ ফেব্রুয়ারি। ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোট হবে এবং ফল ঘোষণা ২ মার্চ।

ফেব্রুয়ারিতে দায়িত্ব ছাড়ছেন জাসিন্ডা, ১৪ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডে পরবর্তী নির্বাচনের ডাক

ওয়েলিংটন, ১৯ জানুয়ারি ঃ ইস্তফা দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্ডা আর্ডেন। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে জাসিন্ডা নিজেই সে কথা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জাসিন্ডার শেষ কর্মদিবস হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। এর পর ক্ষমতাসীন নিউজিল্যান্ড লেবার পার্টিতে তাঁর উত্তরসূরি নির্বাচন হবে। অক্টোবরের ১৪ তারিখ নিউজিল্যান্ডে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের ডাক দিয়েছেন জাসিন্ডা। জাসিন্ডা জানিয়েছেন, এ বার আমি দায়িত্ব ছেড়ে দেব।'' প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে তাঁর অনীহার কারণ জানতে চাওয়া হলে জাসিন্ডা বলেন, 'একটি বিশেষ পদের সঙ্গে গুরুদায়িত্বও আসে। কখন নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আপনি সঠিক ব্যক্তি আর কখন নন, তা বোঝার দায়িত্বও আপনারই।'' উল্লেখ্য, অক্টোবরে নিউজিল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা।

বৈঠকে দূর হল রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের অশান্তির বাতাবরণ

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যপালের প্রকাশ্য ও দীর্ঘ বিরোধের আপাত অবসান ঘটল। অন্তত রাজভবনে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গে বৈঠকের পর গত মঙ্গলবার প্রকাশ্যেই এই সহাবস্থানের কথা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বৈঠকে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলের উপাচার্যরা।ব্রাত্যবাবু জানান, এবার থেকে আর কোনও বিরোধ নয়। সমন্বয় রেখে কাজ হবে। এতদিন যদি দু'পক্ষের মধ্যে কোনও বাষ্প থেকেও থাকে সেটাও আর রইল না। তাপর্যপূর্ণভাবে এদিন একাধিকবার রাজ্যপালকে আচার্য হিসাবে সম্বোধন করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে, রাজ্যপালের সঙ্গে আগামিদিনে কোনওরকম সংঘাতে যেতে চাইছে না রাজ্য সরকার। সেটা শিক্ষামন্ত্রীর এদিনের বক্তব্যেই স্পষ্ট। অর্থা, আর বিরোধ নয়, শিক্ষার উন্নতিতে সমন্বয় রেখেই কাজ করতে চায় রাজ্যের শিক্ষা দফতর এবং রাজভবন।মঙ্গলবার উপাচার্যদের সঙ্গে রাজ্যপাল এবং শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক শেষে একযোগে এমনই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যপালও। শিক্ষামন্ত্রী কার্যত ইঙ্গিত দিয়েছেন রাজ্যপালই রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য থাকছেন। জগদীপ ধনকর বাংলার রাজ্যপাল থাকাকালীন একাধিকবার উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চেয়েছিলেন। কার্যত রাজ্যকে এড়িয়ে সরাসরি উপাচার্যদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিলেন তিনি। রাজ্যপাল নিজে সরাসরি নিয়ম বহির্ভূতভাবে উপাচার্যদের চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। সেসময় রাজ্য-রাজ্যপাল বিবাদ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদ থেকে রাজ্যপালের অপসারণের প্রক্রিয়াও শুরু করেছিল রাজ্য সরকার। উপাচার্য পদ থেকে রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে একটি বিল পাশ করানো হয়েছিল রাজ্য বিধানসভায়। যদিও সেই বিল কার্যকর হয়নি। ধনকরের বদলে সিভি আনন্দ বোস রাজ্যপাল হয়ে আসতেই পরিস্থিতি বদলে গেল। আগের সব বিবাদে ইতি টেনে এবার সমন্বয় রেখে কাজ করার বার্তা দিল দু'পক্ষই। মঙ্গলবার রাজভবনে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। তাতে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রীও। বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলে দিলেন, রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক ইতিবাচক। তিনি আমাদের থেকে

লখিমপুর হিংসাঃশীর্ষ আদালতে আশিষের জামিনের বিরোধিতা করল উত্তর প্রদেশ সরকার

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ লখিমপুর খেরি হিংসা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত আশিষ মিশ্রর জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করল উত্তর প্রদেশ সরকার। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আশিষের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করে উত্তর প্রদেশ সরকার জানিয়েছে, অভিযুক্তের অপরাধ গুরুতর ছিল এবং এই অপরাধের বিষয়ে জামিন দেওয়া সমাজের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন অভিযুক্ত আশিস মিশ্র। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে আশিষের জামিনের আবেদনের শুনানি হয়। এদিন উত্তর প্রদেশের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল গরিমা প্রসাদ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জে কে মহেশ্বরীর বেঞ্চে বলেছেন, আশিষের অপরাধ গুরুতর। তাই আশিষ মিশ্রের জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করছেন তাঁরা। উত্তর প্রদেশ সরকা পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়, গুরুতর এবং জঘন্য অপরাধ, জামিন দেওয়া হলে সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

''তৃণমূল কংগ্রেসই বিকল্প, মেঘালয়ের জনসভায় দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শিলং, ১৯জানুয়ারি ঃ মেঘালয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার পরিবর্তন করতে তৃণমূল কংগ্রেসই বিকল্প। গত বুধবার মেঘালয়ে দাঁড়িয়ে বললেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন গারো পাহাড়ে জোড়াফুল শিবিরের রাজনৈতিক সভা থেকে মেঘালয়ের সাধারণ মানুষকে এই বার্তা দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।পাশাপাশি ঐদিন বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়ান তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী। বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, ' করে উঠে এসেছি, ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।' গত বুধবার হাসিমারা থেকেই মেঘালয়ে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে একটি জনসভায় অংশ নেন তিনি। তাঁর এই মেঘালয় সফরে সঙ্গী রয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।জনসভা থেকে মমতা দুর্নীতিগ্রস্ত মেঘালয় সরকারকে উচ্ছেদ করার ডাক দেন। তাঁর দাবি, এবার মেঘালয়ে তৃণমূলই সরকার গড়বে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সভা থেকে নিজের ছাত্র জীবনের রাজনীতি নিয়েও কথা বলেন। তিনি বলেন, ' থেকেই আমার জীবনে প্রথমে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়েছিলাম। তখন আমি কংগ্রেসে ছিলাম। কিন্তু কংগ্রেস আমাকে সেই সুরক্ষা দিতে পারেনি। আমার ভাই ও বোনেরা আপানারা কল্পনা করতে পারবেন না আমার উপর কীভাবে অত্যাচার করা হত।'মমতা বলেন, ' হয়ত জানেন না আমাকে এখনও আরও কী কী সহ্য করতে হচ্ছে। আমার মস্তিস্কে অস্ত্রোপচার হয়েছে। আমার মাথা পুরো থেতলে গিয়েছিল। আমার দুই চোখের অস্ত্রোপচার হয়েছে। আমার দুই হাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। আমার পিঠেও অস্ত্রোপচার হয়েছে। আমারে পেটে অস্ত্রোপচার হয়েছে। আমার সম্পূর্ণ শরীর নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবুও আমি এইসব নোংরা বা দুষ্টু মানুষের কাছে মাথা নত করিনি।'

ত্রিপুরায় কমিশনের নির্দেশিকা মেনে ১০ জন ওসি বদলি

আগরতলা ১৯ জানুয়ারী ঃ ত্রিপুরায় ১০ জন ওসি-কে আজ বদলি করা হয়েছে। মূলত, বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কমিশনের নির্দেশিকা মোতাবেক নিজ জেলায় কর্মরত থাকা যাবে না। তাই, আজ ত্রিপুরা পুলিশের ১০ জন ওসি-কে বদলি করা হয়েছে।বুধবার ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন ১০ জন ওসি-র বদলির এক নির্দেশিকা জারি করেছেন। ওই নির্দেশিকা অনুসারে পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে সাব্রুম থানায়, সাব্রুম থানার ওসি সমরেশ দাস পশ্চিম আগরতলা থানায়, পূর্ব আগরতলা থানার ওসি রাণা চাটার্জীকে জিআরপি-তে, জিআরপি-র সঞ্জিত সেন পূর্ব আগরতলা থানায়, এডিনগর থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর-কে কৈলাসহর

'কেন্দ্র না দিলে আমরা আমাদেরটা বুঝে নেব', হুঁশিয়ারি মমতার

আলিপুরদুয়ার, ১৯ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে প্রাপ্য আদায় করতে দিল্লিতে ধরনায় বসার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার আর হুমকি নয়। কেন্দ্র টাকা না দিলে নিজের মতো করে বুঝে নেওয়ার কথা বললেন মমতা।বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তিনটি জেলার উপভোক্তাদের হাতে সেখানে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তুলে দেন তিনি। কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া ভিক্ষা চাইবেন না বলে আলিপুরদুয়ারের সুভাষিণী চা বাগানের মাঠের সভা থেকে সাফ জানালেন তিনি। এদিন আলিপুরদয়ারে একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে একহাতে নিয়ে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর প্রশাসনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ফের বঞ্চনার অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিকসভা থেকে তিনি হরেক অভিযোগ করেন। বলেন- অনেকে বলেন উত্তরবঙ্গ কিছু পায় না। সবাই কুসা ও অপপ্রচার করে রাজনীতি করেন। কেন্দ্র রাজ্যের টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকার ট্যাক্স কালেকশন করে না, কেন্দ্রীয় সরকার করে। রাজ্যের ট্যাক্সের ৬০ শতাংশ টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। এবার তো নকুলদানা কিনতেও ট্যাক্স লাগবে। ১১ লক্ষ আবাস যোজনার বাড়ি করিয়েছি, সেই টাকাও দেয়নি। নদী ভাঙনের টাকাও কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না ১০০ দিনের কাজেও টাকা দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। ৪০ লক্ষ জব কার্ড হোল্ডারদের কাজ দিয়েছি আমরা। ওবিসিদের স্কলারশিপের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্র। ভোটের সময় ওবিসিদের থেকে ভোট চাইবে না বন্যা হলেও কেন্দ্র টাকা দেয় না। ভোটের আগে বলেছিল চা বাগানগুলি খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। আমরা ভোটের আগে যা বলি, তা করে দেখাই। ভিক্ষে চাই না কিন্তু রাজ্যের প্রাপ্য টাকা দিতে হবে। কথায় কথায় আদালতে মামলা করছে। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা চাকরি পেলে আপত্তি কেন? চাকরি দিতে গেলেই মামলা করে আটকে দিচ্ছে। ওবিসিদের মেধাশ্রী স্কলারশিপ দেবে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গে ওঁরা একটা ট্রেন দিয়েছে, আমি ৪০০টা ট্রেন দিয়েছি।তবে কেন্দ্র টাকা না দিলেও, তিনি ভিক্ষে চাইবেন না বলে জানান মমতা। তাঁর কথায়, আমি দেখতে চাই এটা কতদিন চলে। আমি ভিক্ষে চাইব না। ভিক্ষে করার লোক নই আমি। ভিক্ষে করতে হলে মানুষের কাছে চাইব। আমার মা, বোন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যৌবনের কাছে চাইব ওদের কাছে নয়। নিজেদেরটা বুঝে নেব আমরা। এর পরও যদি কেন্দ্র না দেয়, আমরা আমাদেরটা বুঝে নেব, কী করে বুঝতে হয়, দেখে নেব। আমরা লড়াই করে দেখিয়ে দেব। মানুষের জন্য লড়াই আমরা করতে পারি। ভিক্ষে চাইব না।

সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণেই ভারতে আরোগ্যের হারে ফের বৃদ্ধি, সক্রিয় রোগী কমে ১,৯৬২

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ ফের সামান্য বা়ল, আপাতত ১০০-র ঊর্ধ্বেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৪ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়নি কোনও রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৪ জন, নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ায় করোনায় মোট মৃতের সংখ্যা ৫,৩০,৭২৮-এ থমকে গিয়েছে। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১ হাজার ৯৬২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৮,৮১৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৪,৪৬,৮১,৪৯৫-এ পৌঁছেছে। এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭২৭ জন প্রাপক, ফলে ভারতে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.২০ কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,২০,৩৯,৮১৫। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৮০,৭২১ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

আগামী ২৩ শে জানুয়ারি ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে আবরণ উন্মোচন নেতাজির ৮ ফুট উঁচু মূর্তি

হাফলং (অসম), ১৯জানুয়ারি ঃ ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙে স্থাপন করা হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ৮ ফুট উঁচু মূর্তি। হাফলং শহরে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের পাশে নেতাজির ১২৬-তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগামী ২৩ জানুয়ারি বেলা ১১টায় এই মূর্তির আনুষ্ঠানিকভাবে আবরণ উন্মোচন করবেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা।মূলত পরিষদ-প্রধান দেবোলাল গার্লোসার উদ্যোগেই হাফলং শহরে বসানো হচ্ছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি। এদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬-তম জন্মজয়ন্তীতে গুচ্ছ কার্যসূচি হাতে নিয়েছে নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ও বাঙালি কল্যাণ পরিষদ।তিনদিন ব্যাপী চলবে নানা অনুষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, শোভাযাত্রা, মটর রেলি ইত্যাদি।২১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে নেতাজি সুভাষ বসু কাপ বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা। ২২ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে চিত্রাঙ্কন ও আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। হাফলং সরকারি হাসপাতালে রক্তদান শিবির ও রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ অনুষ্ঠান ও বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ। ২৩ জানুয়ারি সকাল ৬-টায় দেশাত্মবোধক সঙ্গীত যোগে প্রভাতফেরি বের হবে। সকাল ১০-টায় হাফলং সাংস্কৃতিক ভবন থেকে নেতাজির প্রতিকৃতি নিয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সমগ্র শহর পরিক্রমা করবে। ১১টায় নেতাজির ৮ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তির উন্মোচনের পর বেলা ১১.৩০টায় অনুষ্ঠিত হবে আলোচনাসভা। ১২.১২ মিনিটে আজাদ হিন্দ বাহিনীর পতাকা উত্তোলন সহ শঙ্খ ও উলুধ্বনি দিয়ে নেতাজির জন্মলগ্ন ঘোষণা করবেন উপস্থিত বিশিষ্টরা।বেলা ১-টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে গা।ও মটর সাইকেল নিয়ে এক রেলি। সন্ধ্যায় নেতাজি মূর্তির নীচে প্রদীপ প্রজ্বলন এবং হাফলং সাংস্কৃতিক ভবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। বাস্কেট বল প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও রানার্স-আপ দল সহ চিত্রাঙ্কন ও আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে, জানানো হয়েছে নেতাজি জন্মজয়ন্তী উদযাপন কমিটি ও বাঙালি কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে।

গুজরাটে আগামী বছর থেকে গুজরাটি ভাষায় হবে মেডিকেলের পড়াশোনা, স্কুলে কক্ষেরও অভাব দূর হবে

আহমেদাবাদ, ১৯ জানুয়ারি ঃ গুজরাটের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত, মেডিকেল ও অন্যান্য ব্যবসায়িক পাঠ্যক্রমের পড়াশোনা মাতৃভাষা গুজরাটিতেই হবে। আগামী বছর থেকে তা শুরু হবে। বুধবার এই তথ্য দিয়েছেন গুজরাট সরকারের মন্ত্রী ঋষিকেশ প্যাটেল। তিনি বলেছেন, এ জন্য পঠন সামগ্রী (স্টডি মটেরিয়াল) ডিজাইন করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর অধীনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভাষা অনুবাদ করার কাজ অর্পণ করা হয়েছে। প্যাটেল বলেছেন, মেডিকেলের শিক্ষার্থীরা যাতে খুব সহজে বিষয়বস্তু বুঝতে পারেন তাই গুজরাটি ভাষায় পাঠ্যক্রম তৈরি করা হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের জন্য অবশ্য গুজরাটি এবং ইংরেজির বিকল্প থাকছে। তিনি বলেছেন, মেডিকেল ফ্যাকাল্টির সমস্ত বিষয় গুজরাটি ভাষায় পাঠ্যক্রম তৈরি করা হবে। আগামী বছর থেকেই গুজরাটি ভাষায় মেডিকেলের পড়াশোনা শুরু হয়ে যাবে এবং শিক্ষার্থীরা ইংরেজি অথবা গুজরাটি ভাষায় পড়াশোনা করতে পারবেন।স্কুলে কক্ষের অভাব দূর হবে।গুজরাট সরকারের মন্ত্রী হৃষিকেশ প্যাটেল বলেছেন, রাজ্যের স্কুলগুলিতে ক্লাসের জন্য কক্ষের অভাব দূর করা হবে। রাজ্যে ২১ হাজার স্কোয়ার তৈরির প্রক্রিয়া যুদ্ধকালীন তপরতায় শুরু হয়েছে। স্কুলে কক্ষের স্বল্পতার বিষয়ে মন্ত্রী বলেছেন, করোনার জন্য ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। এই কারণে ২০২২ সালের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ২১ হাজার বর্গ কক্ষের ঘাটতি রয়েছে। এ ঘাটতি দূর করতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত ১০ হাজার শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও ২১ হাজার ওয়ার্করুম মেরামতের কাজের নির্দেশ জারি করা হয়েছে।শিক্ষার্থীদের মার্কশিট এখন থেকে ডিজি লকারে-এছাড়াও, এনইপি-২০২-তে উল্লিখিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করার জন্য, শিক্ষা বিভাগ গুজরাট এনইপি সেলের অধীনে বিভিন্ন টাস্কফোর্স কমিটি তৈরি করেছে এবং তাঁদের কাজ অর্পণ করেছে। মন্ত্রী জানান, রাজ্যের ৪৫টি বিশ্ববিদ্যালয় ন্যাশনাল একাডেমিক ডিপোজিটরি (এনএডি) পোর্টালে একাডেমিক ব্যাঙ্ক অফ ক্রেডিট-এর জন্য নিবন্ধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ডিজিলকারে নিজেদের পড়ুয়াদের মার্কশিট আপলোড করেছে। এগুলি ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মাল্টিপল এন্ট্রি -এগজিটকে সমর্থন করার জন্য পাঠ্যক্রমে বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত করেছে। এসব ঐচ্ছিক বিষয়ের কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক স্কোরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে মানুষের সহায়তায় প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এনডিআরএফঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র সাহসিকতা সত্যিই প্রশংসনীয়। এনডিআরএফ-এর সাহস ও পেশাদারিত্বকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার এনডিআরএফ-এর স্থাপনা দিবসে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও মানুষের সহায়তায় প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এনডিআরএফ।প্রধানমন্ত্রী এদিন টুইট করে আরও জানিয়েছেন, স্থাপনা দিবসে এনডিআরএফ-এর টিমকে শুভেচ্ছা। অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতেও মানুষের সহায়তায় প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের সাহসিকতা প্রশংসনীয়। ভারত দুর্যোগ প্রতিরোধী পরিকাঠামো নির্মাণ-সহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা যন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করছে।

রামচরিতমানসের অপমানে প্রতীকী নীরব অনশনে অশ্বিনী চৌবে

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ বিহার সরকারের নিপীড়নমূলক নীতি এবং রামচরিতমানসের অবমাননার বিরুদ্ধে একদিনের প্রতীকী নীরব অনশনে বসেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে। নীতীশ কুমারের সমাধান যাত্রার প্রতিবাদে পাটনা থেকে প্রতীকী নীরব অনশন শুরু করছেন।চৌসা কাণ্ডের কৃষকরাও অশ্বিনী চৌবের সমর্থনে আয়োজিত প্রতীকী নীরব অনশনে যোগ দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে বৃহস্পতিবার টুইট করে লিখেছেন, রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি স্থগিত করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার যেখানেই সমাধান যাত্রায় গিয়েছেন, সেখানেই একদিনের নীরব অনশন পালন করবেন। আগামী ২৪ জানুয়ারি দ্বারভাঙ্গায় এবং ৩০ জানুয়ারি ভিতিহারওয়া বেত্তিয়ায় নীরব অনশন পালন করবে।তিনি আরও বলেন, বিহারে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের অনুসারীরা ক্ষমতায় রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জেপির নীতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। আজ বিহারে কৃষক ও যুবকরা রাস্তায় নেমেছে। সমস্যায় পড়েছেন মহিলাদের ওপর অত্যাচার বেড়েছে। রামচরিতমানসের মত একটি পবিত্র গ্রন্থের অপমান করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় দল আসার আগে 'মিড ডে মিল' নিয়ে আগাম পরিদর্শন সেরে রাখতে চায় রাজ্য

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় দল আসার আগেই ' ডে মিল' নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে স্কুলে স্কুলে পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। গত ১৬ থেকে ১৯ জানুয়ারির পর্যন্ত এই বিশেষ নজরদারি চালাচ্ছে জেলা স্তরের শিক্ষা আধিকারিকেরা। এই প্রকল্প নিয়ে জেলাগুলো থেকে চূড়ান্ত রিপোর্টও জমা পড়েছে রাজ্যের অধিকর্তার কাছে। আগামী ২০ জানুয়ারি ' ডে মিল' প্রকল্প সংক্রান্ত পরিদর্শনের জন্য সাত সদস্যের কেন্দ্রীয় দল আসছে রাজ্যে। ওই দলে আরও চার বিশেষজ্ঞও থাকবেন বলেও জানা গিয়েছে। এই কেন্দ্রীয় দলকে সহযোগিতা করার আবেদন জানানো হয়েছে বিভিন্ন জেলাকে। পাশাপাশি জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় দল এলে তাদের হাতে সেই রিপোর্ট তুলে ধরা হবে।

ইসকন মন্দির দর্শনে মায়াপুরে জে পি নাড্ডা

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ কলকাতা থেকে মায়াপুরে গেলেন বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা । বৃহস্পতিবার সকাল ১১টার দিকে দলীয় নেতাদের সাথে নিয়ে কলকাতা থেকে কপ্টারে মায়াপুরে গেলেন নাড্ডা। সেখানে পুরোহিত ও মন্দির পরিচালনার সদস্যরা তাকে স্বাগত জানান। এরপর তিনি ঘুরে দেখেন মন্দির চত্বর। গেলেন নির্মীয়মাণ ইসকন মন্দিরেও।এরপর সড়কপথে নদিয়ার বেথুয়াডহরিতে যাবেন নাড্ডা। বেথয়াডহরি রেল স্টেশন সংলগ্ন মাঠে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে। সেই জনসভাতে কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের ৭ টি বিধানসভা কেন্দ্রের যে সকল কার্যকর্তারা রয়েছেন সকলেই উপস্থিত থাকবেন। এই জনসভার কর্মসূচি শেষ করে হোটেলে পৌঁছবেন জে পি নাড্ডা। তারপর সেখানে নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক সারবেন তিনি। সবশেষে বৃহস্পতিবার মায়াপুর হয়ে আবারও কলকাতায় ফিরে আসবেন । আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের কৌশল ঠিক করতেই তাঁর এই বাংলা সফর। বুধবার রাতে রাজারহাটের একটি পাঁচতারা হোটেলে ছিলেন বিজেপি।

নিজেকে ভাবেন উত্তর-পূর্বের প্রধানমন্ত্রী, নাম না করে হিমন্তকে নিশানা মমতার

শিলং, ১৮ জানুয়ারি ঃ অসম-মেঘালয় সীমান্ত সমস্যা দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি সীমানা সমস্যার জেরে মৃত্যু হয়েছিল ৬ মেঘালয় বাসিন্দার। তা নিয়ে উত্তাল হয়েছিল মেঘালয়ের রাজনৈতিক মহল। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গুয়াহাটি থেকে পরিচালিত হয় মেঘালয়। এরপরেই তাঁর কটাক্ষ, 'নিজেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভাবছেন'।তৃণমূলের নজর উত্তর-পূর্বে। মেঘালয় এবং ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ নজর দিয়েছে জোড়াফুল শিবির। গত বুধবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সভা করেন মেঘালয়ে। উল্লেখ্য, তৃণমূল চেয়ারপার্সনের এটাই ছিল প্রথম মেঘালয় নির্বাচনী প্রচার। সেখান থেকেই নাম না করে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে আক্রমণ করেন মমতা।মেঘালয়ের বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে কর্মসংস্থান নিয়েও সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নের জন্য বিকল্প একমাত্র তৃণমূল সরকার। এদিন তিনি বলেন, 'ভূমিপুত্রই মেঘালয় শাসন করবে'। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের গেটওয়ে কলকাতা। এরপরেই তৃণমূল চেয়ারপার্সন বলেন, ' ও মেঘালয়ের

৩০ জন যাত্রীকে না নিয়েই অমৃতসর থেকে উড়ে গেল সিঙ্গাপুরগামী বিমান, তদন্তের নির্দেশ ডিজিসিএ-র

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ এক-দু'জন নন, ৩০ জনের বেশি যাত্রীকে না নিয়েই অমৃতসর বিমানবন্দর থেকে উড়ে গেল সিঙ্গাপুরগামী একটি বিমান। অমৃতসর বিমানবন্দর সূত্রের খবর, স্কুট এয়ারলাইন্সের সিঙ্গাপুরগামী বিমানটি সন্ধ্যা ৭টার পরে অমৃতসর থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করার কথা ছিল, তবে এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ বুধবার বিকেল ৩-৪টার মধ্যে যাত্রার সময় পরিবর্তন করে এবং সমস্ত যাত্রীদের ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, যে ট্রাভেল এজেন্ট গ্রুপের ৩০ জনের জন্য টিকিট বুক করেছিলেন, তিনি যাত্রীদের সিঙ্গাপুরগামী বিমানের সময় পরিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করেননি। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে ডিজিসিএ। ডিজিসিএ বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের আগে বিমান ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি ডিজিসিএ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। ৩০ জনেরও বেশি যাত্রীকে না নিয়ে চলে গিয়েছিল বিমানটি।

শীতের দাপট কমছেই না উত্তর ভারতে, ঘন কুয়াশায় দেরিতে চলল ১৩টি ট্রেন

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃশীতের শিরশিরানিতে কাঁপছে দিল্লি-সহ গোটা উত্তর ভারত। দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, পঞ্জাবে বৃহস্পতিবারও নিম্নমুখী ছিল তাপমাত্রার পারদ, হা। কাঁপানো ঠান্ডায় রীতিমতো কাবু হয়েছেন মানুষজন। একই পরিস্থিতি বজায় ছিল উত্তর প্রদেশ ও বিহারেও। কোথাও তাপমাত্রা নেমেছে অনেকটাই। সব মিলিয়ে ঠান্ডার দাপটে উত্তর ভারতে এদিনও বিপর্যস্ত হয়েছে জনজীবন।একইসঙ্গে কুয়াশার দাপটে এদিনও রেল পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে। ভারতীয় রেল জানিয়েছে, ঘন কুয়াশার জন্য উত্তর রেলওয়ে অঞ্চলে ১৩টি ট্রেন দেরিতে চলেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে বারাউনি-নতুন দিল্লি ক্লোন এক্সপ্রেস, কামাখ্যা-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল, বিশাখাপত্তনম-নতুন দিল্লি অন্ধ্রপ্রদেশ এক্সপ্রেস, পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, গয়া-নতুন দিল্লি মহাবোধি এক্সপ্রেস প্রভৃতি।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০জানুয়ারি ঃবৃহঃবার, ৫মাঘ মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২০জানুয়রিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ৫ মাঘমাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৫ মাঘ মাস ১৪২৯, ভারতীয় সিভিলঃ৫ মাঘ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ৮ শজিবু, আসামঃ ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃ বিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃ রাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

অংশত, মেঘলা আকাশ। পরে পরিষ্কার থাকবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৩.০৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৬.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৩শতকরা এবং৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ৭টা ২০ মিনিট এবং রাত-৭টা ২০মিনিট। ভাটা- সকাল-৭টা ২০মিনিট। রাত-৭টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৬ টা ১৯মিনিট এবং সূর্য অস্তযাবে আজঃ ৫ টা -১৬মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন । এই আবহাওয়া হতেপারে আজকের দিনেটিতে

রাশিফল

মেষ রাশিঃ আপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনঃদ দিতে পারে। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ বিনিযাগে করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা
বৃষ রাশিঃবিবাহের যোগ। সংসারে শান্তি হবেই। আর্থিক সংকটে হবে
মিথুন রাশিঃআপনার প্রফুল্ল স্বভাব অন্যদের খুশি করবে। আপনি চমকার নতুন ধারণা নিয়ে আসবেন যা আপনাকে আর্থিক ভাবে লাভবান করবে। শুভদিন
কর্কট রাশিঃব্যস্ত সময়সূচী সত্বেএ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন।
সিংহ রাশিঃসৃজনশীল শখ আপনাকে চাপমুক্ত রাখবে।
কন্যা রাশিঃআপনার উদ্দীপনা বাড়িয়ে তুলতে আপনার মনে এক উজ্জ্বল সুন্দর এবং গৌরবজনক
তুলা রাশিঃআধ্যাত্মিক এবং শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা উচিত। শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার পরিচিত মানুষদের মাধ্যমে উপার্জনের নতুন উৎস সৃষ্টি ।
ধনু রাশিঃযা আপনাকে নিজের সম্বন্ধে ভালো বোধ করায় এমন কিছু করার পক্ষে এটি চমকার
মকর রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ হবে আজ।
কুম্ভ রাশিঃযদি আপনি স্পষ্টতই চাপ অনুভব করেন-তাহলে আরো বেশি সময় বাচ্চাদের সাথে কাটান। সন্তান হতে পারে আজ
মীন রাশিঃআপনার ঝগড়ুটে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাখুন যেহেতু এটি আপনার সম্পর্ককে চিরস্থায়ীভাবে নষ্ট করতে পারে।আপনি মুক্ত মন তুলে ধরে এবং কারোর বিরুদ্ধে সব বিদ্বেষ ঝেড়ে ফেলে এটি অতিক্রম করতে পারেন। আপনার ক্রোধ

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করতে ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক থানায় কেন প্রশ্ন তুললো বিজেপি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করতে ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক থানায় কেন প্রশ্ন তুললো বিজেপি।এবার থানার মধ্যে ঢুকে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি পালন করলো তৃণমূল কংগ্রেস। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার সকালে হাওড়া জেলা সদরের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা ডোমজুড় কেন্দ্রের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ বাঁকড়া পুলিশ আউটপোস্টে কর্মীদের নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে একপ্রস্ত বৈঠকও সারেন। তিনি যখন পুলিশ আউটপোস্টের ইনচার্জ এর সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই সময় দলের নেতারা হাতে সুরক্ষা কবচের প্ল্যাকার্ড নিয়ে তাঁকে ঘিরে থাকতে দেখা যায়। আর এই ছবি ভাইরাল হতেই জেলা জুড়ে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ সিংহ বলেন দিদির সুরক্ষা কবচ দলীয় কর্মসূচি। থানার মধ্যে ঢুকে এর প্রচারের কি প্রয়োজন পড়ল ? আসলে পঞ্চায়েত ভোটের আগে পুলিশের সঙ্গে সেটিং করতে তৃণমূল নেতারা থানায় গিয়েছিলেন। এরা কোন কিছুই নিয়ম-কানুন মানছেন না। কাটমানি ও সিন্ডিকেটরাজ চালানোর জন্যেই পুলিশের কাছে থানায় গিয়েছিল তৃণমূল নেতারা। এদিকে তৃণমূল নেতা কল্যাণ ঘোষ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের স্বার্থে তিনি থানায় গিয়েছিলেন। যাতে সাধারণ মানুষের অভিযোগ পুলিশ নেয় এবং এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও দেশবিরোধী কোনও এজেন্ট এখানে যাতে ঢুকতে না পারে সেই ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে কথা বলতেই তিনি গিয়েছিলেন। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলা দিদির সুরক্ষা কবচের একটা অংশ বলে তিনি এদিন দাবি করেন। কল্যাণ ঘোষ বলেন, কেন্দ্রের প্রকল্প রাজ্যে এখনও অনেক বাকি। এখন আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে যে প্রকল্পগুলি করেছেন সেই প্রকল্পগুলি মানুষ পাচ্ছে কিনা তার খোঁজ নিয়েছি। ঠিক তেমনভাবে এলাকার বিধায়ক হিসেবে এই এলাকার শান্তিশৃঙ্খলা এবং এই এলাকায় অসামাজিক কাজ যাতে না হয় এবং রাষ্ট্রদ্রোহী কোনও সদস্য এখানে যাতে কোনও ডেরা না করতে পারে সেই নজরদারি করে তা জানাবার জন্য পুলিশের বাঁকড়া আউটপোস্টে গিয়েছিলাম। 'দিদির সুরক্ষা কবচ' এই কর্মসূচিতে যারা সঙ্গে ছিলেন তাঁরা কেউ পঞ্চায়েতের সহকারি সভাপতি, কেউ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, কেউ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ। দলীয় কোনও কর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। দলীয় প্ল্যাকার্ড নয় সরকারি প্ল্যাকার্ড হাতে ছিল। কোনও জায়গায় কোনও দলের নাম লেখা ছিলনা। থানা পার্টি অফিস হয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। এই ব্যাপারে কল্যাণ ঘোষ বলেন, বিজেপির সঙ্গে মানুষের কোনও যোগাযোগ নেই। যাদের বুথে এজেন্ট বসাবার ক্ষমতা নেই তাঁরা এইভাবেই লাইমলাইটে আসার চেষ্টা করবে। আমরা মানুষের দুয়ারে যাচ্ছি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই ব্যাপারে সতর্ক করেছি। শুধু তাই নয় সাধারণ মানুষ শান্তিতে থাকছেকিনা, তাঁদের ডাইরি নিচ্ছে কিনা, এফআইআর নিচ্ছে কিনা নিলে কিভাবে তদন্ত করছে, উদ্দেশ্যপ্রণদিতভাবে কাউকে ফাঁসাচ্ছে কিনা তা জানতেই আউটপোস্টে সতর্ক করতে গিয়েছি। এটা কর্মসূচির অঙ্গ। আমরা হাসপাতাল, স্কুল সহ বিভিন্ন জায়গাতেই তো যাচ্ছি। অন্যদিকে, এই বিষয়ে বিজেপির মিডিয়া প্যানেলিস্ট ওমপ্রকাশ সিং জানান, দিদির দূত নামে যে প্রকল্প শুরু হয়েছে তাঁকে কাজে লাগিয়ে তৃণমূলের নেতারা থানায় গিয়ে বসছেন কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দিদির দূত প্রকল্পকে সামনে রেখে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে যাতে লুটপাট করে পঞ্চায়েত দখল করা একমাত্র উদ্দেশ্য। দিদির দূত করা হয়েছে মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য। এখানে চাষিরা না খেয়ে মরছে। শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন না। শিক্ষকেরা টাকা পাচ্ছেন না। যারা টেট দিল তাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না। পুলিশ ডিএ পাচ্ছেন না, আমজনতার সুরক্ষা নেই। এটা দিদির দূত নয় দালালির দূত। সেইজন্য বিধায়ক থানায় গিয়েছিলেন। বাংলার পুলিশ বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের কাজ টাকা তোলা, কাটমানি, তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেটরাজ।

মধ্যবিত্তের হেঁশেলে আগুন, আরও বাড়ল ডিমের দাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ মধ্যবিত্তের হেঁশেলে আবার আগুন। বাড়ল ডিমের দাম। কলকাতার বিভিন্ন বাজারে ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়াল সাড়ে ৭ টাকা। গত বছরের নভেম্বরে শেষবার বেড়েছিল ডিমের দাম। সেবার অবশ্য ৫০ পয়সা বেড়েছিল ডিমের দাম। ডিমের দামবৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়েছে। ডিম ভাজা হোক কিংবা পোচ খেয়ে দিব্যি দিন কেটে যায় মধ্যবিত্তের। সস্তায় প্রোটিন যুক্ত খাবার বলতে ডিমকেই বোঝেন সকলে। সে কারণেই মিড ডে মিলে স্থান পেয়েছে ডিম। অথচ সেই ডিমের দাম ক্রমশঃ বাড়ছে। সাড়ে ৬ টাকা থেকে একধাক্কায় সাড়ে ৭ টাকা হয়ে গেল মুরগির ডিমের দাম। হাঁসের ডিমের দাম ১২ টাকা। ডিমেরই দাম বৃদ্ধি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই চিন্তিত গৃহস্থরা। দিন দিন ডিমের দাম বৃদ্ধি দেখে কার্যত অবাক হয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। যে হারে ডিমের দাম বাড়ছে তাতে তা-ও ক্রমশ হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন কেউ কেউ। ব্যবসায়ীদের দাবি, ডিমের জোগান কম। চাহিদা বেশি। এছাড়া আমদানির খরচও বেড়েছে। তাই ক্রমশ বাড়ছে ডিমের দাম। তবে ডিমের দাম বাড়লেও লাভ হচ্ছে না বলেই জানান ব্যবসায়ীরা। তাঁদের ৫ শতাংশও লাভ থাকছে না বলেই দাবি ব্যবসায়ীদের। ডিমের মতো মুরগির মাংসের দামের বৃদ্ধিও যেন লেগেই রয়েছে। তবে শীতের মরশুমে শাকসবজির দাম কিছুটা কমেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে যা সাময়িক স্বস্তি দিচ্ছে আমজনতাকে।

স্বাভাবিকের উর্ধ্বেই মহানগরীর তাপমাত্রা, মৃদু শীতের আমেজ দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ আপাতত হালকা শীতেই খুশি থাকতে হচ্ছে কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গকে। বৃহস্পতিবারও স্বাভাবিকের উর্ধ্বে থাকল মহানগরীর তাপমাত্রা। খুব বেশি হেরফের হচ্ছে না তাপমাত্রায়। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৩.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২১ জানুয়ারি অবধি রাতের তাপমাত্রার খুব বেশি হেরফের হবে না। ২২ জানুয়ারির পর রাতের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এদিন সকাল থেকে মেঘলা ছিল কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আকাশ। অনুভূত হয়েছে হালকা শীত, তবে এই ঠান্ডা খুব শীঘ্রই উধাও হয়ে যেতে পারে। আবহবিদরা জানিয়েছেন, দু'দিন পর থেকে তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে। কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। তাপমাত্রা বাড়লেও সকালের দিকে কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকবে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা।

অপহৃতা কিশোরীর সঙ্গে অপহরণকারীর যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ অপহরণের দায়ে অভিযুক্তকে অপহৃতা কিশোরী ও তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে নিষেধাজ্ঞা জারি করল হাইকোর্ট। একটি মামলার বিচারে এই নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। এই সঙ্গে তিনি এই মন্তব্য ১৫ বছরের নাবালিকাদের নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আধুনিক যুগে তারা অনেক পরিণত। ১৯৪৭ সালের নাবালিকাদের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে না। বিচারপতি নির্দেশ দেন, শেখ আলম সাবিনা ও তার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে না। হুমকি বা অন্য কোনও পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সাবিনার পরিবার থানায় অভিযোগ জানালে পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে আগের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাবে। হাওড়ার রাজাপুর থানার বাসিন্দা পেশায় টোটো চালকের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে ১৫ বছরের এক কিশোরীর। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে সে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায়। মেয়েটির পরিবারের আইনজীবী সব্যসাচী চ্যাটার্জির দাবি, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে হায়দ্রাবাদে কিশোরীকে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে বিবাহ করে ধর্ষণ করা হয়েছে। হাওড়া গ্রামীণের রাজাপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় হায়দ্রাবাদ থেকে উদ্ধার করা হয় মেয়েটিকে। ইতিমধ্যে অভিযুক্তর আগাম জামিন মঞ্জুর হয়। আগাম জামিনের পর থেকেই অভিযুক্ত হুমকি দিতে থাকে। পুলিশকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। তাই মেয়েটির পরিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। অন্যদিকে অভিযুক্তর আইনজীবীর দাবি, ওই কিশোরীর সঙ্গে অভিযুক্তর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মেয়েটি নাকি গোপন জবানবন্দিতে স্বীকার করেছে সে স্বেচ্ছায় অভিযুক্তর সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করেছিল। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচারপতি মান্থার মন্তব্য, ১৫ বছরের নাবালিকাদের নিয়ে ভাবার সময় এসেছে। আধুনিক যুগে তারা অনেক পরিণত। ১৯৪৭ সালের নাবালিকাদের সঙ্গে তুলনা করলে চলবে না। এখন নাবালিকারা সামাজিক মাধ্যমে পারদর্শী। তারা সব জানে। কিন্তু সাবালিকা হওয়ার আগে বিবাহ আইনত অপরাধ। কিন্তু ১৫ বছরের নাবালিকারা স্বেচ্ছায় যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাতে বিচারব্যবস্থা অনেক সময় অসুবিধার মুখে পড়ছে। ফলে তাদের সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিতে গেলে আইন অসুবিধায় পড়ছে। ফলে আদালতের পক্ষে আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করা সম্ভব নয়।

২০১৬ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ২৩ হাজার নিয়োগের রিপোর্ট চাইল হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ রাজ্যের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে গত ছ'বছরে যত শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে, তাদের হিসাব চাইল কলকাতা হাই কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি বিশ্বজিত বসু এই হিসাব চেয়েছেন রাজ্যের কাছে। পাশাপাশিই বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, ওই হিসাব বা রিপোর্ট আগামী ২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আদালতে জমা দিতে হবে। অর্থাৎ, রাজ্যের হাতে সময় আছে দু'সপ্তাহ। বৃহস্পতিবার একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এই নির্দেশ দেন বিচারপতি। সেই মামলাটি হল মুর্শিদাবাদ জেলার একটি স্কুলে নিয়োগে জালিয়াতির বিষয়ে। মামলাটি রুজু করা হয়েছিল ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ছিল, স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের নথি জাল করে প্রধানশিক্ষক পিতার স্কুলে চাকরি পান পুত্র। গত তিন বছর ধরে তিনি বেতনও পেয়েছেন। অথচ জেলা স্কুল পরিদর্শকের কাছে তাঁর নিয়োগের কোনও নথিই ছিল না! ঘটনাটি জানার পরেই বিস্মিত বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, নিয়োগপত্রে নাম না থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ওই 'শিক্ষক' এতদিন বেতন পেলেন! এর পরেই বিচারপতির সংযোজন, তবে তো এমন অনেক জালিয়াতিই হয়ে থাকতে পারে, যার এখনও খবরই নেই রাজ্যের কাছে! বৃহস্পতিবার আদালতের এই নির্দেশের ফলে আঁতশকাচের তলায় আসতে চলেছে প্রায় সাড়ে ২৩ হাজার স্কুলের চাকরি। গত ছ'বছরে অর্থাৎ ২০১৬ সালের পর থেকে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে স্কুলে নিয়োগের একটিই পরীক্ষা হয়েছে। তবে বেশ কয়েক দফায় নিয়োগ হয়েছে প্রায় সাড়ে ২৩ হাজার শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীর। এঁদের মধ্যে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি- ১১,৪২৫ জন। এ ছাড়াও একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক, ৪৪৮৭ জন গ্রুপ-ডি কর্মী এবং ২,০৩৭ জন গ্রুপ-সি কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে এ বার এই সমস্ত চাকরিই নিয়োগপত্র পেয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ায় হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখবেন জেলা স্কুল পরিদর্শকেরা। রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির বিভিন্ন অভিযোগের তদন্তভার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে দেওয়া হয়েছে হাই কোর্টের তরফে। এই নিয়োগ যাচাইয়ের দায়িত্ব জেলা স্কুল পরিদর্শকদের দিয়েছে হাই কোর্ট। বিচারপতি বসুর অভিমত, জেলা স্কুল পরিদর্শকেরা নিয়োগে অনিয়ম বা জালিয়াতির দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।

পুনরায় আগুন হাওড়ায়, এবার জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা শহরে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ বুধবারই হাওড়ার পাওয়ার হাউসে সিইএসসি'র ডিস্ট্রিবিউশন স্টেশনে ভয়াবহ আগুন লাগে। গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এই ঘটনার জেরে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই হাওড়ায় জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল বৃহস্পতিবার। এদিন ভোররাতে জগাছার উনসানিতে রাস্তার ধারে একটি অস্থায়ী ধাবায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর নেই। এর পাশাপাশি এদিনই হাওড়ার পঞ্চাননতলার ফণীন্দ্রনাথ কিন্ডার স্কুলের পাশে একটি নির্মীয়মান বহুতলের পরে থাকা স্ক্র্যাপে আগুন লেগে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাতেও কোনও হতাহতের খবর নেই বলে দমকল জানিয়েছে।

মহসিন কলেজ যথাযথ সংরক্ষণের দাবি তুললেন ঐতিহ্যপ্রেমীরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ জানুয়ারি ঃ হুগলির মহসিন কলেজ যথাযথ সংরক্ষণের দাবি তুললেন ঐতিহ্যপ্রেমীরা। তাঁদের হয়ে বৃহস্পতিবার 'সংস্কার নয় চাই যথাযথ সংরক্ষণ' বলে দাবি করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুদীন চট্টোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব এবং উচ্চ শিক্ষা সংসদের প্রাক্তন সভাপতি সুদীনবাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, বিপজ্জনক' হয়ে পড়ায় সংস্কারের জন্য হুগলি মহসিন কলেজের

ঐতিহ্যবাহী মূল ভবন, 'বঙ্কিম ভব'ন ভাঙা হচ্ছে। কাউকে কিছু না জানিয়ে অধ্যক্ষ পুরুষোত্তম প্রামাণিক ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই অভিযোগে সরব হয়েছেন কলেজের প্রাক্তনীরা। তাঁরা ওই ভবনের ফরাসি স্থাপত্যশৈলী বজায় রেখে সংস্কারের দাবি তুলেছেন। অভিযোগ মানেননি অধ্যক্ষ। তবে, মঙ্গলবার প্রাক্তনীদের সঙ্গে বৈঠকের পরে তিনি জানিয়েছেন, যথাসম্ভব পুরনো শৈলী বজায় রেখেই সংস্কার করা হবে। এই মুহূর্তে সোচ্চার দাবি উঠুক এই ঐতিহ্যবাহী কলেজের পুরনো ভবনগুলির নির্মাণ শৈলীর বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি না ঘটিয়ে, তাদের চেহারা অক্ষত রেখে, আধুনিক প্রক্রিয়া ও প্রকৌশল প্রয়োগে সংরক্ষণ করা হোক। মামুলি মেরামত বা সংস্কারের নামে অনাচার অবিলম্বে বন্ধ হোক। সংস্কার ও সংরক্ষণ এক নয়। সংরক্ষণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নৈহাটি 'বঙ্কিম ভবন'। পশ্চিম বাংলার একটি অতি স্ফীতকায় অর্থপোষ্য 'ঐতিহ্য সংরক্ষণ কমিটি' আছে বলে শুনেছি। তাঁরা জেগে আছেন বলে মনে তো হয় না। কলেজে লাগানো সরকারি ফলক বলছে, ১৮০৪-১৮০৫ সালে ওই ভবন নির্মাণ করেন ফরাসি জেনারেল পেরন। পরে চুঁচুড়ার জমিদার জগমোহন শীল এই ভবন কিনে নেন। ১৮৩৬ সালের ১ আগস্ট থেকে এই ভবনেই 'হুগলি মহসিন কলেজ'-এর পথচলা শুরু হয়।

কলকাতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার কলকাতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা শুরু হতে চলেছে। চলবে আগামী ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলা মানেই আমাদের যে ধারণা থাকে তার থেকে এই মেলা একটু আলাদা। মেলার প্রতিটি স্টলে থাকবে বিজ্ঞানের স্বাদ। করোনার জন্য গত বছর এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল অনলাইনে। এবার সব বাধা পেরিয়ে ফের একবার পুরনো ছন্দে ফিরছে হেদুয়া পার্কের বিজ্ঞান মেলা। মজার বিষয় হল, আপনি যেমন এই মেলা ঘুরে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে পারবেন, তেমনই মেলার অংশও হতে পারেন। এ মেলায় থাকছে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা, যেখানে যে কেউ অংশ নিতে পারেন অনায়াসেই। মেলার বিশেষ আকর্ষণ মেধা অন্বেষণ, প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা, আন্তঃবিদ্যালয় ও আন্তঃমহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান মডেল প্রতিযোগিতা, প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতা। মানুষকে কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বের করে আনার জন্য সারাবছরই কাজ করে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। সেই বিজ্ঞান মঞ্চের উদ্যোগেই বছরের পর বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মারকস্মৃতি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলা। দেখতে দেখতে এবছর এই মেলা ২৪ বছরে পড়ল। তাই মেলা ঘিরে বাড়তি উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো। সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাক্তন ডিরেক্টর তথা আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপক সুমিতকুমার রায় এই মেলার উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সম্পাদক অধ্যাপক প্রদীপ মহাপাত্র, ইন্ডিয়ান অয়েলের জেনারেল ম্যানেজার সুরজিত সাহা, স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপিকা মঞ্জুরি মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সভাপতি কলকাতার অধ্যাপক সিদ্ধার্থ দত্ত প্রমুখের।

হুক্কাবার বন্ধের কারণ জানতে চাইল হাই কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ কলকাতা ও বিধাননগরে হুক্কাবার বন্ধ কেন তা নিয়ে রিপোর্ট চাইল হাই কোর্ট । কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও বিধাননগর পুলিশকে রিপোর্ট জমা করতে হবে হাই কোর্টে, বৃহস্পতিবার এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। অ্যাসোসিয়েশন অফ রেস্টুরেন্টের পক্ষ থেকে মামলা করে অভিযোগ করা হয়, পৌরসভার আইনে কোথাও হুক্কাবার বন্ধের কথা বলা হয়নি। অথচ পুলিশ পৌরসভার রেস্তোরাঁ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে হাজার খানেক রেস্তোরাঁয় ব্যবসায় সমস্যা হচ্ছে। পুলিশ কিসের ভিত্তিতে হুক্কাবার বন্ধ করল সেটা তাদের বোধগম্য নয়। প্রসঙ্গত, গত ডিসেম্বরে 'টক টু মেয়র'-এ ফিরহাদ হাকিম জানান, হুক্কাবার নিয়ে একাধিক অভিযোগ আসায় এই সিদ্ধান্ত। তিনি দাবি করেন, বেশ কিছু জায়গায় হুক্কায় নাকি মাদক মেশানো হয়। তাতে বর্তমান প্রজন্মের কথা ভেবে হুক্কায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে কলকাতা পৌরনিগম। আবেদনকারীদের তরফে এদিন আইনজীবী জয়দীপ কর বলেন, তামাক আইন কেন্দ্রীয় আইনের মধ্যে পড়ে। হুক্কা হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইন। তাই এই আইনের প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশ কখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ এটা রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ তালিকাভুক্ত বিষয় নয়। তারপরই বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দেন, আগামী মঙ্গলবার এই বিষয়ে পুলিশের কী বক্তব্য তা রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে আদালতকে । উল্লেখ্য, ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে রাতারাতি বন্ধ করে দেওয়া হয় কলকাতা ও বিধাননগরের সমস্ত হুক্কাবার। পাশপাশি বিধাননগর পৌরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্ত হুক্কাবার বন্ধের জন্য পুলিশ কমিশনারেটকে চিঠি দিয়ে সক্রিয় হওয়ার 'অনুরোধ' জানান। তারপরই পৌরসভা এবং পুলিশের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন হুক্কাবারের কয়েকজন মালিক।

জালিয়াতি মামলায় সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ বাবা স্কুলের প্রধান শিক্ষক। জাল নথি দেখিয়ে সেই স্কুলেই চাকরি হয়েছে ছেলের। এই জালিয়াতি মামলায় রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থা সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার সকালে এই মামলার শুনানি চলাকালীন সিআইডির ডিআইজিকে এজলাসে ডেকে পাঠান বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। গোটা ঘটনায় তদন্তের জন্য একটি টিম গঠন করে দু'সপ্তাহের মধ্যে সিআইডির কর্তাকে প্রাথমিক রিপোর্ট আদালতে পেশের নির্দেশ দেন তিনি। এদিন উচ্চ আদালতে এই মামলার শুনানি শুরু হলে বিচারপতি বিশ্বজিত বসু বলেন, একই নিয়োগপত্রে দু'জন চাকরি করছেন। আদালতের কাছে এরকম একটি ঘটনা এসেছে। আরও এরকম ঘটনা থাকতে পারে। এমনও হতে পারে, একই নিয়োগপত্রে তিন জন চাকরি করছেন কোথাও। বিচারপতি বলেন, জানি না, এই রকম কত হচ্ছে! প্রধান শিক্ষক বুঝতে পারছেন না, তথ্য বিকৃত করা হচ্ছে! ছাত্রদের ভবিষ্যত কী? এই ঘটনার পিছনে জেলা স্কুল পরিদর্শকের হাতও থাকতে পারে। এরপর বিচারপতি বলেন, আমি চাই, এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হোক। সিআইডি সেই তদন্ত করবে। প্রতি জেলায় নথি খতিয়ে দেখবে সিআইডি। এই মামলায় সিবিআই তদন্তের আবেদন করেন মামলাকারীর আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। তবে বিচারপতি বসু বলেন, না না আমি রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থার উপরে প্রথমে ভরসা রাখছি। প্রতি জেলার স্কুল পরিদর্শকের কাছ থেকে নথি সংগ্রহ করবে তদন্তকারী দল। খতিয়ে দেখবে এই ধরনের ঘটনা আরও কোথাও ঘটেছে কি না। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদের গোথা এ রহমান হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক আশিষ তিওয়ারি। তাঁরই স্কুলে ছেলে অনিমেষ তিওয়ারিকে শিক্ষকতার সুযোগ করে দেন বলে অভিযোগ। এর জন্য অপর এক জনের নিয়োগপত্র জাল করা হয়। তবে এখানেই শেষ নয়। এই মামলায় আরও অবাক করা বিষয়, যে অনিমেষ ভূগোলের প্রার্থী নন। অথচ তাঁকেই বাবার স্কুলে ভূগোলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এদিন মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানায়, আসলে আতাউর রহমান নামে এক প্রার্থীকে চাকরির জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। নিয়োগপত্রে একটি মেমো নম্বর থাকে। সেটাই জাল করে অনিমেষ নিজের নামে সুপারিশ ও নিয়োগপত্র তৈরি করেন বলে অভিযোগ। যদিও আতাউর রহমান নামে ওই প্রার্থী মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার একটি স্কুলে কর্মরত।

নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে জরুরি ভিত্তিতে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০ টায় সেই মামলার শুনানি রয়েছে। পুলিশি তদন্তে আস্থা নেই, এই দাবি নিয়েই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রথমে সহবাস এবং পরে আপত্তিজনক ভিডিয়ো মুছে ফেলার নাম করে দিঘার হোটেলে ডেকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এক নাবালিকা কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে পূর্ব মেদিনীপুরের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ওই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। সেই ভিডিয়ো রেকর্ড করার অভিযোগও উঠেছে। নির্যাতিতার মা অভিযোগে জানিয়েছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখানো হয়েছিল তাঁর মেয়েকে। এরপর ফের দিঘার হোটেলে নিয়ে গিয়ে পুনরায় ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। কাঁথি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ওই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। ওই ছাত্রনেতা, তাঁর বাবা ও মায়ের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়েছে। পকসো সহ আইনের একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিনবত্বে মোড়া পঠন মেলা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল হাওড়ার জগাছা থানার সাতাশী দক্ষিণপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিনবত্বে মোড়া একটি পঠনমেলা উৎসব। যেমন শতাধিক রঙিন ঘুড়িতে সামাজিক বার্তা ccÚ পদযাত্রা করেছেন পুরোনো নতুন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। যেমন, নিরক্ষরতা জীবনের অন্ধকার, জলের অপচয় করো না, প্লাস্টিক বর্জন করো, ধর্মের উর্দ্ধে মানুষ্যত্ব , বন্যপ্রাণ আমাদের সম্পদ। সেইসঙ্গে এই ঘুড়ির পাশাপাশি চলতি বছরের ছাত্র-ছাত্রীদের ৫০টি রঙিন দেওয়াল পত্রিকা, নির্বাচিত ৮০ টি শিশুদের তৈরি হস্তশিল্প, একটি প্রতীকী চিড়িয়াখানা এবং বিদ্যালয়ের প্রাচীর জুড়ে বিলুপ্ত হতে যাওয়া বিভিন্ন বন্যপ্রাণীদের হাতেআঁকা কাটআউট। প্রবেশদ্বারে প্রমাণ মাপের দীর্ঘ জিরাফ, একটি বাঁদর -অক্ষর দিয়ে সাজানো পঠনমেলা। এছাড়াও ছিল শিশুদের বুদ্ধিদীপ্ত মজার খেলার আয়োজন। এখানে শিশুরাই প্রশ্নকর্তা শিশুরাই উত্তরদাতা, শিশুরাই মান নির্ধারণ করে। চমকপ্রদ দৃশ্য ছিল আরও মেলা অঙ্গনেই দেখা গেল ৫ / ১০ টাকার বিনিময়ে বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীরা বিক্রি করছে -বেগুনি, ঘুগনি ও পাঁপড়ভাজা, চানামশলা। তৎসহ শিশুদেরই তৈরি হস্তশিল্প। হ্যাঁ, এই পঠনমেলার উদ্যোগ নিয়ে ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা শম্পা দাশ। সামগ্রিক ভাবে প্রধান শিক্ষিকা যা বললেন, তা হল 'শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত, আমাদের স্বপ্ন, আমাদের আশা-ভরসা । এরা আগামী জীবনে কেউ ডাক্তার, কেউ পাইলট, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ শিল্পী -সংস্কৃতিপ্রেমী হবে, কেউ সময়ের প্রেক্ষাপটে সাধারণ জীবিকাই গ্রহণ করবে। এই পঠনমেলার উদ্দেশ্য -কোনও কাজই ছোটো নয়। সব কাজে সব জীবিকাতেই দক্ষতা লাগে এবং সব কাজ সমান সম্মানের। কাউকে ছোট করা নয়, বরং সব শ্রেণীর, সব পেশার মানুষকেই ভালোবাসতে শিখুক। এবং বন্যপ্রাণ ও প্রতীকী চিড়িয়াখানা প্রসঙ্গে আরও জানালেন 'মানুষের অত্যাচারে বিপন্ন এখন বন্যপ্রাণী। অথচ সমান অধিকার আছে ওদেরও। আমরাই মানুষেরা নিজেদের জন্য বাসস্থান বানিয়েছি, বৃক্ষ কেটেছি, রাস্তা করেছি -ওদের জন্য ভাবিনি। উপরন্তু মানুষের যথেচ্ছারে বসুন্ধরা আজ বন্ধ্যা হতে বসেছে ড আমরা চাই, এই ভাবনা আমাদের শিশুদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক যে বন্যপ্রাণীকে ভালো থাকতে দেওয়ার দায় আমাদেরও '-তিনি ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। জানা গেল নেতৃত্ব ও আন্তরিক সহযোগিতায় ছিলেন শিল্পী সন্দীপ দেয়াসী। উৎসাহী ভূমিকায় দেখা গেল বর্ষীয়ান সহ শিক্ষিকা মধুমিতা দত্তকে। শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এসেছিলেন আবর বিদ্যালয় পরিদর্শক সুস্মিতা দাস। তিনি পঠনমেলা মঞ্চে এই শিশুদের ভবিষ্যত নিয়ে তাঁর ছোট বক্তব্য তুলে ধরেন। আয়োজন ছিল শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি ম্যাজিক শো।

হাওড়ার লিলুয়ায় বেলগাছিয়া ভাগাড়ে বায়োমাইনিং এর কাজ খুব শীঘ্রই শুরু হবে। আশা করা যায় বছর তিনেকের মধ্যে সুসজ্জিত পার্ক গড়ে উঠবে বেলগাছিয়ায়। তখন আবর্জনার স্তুপ আর এখানে থাকবে না। বৃহস্পতিবার লিলুয়া থানার উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠানে এসে একথা জানান হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী।

শালিমারে ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় সাক্ষীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ শালিমারে পরিবহন ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় সাক্ষীর বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ। হাওড়ার শালিমারের পরিবহন ব্যবসায়ী ধর্মেন্দ্র সিং খুনের ঘটনার মূল সাক্ষী ভোলা রায়ের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজির অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, রাতের অন্ধকারে শালিমার ৫ নম্বর রেলগেট এলাকায় ভোলার বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। এই নিয়ে ভোলা রায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ তাঁকে ভয় দেখাতেই এমনটা করা হয়েছে। ধর্মেন্দ্র হত্যা মামলায় ভোলা যাতে সাক্ষী দিতে না পারেন তার জন্যই তার বাড়িতে বোমা মেরে তাঁকে আতঙ্কিত করতে চাইছে। এর আগে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলিও ছুঁড়েছিল দুস্কৃতিরা। পুলিশ ঘটনা খতিয়ে দেখছে।

তিব্বতে তুষার ধসে অন্তত ৮ জন নিহত

লাসা, ১৯ জানুয়ারি ঃ তিব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চলের নাইংচি শহরে তুষার ধসে অন্তত আটজন নিহত হয়েছেন। চিনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, মৃতদেহ উদ্ধার ও নিখোঁজদের সাহায্যের তদারকি করার জন্য একটি দল পাঠিয়েছে সরকার। জানা গেছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত ৮টায় মেনলিং কাউন্টির পাই গ্রাম ও মেডগ কাউন্টির ডক্সং লা টানেলের কিছু অংশ পর রাস্তার একটি অংশে তুষার ধস হয়। ফলে সেখানে লোকজন ও যানবাহন আটকা পড়ে। তবে এ ঘটনায় কতজন নিখোঁজ ছিল, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ উদ্ধারকাজের জন্য ঘটনাস্থলে ১৩১ জন ও ২৮ টি গাড়ি পাঠায়। তিববতের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপও পাঠায় চিনের জরুরি ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়। বুধবার ১ হাজার ফুট তুষার সরিয়ে উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য ২৪৬ জন উদ্ধারকারী, ৭০ টিরও বেশি যানবাহন, ১০টি বড় আকারের সরঞ্জাম ও ৯৯৪টি অনুসন্ধান ডিভাইস পাঠানো হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ৫১ সংখ্যা, শুক্রবার, ৫ মাঘ ১৪২৯

সত্যের পথেই রাজধর্ম পালন!

সম্পাদকীয়

সত্যের জন্য সব কিছুকে ত্যাগ করা যেতে পারে। কিন্তু মিথ্যাকে কোনও সময়ে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভারতের রাজধর্ম হিসাবে এই তত্ত্বটি প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতি এই সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। যিনি রাজধর্ম পালন করে থাকেন তাঁকে সত্যের পথ ধরে এগিয়ে চলতে হয়। রামায়ণের রামচন্দ্র এই পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই কারণে আজও ভারতের রাষ্ট্রনীতি রামের দৃষ্টান্ত ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। সারা বিশ্বে ভারতে দুই মহাকাব্যকে নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেখানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ভারতের রাজধর্ম হচ্ছে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। এছাড়া আর কোনও পথকে প্রতিষ্ঠিত করা দিকে ভারতীয় রাজা মহারাজা পা বাড়াননি। অন্যায় সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। সাময়িক মুখে হাসি আনতে পারে। কিন্তু তা চিরকাল স্থায়ী থাকে না। সেই কারণে ভারতবর্ষে রাজধর্ম সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। সত্য প্রতিষ্ঠা নিয়ে দর্শন রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যকে নিয়ে দর্শন দিয়েছেন তাঁর গীতায়। তিনি বলেছেন, বিশ্বে যা কিছু সত্য তাকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। অন্যায় শাসনের অবসান এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সত্যের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। সত্য হচ্ছে একটি শক্তি। মানব জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে সত্য। সত্যকে গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় মুনি ঋষি থেকে শুরু করে মনীষীগণ। তারা কিন্তু কোনও সময়ে সত্যের পথ থেকে সরে যাননি। ইংরেজ শাসকেরা ভারতবর্ষে শাসন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের হাতে সেই সত্যের শক্তি ছিল না বলে সেই সময়ে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায়ের কাছে পরাস্ত হতে হয়েছিল। দর্শন দিয়ে বাংলার মনীষীরা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে তারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতেই উপস্থিত। পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল ইংরেজ শাসকেরা বাংলার মনীষীদের কথাকে বেশি করে প্রাধান্য দিচ্ছে। আজকে যা সত্য তা পরে কিন্তু অসত্যে পরিণত হতে পারে। একটি সময়ে সতীদাহ প্রথা সিদ্ধ ছিল। সত্য ছিল। পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায় প্রমাণ করে দিলেন যে সতীদাহ প্রথা কোনও সময়ে সিদ্ধ ছিল না। সত্যে পরিণত হতে পারেনি। ধর্মকে সামনে রেখে অসত্যের প্রকাশ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সতীদাহ প্রথাকে সত্য বলে পরিচালনা করতে শুরু করে দিয়েছিল এক শ্রেণি সুবিধাবাদী সম্প্রদায়। তারা কিন্তু সতীদাহ প্রথাকে অক্ষুন্ন রেখে সামাজিক ফায়দা গ্রহণ করতে থাকে। রাজা রামমোহন রায় যখন এর বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন তখন এই সুবিধাবাদী সম্প্রদায়রা এক জোট হয়ে রাজা রামমোহন রায়কে আক্রমণ করতে শুরু করে। দমে যাননি রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে যত বেশি করে আঘাত দেওয়া শুরু হয়েছিল তিনি তত বেশি করে আঘাত সহ্য করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে গিয়েছেন। তাঁর সত্য আন্দোলনকে আর বেশি করে জাগরিত করতে উপস্থিত হয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দিল্লির নবাব দ্বিতীয় শাহ। তিনি রাজা রামমোহন রায়কে রাজা উপাধি দিয়ে বিলেত যেতে উপদেশ দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে যাওয়ার পয়সা দিয়েছিলেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলন যাতে বিলাতে সমাদর লাভ করে তার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। আসলে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এক সময়ে বাংলার রীতি। বিদ্যাসাগরের কাছে বিধবা বিবাহ সত্যে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু একট সময়ে বিধবা বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। বিধবাদের কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুবিধা থাকতো না। পারিবারিক শুভ কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারতো না বিধবারা। তারা পরিবারের একটি কোনে অবস্থান করতো। আবার কেউ কেউ কাশীতে গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বাকী জীবন সেখানে অতিবাহিত করতো। এই অসত্যের হাত থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর মশাই লড়াই করতে শুরু করে দিলেন। তিনি বিধবা বিবাহ চালু করলেন। নিজের পুত্রকে বিধবা বিবাহ পাত্র হিসাবে নির্বাচিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের লড়াইটা শুরু হয়েছিল সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সেখানে তিনি সত্যের প্রকাশ দেখতে পাননি। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কালে বিপ্লবী অরবিন্দ একটি সময়ে বলেছিলেন ভারতের দর্শন হচ্ছে সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই এই দেশে কেউ অসত্য বা অন্যায় করে বেশি দিন থাকতে পারে না। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পেলাম বিশ্বের মহা শক্তিধর রাষ্ট্র বিলাতের পলায়ন। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করছে। তারা কিন্তু ভারতের মাটিতে চিরকালের জন্য থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সেটা করতে পারলো না তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে অসত্যের ওপরে ক্রমশ ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছিল ইংরেজ শাসকেরা। বর্তমান বিশ্বে যে অন্যায়ের বা অসত্যের রেখাচিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তা কিন্তু নিজেদেরকে ধ্বংস করে ফেলার পথ। নিজেরাই বুঝতে পারছে না কোনটা সত্য। সত্যেকে গ্রহণ করতে গেলে মনের পরিচ্ছন্নতা দরকার। পবিত্রতা দরকার। মনের মধ্যে পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে কিন্তু সত্যের দ্বারে পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব। আগে মনকে রিস্কার হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতাকে এই সবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ গীতার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন গীতায় তিনটি যোগের কথা বলা হয়েছে। কর্মযোগ, ধর্ম যোগ এবং জ্ঞান যোগ। জ্ঞান, ধর্ম মিলে কর্ম যোগ সৃষ্টি করে। বলা হয়ে থাকে জন্ম হোক যথাতথা কর্ম হোক শুভ। কর্ম ভালো করা চাই। তাহলে মোক্ষ লাভ করা সম্ভব। বাংলায় বহু মনীষীরা জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁদের একটি মাত্র পথ ছিল সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

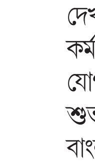

শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। সেই সময়ে শিক্ষা ব্যবস্থা খুব শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না।

‘গ্রাম বাংলাকে চিনতে চান, জয়দেব-ভারতচন্দ্র মেলাতে যান’

রবীন্দ্র কুমার শীল

‘গ্রাম বাংলাকে চিনতে যদি চান, জয়দেব ভারতচন্দ্র মেলাতে যান’ এই কথা এখন বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রচলিত রয়েছে। যারা সঙ্গীত চর্চা করেন তারা প্রত্যেকেই একবার করে জয়দেব কেন্দুলি সফর করেছেন। বাংলার সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। শুধু মাত্র একতারা, দোতারা নিয়ে কীভাবে অসাধারণ বাংলা লোক সঙ্গীত পরিবেশন করা যেতে পারে তার উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে থাকে জয়দেবের মেলা। আজকে এই মেলা আন্তর্জাতিক রূপ পেতে শুরু করে দিয়েছে। ইউনেস্কো এই মেলাকে হেরিজেট তকমা দিয়েছে। বিদেশের বহু লোক সঙ্গীত শিল্পীরা এখানে এসে বাংলার লোক সঙ্গীত শিল্পীদের সঙ্গে লোক সঙ্গীত চর্চায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। কবি জয়দেব বাংলার গর্ব। তিনি বাংলার কবি ছিলেন। তিনি বাংলায় শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিগীতি নিয়ে এসেছিলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কবি জয়দেব বীরভূমের বোলপুর মহকুমায় অবস্থিত কেন্দুলি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। রাজসভা কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একেবারে গ্রামের স্বভাব কবি ছিলেন তিনি। সংস্কৃত ভাষার চর্চার বাংলায় কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা অবশ্য জানতে পারা যায় না। তবে সংস্কৃত ভাষা চর্চা করে জয়দেব ভারত খ্যাতি লাভ করতে পেরেছিলেন। রাজসভার কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিয়ে মানব প্রেমের বর্হিপ্রকাশ দেখতে পেয়েছিলেন। সেই কারণে তাঁর ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে রাধা কৃষ্ণ প্রেম ভাগবত প্রেম ছিল না। সেটা মানব প্রেমে রূপায়িত হয়েছিল। তাঁর প্রভাব পড়তে শুরু করে মিথিলার কবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার আর এক কবি চণ্ডীদাসের ওপর। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি রাধাকষ্ণ প্রেম বিষয়ক গীতি পদাবলী রচনা করে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি রাধা কৃষ্ণ প্রেমের মাহাত্ম্যকে একেবারে মানব মানবীদর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছেন। শ্রীকৃষ্ণকে একজন প্রেমিক এবং রাধাকে একজন প্রেমিকা হিসাবে পরিচিত করিয়ে গিয়েছিলেন বাংলার কবি মহলে। সেই কারণে তাঁর কাব্যে অভিসার অংশের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কবি চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে নিয়ে মানবিক প্রেম কাব্য রচনা করেছেন। সেখানেও তিনি রাধাকৃষ্ণ প্রেমকে মানবিক প্রেম বলে মনে করেন। ঈশ্বর প্রেম মানবিক প্রেমে রূপান্তরিত হয়ে ধরনীতে প্রবেশ করে এই দুই কবির হাত ধরে। কবি জয়দেবের জন্মস্থানকে কেন্দ্র করে বাংলার বীরভূমের কেন্দুলীতে আজও জয়দেব মেলা হয়। কবি জয়দেব রাাজা লক্ষন সেনের সভার কবি ছিলেন। সেই সময়ে বাংলায় সংসস্কৃত চর্চার প্রসার লাভ করেছিল। উত্তর ভারতের সংস্কৃত ভাষা বাংলায় এসে উপস্থিত হতেই সর্বত্র সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু হয়ে যায়। সেই সময়ে সংস্কৃত ভাষা রাজসভার ভাষায় পরিণত হতে থাকে। মোঘল আমলে কেন্দুলি সেনপাহাড়ি পরগানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৭ শতকে সেনপাহাড়ি সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমানে বর্ধমান জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। বর্ধমানে মহারাণী ব্রজকিশোরী পুরী বৃন্দাবনের মতো বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কবি জয়দেব কেন্দুলির যুগল কিশোর রায়চৌধুরী তখন বর্ধমানে দরবারের কবি। কথিত রয়েছে মহারানি তাঁর অনুরোধে ১৬৮৩ সালে কেন্দুলিতে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন। এই মন্দিরের কাছে কবি জয়দেবের বাসস্থান ছিল বলে সবাই বিশ্বাস করেন। ১৮৬০-৭০ সালে নির্বাক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাধারমণ ব্রজবাসী জয়দেব কেন্দুলিতে নির্বাক আশ্রম স্থাপন করেন। এই সম্প্রদায়ের তাদের কুল গুরু কয়েক হাজার বাউল শিল্পীরা এই মেলা প্রাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে গ্রাম বাংলার শিল্প সংস্কৃতিকে সবার সমানে মেলে ধরে। শুধু বাউল শিল্পীরা আসে তা নয়, লোক হস্তশিল্পী থেকে শুরু করে গ্রাম বাংলার ক্ষুদ্র শিল্পীরাও তাদের পসার নিয়ে এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। বাউল মেলায় বাউল সঙ্গীতের পাশাপাশি বাংলার কীর্তন সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ থাকে। বাংলার কীর্তন সঙ্গীত একটি সময়ে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার প্রমাণ হচ্ছে কৃত্তিবাসের রচিত রামায়ণ। কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেছিলেন বাংলার কীর্তন সঙ্গীতের ওপরে নির্ভর করে। একটি সময়ে বাউল কবি ভারতচন্দ্র বাংলার তথা ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তাঁর রচিত ‘অন্নদামঙ্গল’ বাংলা কবি মহলে বিশেষ করে সাহিত্য মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের খুবই ভক্ত ছিলেন। বিদ্যাসাগরও রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে সম্মান দিয়েছেন। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে চিরকাল জনপ্রিয় হয়ে থাকবেন তাঁর দেবীর কাছে বাংলার চিরকালের বাসনাকে নিবেদন করার মধ্যে দিয়ে। তিনি অন্নদামঙ্গলে দেবী অন্নপূর্ণার কাছে আবেদন রেখেছিলেন ‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে’। দেবী

কবি জয়দেব জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুখোপাধ্যায় পরিবারের রাধাবল্লভ মন্দির প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারপরে সেখানে অনেক আশ্রম গড়ে ওঠে। এইভাবেই জয়দেব কেন্দুলি একটি ধর্মীয় স্থানে পরিণত হয়। রাধাবিনোদ মন্দিরে পোড়ামাটির কাজ রয়েছে। সেখানে রামায়ণ দৃশ্যের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। তার থেকে প্রমানিত হয় যে কবি জয়দেবের সময়ের আগে থেকেই বাংলায় রামায়ণ চর্চা হতে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলায় গঙ্গাসাগর যেমন পৌষ সংক্রান্তির বা মকর সংক্রান্তির দিন শুরু হয়ে থাকে। ঠিক সেই রকম জয়দেব কেন্দুলিতে একই সময়ে মেলার আয়োজন করা হয়। জয়দেব মেলা মানেই হল বাংলার সঙ্গে পরিচয়। সারা বাংলার সব বাউল শিল্পীরা এসে জয়দেব মেলা প্রাঙ্গণকে একেবারে মুখরিত করে থাকে। বাংলার লোক সংস্কৃতি এর পরিচয় এই মেলা থেকে লাভ করা যায়। গ্রাম বাংলার সঙ্গে এই মেলার নাড়ির যোগ রয়েছে। এবং কীর্তন বাংলায় খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। আজও সেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে যায়নি। বরং আরও বৃদ্ধি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলাকে চিনতে গেলে বা বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করতে গেলে বাংলার এই দুই গ্রামীন সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় হতে হবে। বাংলার পরিচয় বাংলার শিল্প সঙ্গীতের মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেন্দুলিতে গিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। তবে ওই মেলা দেখতে একটি সময়ে উপস্থিত হয়েছিলেন শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত মহল। তাঁর মধ্যে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বোস, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। কবি জয়দেবকে নিয়ে উড়িশা সরকার টানাপোড়েন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে কবি জয়দেব বাংলারই কবি। কবি জয়দেবের অধিকাংশ নির্দশন উড়িশাতে পাওয়া গিয়েছিল। হাওড়ার পেঁড়োতে প্রতি বছরের মতো এবারও শুরু হয়েছে ভারতচন্দ্র মেলা। তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময়ে বহু লোকেরা অভুক্ত থাকে। খাদ্য পায় না। নিরান্ন হয়ে জীবন যাপন করে। বাংলার তার মধ্যে থেকে সংস্কৃতি চর্চা করে। সাহিত্য চর্চা করে। জীবন যাপন করে। বাংলার কষ্টকে দূর করতে কবি ভারতচন্দ্র দেবী অন্নপূর্ণার কাছে এই আবেদন রেখেছিলেন। এই আবেদন বাংলার সর্বকালের আবেদন বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কবি ভারতচন্দ্র হাওড়ার পেড়োতে জন্ম গ্রহণ করলেও পরে তিনি কৃষ্ণনগর চলে এসে রাজপরিবারে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে রায়গুণাকর উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্যতম সেরা কবিও বটে। তিনি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যকে রাজকণ্ঠের হার বলে সম্মান দিয়েছিলেন। তিনি আবার পাঁচালি রচনাও করেছিলেন। তাঁর রচিত ‘সত্যনারায়ণ পাঁচালি’ বা ‘সত্যপীরের পাঁচালি’ বিখ্যাত। ১৭৬০ সালে এই কবি পরলোকগমন করেন। তাঁর জন্মভিটেতে আজও তাঁর নামে মেলা বসে। জয়দেব মেলার বহু লোক শিল্পীরা এই মেলাতে এসে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এই মেলাতে আবার যাত্রা পালাও দেখতে পাওয়া যায়। যেসব লোক সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছে সেই সব লোক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে বাংলার এই দুই বিখ্যাত মেলার মধ্যে দিয়ে। হাওড়া পেঁড়ো এখন বলতে গেলে কবি জয়দেবের কেন্দুলি মেলার মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। দুই বাংলার লোক শিল্পীরা কী আসাধারণ সাধনা করে তাদের সঙ্গীত শিল্পকে রক্ষা করে চলেছে তা শুনলে একটি বিশাল ইতিহাস রচিত হয়ে যেতে পারে। লোক সংস্কৃতি ইতিহাসের পাতা এই দুই মেলার উল্লেখ রয়েছে। মধ্য যুগে বাংলার কবিদের সুনাম বাংলা ছাড়িয়ে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তবে সবচেয়ে বেশি উপস্থিত হয়েছিল ওড়িশাতে। ওড়িশার সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার মিল দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার বহু কবিরা উড়িশাতে গিয়েছিলেন পুরীর জগন্নাথ দর্শন করতে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলেন চৈতন্যদেব। তিনি তো পুরীর জগন্নাথ দেবের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছিলেন। সুভদ্রার মধ্যে রাধাকে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। ওড়িশার সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির সংযোগ ছিল। বাংলার রসগোল্লাকে কেন্দ্র করে ওড়িশা সরকারের সঙ্গে বাংলার কোন্দলের কথা সবাই জানেন নিশ্চয়। তাতে বাংলার জয় হয়েছিল। বহুকাল আগে কবি জয়দেবকে কেন্দ্র করে ওড়িশা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল যে কবি জয়দেব তাদের কবি। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাসবিদেরা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে কবি জয়দেব বাংলার কবি। তিনি উড়িশাতে এসে থাকতে পারেন। তিনি ভক্তবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভা কবি। তাঁর সঙ্গে ওড়িশার রাজার সভা কবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে। সেই সময়ে বাংলার রাজাদের সঙ্গে ওড়িশার রাজাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তার ফলে কবি জয়দেবর বহু কবিতা উড়িশাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিস্তার করতে বাংলা পণ্ডিত সমাজ বহু দূর পর্যন্ত হস্ত প্রসারিত করে। বাংলার পদাবলী উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। আবার বহু কাব্য চৈতন্যদেবের প্রভাবে ওড়িশা ভাষায় রচিত হয়। রাধা-কৃষ্ণের রোমান্টিক প্রেম কাহিনী ওড়িশার পণ্ডিত সমাজকে মুগ্ধ করেছিল। কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র এর রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যেও রোমান্টিকতা রয়েছে। সেই সময়ে রাজসভার কবিরা রোমান্টিক কাব্য রচনার ওপরে বেশি করে জোর দিতেন। কবি বিদ্যাপতিও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে চণ্ডীদাস ছিলেন একেবারে মাটির কবি। তিনি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ রচনা করেছেন গ্রাম্য প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে। বাংলার দুই কবি কবি জয়দেব এবং কবি ভারতচন্দ্র বাংলার খ্যাতিকে আন্তর্জাতিক সীমানা পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

চিন-আরব বিশ্ব জো বাইডেন-শি জিনপিং

বিশেষ প্রতিনিধি

...০৮.০১.২০২৩ সংখ্যার পর

এ পরিস্থিতিতে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যপ্রাচ্য সফর ও সর্বশেষ চিন-আরব যোগাযোগ স্পষ্টতই প্রমাণ করে, চিন দীর্ঘদিন ধরে এই অঞ্চলে আসতে চেয়েছে এবং এসেছে। অচিরেই বাস্তবায়নের জন্য বেজিং যে যৌথ প্রকল্প প্রস্তাব করেছে তা কেবল আর্থিক ও বাণিজ্য সহযোগিতাই নয়, একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বও এর মধ্যে রয়েছে। যেমন- সৌদি আরব বেশ কয়েকটি বড় চিনা উচ্চ-প্রযুক্তি সংস্থার জন্য তার বাজার উন্মুক্ত করছে, বিশেষত হুয়াওয়ে, যা সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাপ ও সীমাবদ্ধতার ভেতর রয়েছে। সৌদি আরবের পক্ষ থেকে এ ধরনের উন্মুক্ততা বেজিং ও পারস্য উপসাগরের দেশগুলোর, বিশেষ করে রিয়াধের মধ্যে উচ্চ স্তরের বিশ্বাস কাজ করছে। আরো উল্লেখযোগ্য হলো- বেজিং ও রিয়াদের যৌথ নিরাপত্তা আলোচনা, যা দীর্ঘদিন ধরে রিয়াধ ও ওয়াশিংটনের মিথস্ক্রিয়ায় চলমান ছিল। ছোটখাটো থেকে বড় বড় ঘটনা এই বন্ধনে আঘাত করেছে। কিছু দিন আগে সৌদি কয়েকশো নৌ-ক্যাডেটকে প্রশিক্ষণ শিবির থেকে ওয়াশিংটন বের করে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। সৌদি আরবকে নিরাপত্তা নিশ্চয়তা দিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তা নতুন মোড় নিতে চলেছে। বেইজিং মধ্যপ্রাচ্যে এ ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশ নেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, প্রথমবারের মতো চিনের সীমানার বাইরেও এই ধরনের গ্যারান্টি দিতে তারা প্রস্তুত। সৌদি আরব ছাড়াও ধুঁকে ধুঁকে চলা ইরাক চিনের সাথে সম্পর্কোন্নয়নে আগ্রহ ও প্রস্তুতি দেখিয়েছে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ শিয়া আল সুদানি প্রথম চিন-আরব রাষ্ট্র শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে রিয়াধে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সাথে আলোচনা করেছেন। আলোচনায় উভয় দেশের নেতারা শুধু দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৌশলগত সহযোগিতা ও টেকসই অংশীদারিত্বের আরো কাছাকাছি নিয়ে আসার মত প্রকাশ করেছেন এবং উপায় নিয়েও প্রাথমিক আলোচনা করেছেন। রিয়াধে অনুষ্ঠিত প্রথম চিন-আরব শীর্ষ সম্মেলনের সময়, স্থানীয় কর্মকর্তারা ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধ ও এর জনগণের সমস্যা শেষ করতে অর্থনৈতিক এবং মানবিক সহায়তার পরিমাণ বাড়ানোর জন্য চিনের কাছে সাহায্যের অনুরোধ করেছিলেন। এটি স্পষ্টতই বেজিংয়ের আঞ্চলিক কর্তৃত্বের স্বীকৃতিকেই প্রমাণ করে না বরং চিনের সাথে সম্পর্কের উন্নতি ও এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করে। তবে এটিও সঠিক যে, ইয়েমেনে কার্যক্রমে চিনকে শিয়াইজম ও ইসরাইল-যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্টের মোকাবিলা করতে হবে। যদিও ওয়াশিংটনে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কৌশলগত যোগাযোগের সমন্বয়কারী জন কার্বির একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বিবৃতিতে, বেজিংয়ের মধ্য প্রাচ্যের নীতির তীব্রতা প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছিল, তবুও রিয়াধে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনার দিকটি আরব বিশ্বে বেজিংয়ের কর্তৃত্ব ও প্রভাবের নিঃশর্ত পরিবৃদ্ধির প্রমাণ করে। শুধু চিনই নয়, পারস্য উপসাগরীয় আরব দেশগুলো সম্প্রতি আত্মবিশ্বাসের সাথে পারস্পরিক পুনর্মিলনের জন্য তাদের পদক্ষেপ আরো জোরদার করার দিকে অগ্রসর হয়েছে, সহযোগিতার জন্য নতুন অংশীদারদের সন্ধান করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিনের সাথে কেবল অর্থনৈতিকভাবে নয়, রাজনৈতিক ও সামরিকভাবেও সঙ্ঘাত তীব্রতর করেছে। তথাকথিত ‘আরব ন্যাটো’ হালে পানি পায়নি। ওয়াশিংটন নিজেই পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোকে বুঝতে বাধ্য করছে যে, শিগগিরই বা পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি একতরফা অবস্থান ছাড়াই তাদের একটি স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে হবে। হোয়াইট হাউজের নির্দেশনা বা প্রেসক্রিপশন সবসময় কার্যকর নাও থাকতে পারে। এখন আরব দেশগুলোর দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীল বাজারে প্রবেশাধিকার দরকার। তাদের অবকাঠামো ও পরিবহন রুটগুলো আরো বিকশিত করতে হবে জরুরিভাবে। চিন আজ এমন একটি স্থিতিশীল এবং সত্যিকারের সীমাহীন বাজারের জন্য পরিচিত, যা ইতিমধ্যে বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভসহ আধুনিক অবকাঠামো তৈরিতে সমগ্র বিশ্বের কাছে ইতিবাচকভাবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে, এটি কেবল আরব বিশ্বের সাথে বেজিংয়ের সহযোগিতা জোরদার করার ক্ষেত্রেই অবদান রাখে না বরং এই অঞ্চল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করার ক্ষেত্রেও কাজ করবে। আমরা দেখেছি, গত ১৭ বছরে চিন ও আরব বিশ্বের মধ্যে বাণিজ্য প্রায় ১০ গুণ বেড়েছে। এই সহযোগিতা আরো বিকশিত ও প্রসারিত হতে থাকবে। দশকের পর দশক ধরে অপমানের পর, আরবরা তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে তাদের নিজেদের এবং তাদের অঞ্চলের জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তারা ক্রমবর্ধমানভাবে নিজেদের ডি-ফ্যাক্টো মাল্টিপোলার বিশ্বের একটি স্বাধীন মেরু হিসেবে দেখে যা আমাদের চোখের সামনে আবির্ভূত হচ্ছে। আরব বিশ্বের স্বার্থ, শক্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তারা অনেক বেশি বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার সাথে, আরবরা বিশ্বের পুরো অংশের দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলছে। অন্যান্য জাতির সাথে আরব সম্পর্কের বিস্তৃতি ও গভীরতা আরবদের উন্নয়ন কৌশল এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে অবদান রাখার জন্য বিদেশী দেশগুলোর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়। আরব দেশগুলো তাদের অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য আনতে, তাদের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন উপাদন উন্নত করতে, অবকাঠামো নির্মাণ করতে এবং তাদের দ্রুত বর্ধনশীল তরুণ জনগোষ্ঠীকে চাকরির সুযোগ দিতে আগ্রহী। তদুপরি, তারা তাদের নিজস্ব অধিকারে একটি স্বাধীন মেরু হিসেবে বিবেচিত ও সম্মানিত হতে চায়। এমতাবস্থায় বৈশ্বিক প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে এবং চিনের সাথে সম্পর্কের বন্ধন দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে নিতে হবে। আরব-চিন সম্পর্ক খুব কৌশলগত এবং কোনো তৃতীয় পক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আরবরা তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিস্কার দৃষ্টিসম্পন্ন তারা ইতোমধ্যে তাদের কৌশলগত দিক নির্ধারণ করেছে। তারা পুরোপুরি বুঝতে পারে, বর্তমান শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষতা বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যরা তাদের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে যা-ই ভাবুক না কেন, আরবরা কৌশলগতভাবে স্বায়ত্তশাসিত থাকার জন্য এবং বৃহ ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের ক্ষমতার সব কিছু করবে। তারা কাউকে তাদের নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক লাভের জন্য একটি বন্ধনী বা যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেবে না।

বাঁকুড়ার মুড়ি মেলায় জনজোয়ার

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ বাঁকুড়া জেলার সাথে মুড়ির একটা বিরাট সম্পর্ক! সকাল-বিকেলের এই হাল্কা খাবারকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়াবাসীর সুনাম ও দুর্নাম দুই রয়েছে। যদিও লোভনীয় এই জলখাবার নিয়ে কে কি বললো, তাতে কোনওদিনই কোন ভ্রুক্ষেপ নেই বাঁকুড়াবাসীর। শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি যে এই মুড়ি ও মুড়ি খাওয়াকে কেন্দ্র করেই আস্ত একটা মেলার আয়োজন হয় কেঞ্জাকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে! সেই মেলায় ফি বছর ভিড় করেন হাজার হাজার মানুষ! দু'শো বছরের প্রাচীন প্রথা মেনে বৃহস্পতিবার কেঞ্জাকুড়ায় দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে সঞ্জীবনী মাতার মন্দির পুজো দিয়ে বাৎসরিক মুড়ি মেলায় অংশ নিলেন অসংখ্য মানুষ। শীতের হালকা রোদ গায়ে মেখে এদিন সকাল থেকে নদীর চরে বসে শুধুমাত্র মুড়ি খাওয়ার আনন্দে বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন অনেকেই। বর্তমান সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে মুড়ি মেলার আগাম খবর পেয়ে অভিনব আনন্দ উৎসবের স্বাদ নিতে তারা এসেছেন বলে অনেকেই জানিয়েছেন। এদিন সকাল থেকে দলে দলে মুড়ি মেলায় আসা জেলা ও জেলার বাইরের মানুষকে দেখা গেল বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে মুড়ি মেখে একসঙ্গে বসে তা খেতে। কি নেই সেই উপকরণের তালিকায়! চপ, সিঙ্গাড়া, তেলেভাজা, ঘুগনি, চানাচুর, কাঁচা লঙ্কা, শশা, মুলা, পেঁয়াজ, টম্যেটো, ধনেপাতা, নারকেল, বাদাম। দ্বারকেশ্বরের নরম বালি হাত দিয়ে সরিয়ে গর্ত তৈরি করে অর্থাৎ স্থানীয় 'চুয়া' থেকে বের হওয়া মিঠা জলে গলা ভেজাতেও দেখা গেল তাদের। মুড়ি মেলার আয়োজকেরা বলছেন, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক করতে পারে মুড়ি। কেঞ্জাকুড়ার দ্বারকেশ্বর নদী তীরের সঞ্জীবনী মাতার মন্দির সংলগ্ন এই মুড়ি মেলায় না এলে একথাটা বিশ্বাসই করা যাবে না। দিনে দিনে বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও বাড়ছে এই মুড়ি মেলাকে কেন্দ্র করে আগ্রহ। শুধু মুড়ি খাওয়া নয়, রাশি রাশি মুড়ির মাঝে সেলফি এবং মুহূর্তে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার হিড়িকও দেখা গেল। যা দেখে উদ্যোক্তারা বলছেন, সাধারণ চোখে মুড়িকে অতি সাধারণ মনে হলেও বর্তমান প্রজন্মের 'ফাস্ট ফুডে'র তালিকায় ক্রমেই কদর বাড়ছে মুড়ির। এই উম্মাদনা যেন সেকথাই জানান দিচ্ছে। প্রায় দুশো বছরের পুরানো এই প্রথা। আগে এখানে নদের পাশে আশ্রমে হরিনাম সংকীর্তন শুনতে লোকজন এসে বাতাসা মুড়ি খেত। এখন এটা মেলার আকার নিয়েছে। প্রতি বছর মাঘ মাসের ৪ তারিখে অনেক গ্রামের লোকজন মুড়ি নিয়ে এসে নদের পাশে বসে খান। মুড়ি মেলা এখানে প্রায় উৎসবের আকার ধারণ করেছে। এই নদের পাশে এই গ্রামে আছে সঞ্জীবনী আশ্রম। প্রতি বছর মাঘ মাসের ১ তারিখ থেকে শুরু হয় হরিনাম সংকীর্তন। ৪ তারিখে তা শেষ হয়। এই দিন একদিকে যেমন ওই আশ্রমে খিচুড়ি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়, তেমনই লোকজন এসে নদের পাশে বসে মুড়ি খায়। অধ্যাপক তথা লোক সংস্কৃতি গবেষক অরবিন্দ চ্যাটার্জি জানিয়েছেন, এই এলাকায় এই আশ্রম করেন রায় কিশোর চট্টোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন জমিদার বাড়ির সন্তান। সন্ন্যাসী হয় বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সন্ন্যাস নেন। গ্রামে ফিরে তিনি এই আশ্রম করেন। তখন এই এলাকা ছিল জঙ্গলে ঢাকা। আশ্রমে হরিনাম সংকীর্তন শুনতে লোকজন এসে বাতাসা মুড়ি দিয়ে খেতেন। পরে এই জায়গাতে এই নির্দিষ্ট দিনে মুড়ি খাওয়া শুরু হয়েছে। কবে নাগাদ এটা শুরু হয়েছে তা জানা যায় নি। তবে এই দিন সকালে এসে সেখানে মুড়ি খাওয়া মেলায় পরিণত হয়েছে।

স্বামীকে খুঁজে দিন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৯ জানুয়ারি ঃ এবার দিদির দূত সাংসদ শতাব্দী রায়ের কাছে স্বামীকে খুঁজে দেওয়ার আর্জি জানালেন এক গৃহবধূ। অসহায় ওই গৃহবধূর আবদার শুনে থমকে যান সাংসদ। তিনি গৃহবধূকে পুলিশের কাছে যাওয়ার আবেদন জানান। বৃহস্পতিবার দিদির দূত হয়ে নলহাটি-১ নম্বর ব্লকের পাইকপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় যান বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। গ্রাম ঘুরে শতাব্দী রায় পৌঁছে যান নলহাটি আশ্রমপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠে। পাইকপাড়া গ্রামের কামারপাড়ার বাসিন্দা গৃহবধূ দীপ্তি মণ্ডল সাংসদকে হাতের কাছে পেয়ে তাঁর স্বামীকে খুঁজে দেওয়ার আবেদন জানান। ওই গৃহবধূর স্বামী শ্রীকান্ত মণ্ডল বছর দুয়েক আগে নিখোঁজ হয়ে যান। তারপর থেকে এক ছেলেকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতেই রয়েছেন গৃহবধূ। কিন্তু শ্বশুর বাড়ির জমির ফসল ঠিক মতো না মেলায় চরম অভাবে দিন কাটছে গৃহবধূর। তিনি সাংসদ শতাব্দীকে বলেন, বিয়ের পর থেকে শ্বশুর বাড়িতেই রয়েছি। স্বামী একটি হোটেলে কাজ করত। আগে মাঝে মধ্যেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যেত। আবার ফিরে আসত। ওর স্বভাব চরিত্র ভালো নয়। তবুও বেঁচে থাকার জন্য স্বামীকে খুঁজে দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। শতাব্দী বলেন, ওকে খুঁজে দিলে আবার তো পালিয়ে যাবে। নিজেই বলছেন চরিত্র ভালো নয়। তাহলে ওই স্বামীর সঙ্গে ঘর করবেন কিভাবে? এরপরও তৃণমূলের রামপুরহাট শহর সভাপতি পিন্টু সিংহকে দায়িত্ব দেন শতাব্দী।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

লেটার নং. ডিআরএম/ সি/ আগ্রা/ এনএফআর/ ই-নিলাম তারিখ ঃ ১৮.০১.২০২৩

ই-নিলাম টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, সিনি. ডিভিশনাল কর্মাশিয়াল ম্যানেজার-উত্তর মধ্য রেলওয়ে-আগ্রা আহ্বান করছেন ই-নিলাম ক্যাটাগরি অনুসারে যা নিম্নে উল্লেখিত ঃ-

ক্যাটাগরি	ক্যাটালগ নং.	সামগ্রী বিবরণ	ই-নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়	ই-নিলাম শেষের তারিখ ও সময়
বিজ্ঞাপন	এডিভিটি-আগ্রা-২০-২২	মথুরা জংশন রেলওয়ে স্টেশনে ৩য় প্রবেশদ্বার সংলগ্ন এলাকায় প্রচার	তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩ সময় ঃ ১১.০০	তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩ সময় ঃ ১১.৩০
		মথুরা জংশন রেলওয়ে স্টেশনে ৩য় প্রবেশদ্বার সংলগ্ন এলাকায় প্রচার	তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩ সময় ঃ ১১.১০	তারিখ ঃ ০৭.০২.২০২৩ সময় ঃ ১১.৪০

দ্রষ্টব্য ঃ আগ্রহী দরদাতাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে ই-নিলাম লিজিং মডিউল দেখার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**)। লট অনুসারে বিস্তারিত তথ্যাবলী পাওয়া যাবে উপরি উল্লিখিত ক্যাটারগ নাম্বারে।

95/23 (DG)

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

Office of the Pradhan
CHHARRA DUMDUMI GRAM PANCHAYAT
Chharra, Chharra, Purulia
Notice Inviting Tender For works
Contract NIT/03(2022-23)

"Sealed Tender for **NIT/03(2022-23) Dated 16/01/2023** in prescribed Tender Form of Chharra Dumdumi Gram Panchayat is hereby invited from the bonafide and eligible Contractors of different types of works in Gram Panchayat area, please contact if required with the Chharra Dumdumi Gram Panchayat Office within office hours as well as office day **upto 24/01/2023 upto 1P.M."**

Sd/- Pradhan
CHHARRA DUMDUMI GRAM PANCHAYAT

E-Tender are invited by the Pradhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev Block,Janai ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work **Sl no 1 :-NIT no-62/JGP, dt 19.1.2023, E-Tender Id- 2023_ZPHD_449978_1.** Publish Date-**19.01.2023 AT 6.55 PM;** Name of The Work- SUMBMERSIBLE PUMP & PLUMBING WORK FOR SWM UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT; Fund - 15th FC TIED;Tender Amount-Rs. 120604, **Sl no 2 :-NIT no-61/JGP, dt 19.1.2023 E-Tender Id- 2023_ZPHD_449971_1.** Publish Date-**19.01.2023 AT 6.55 PM;** Name of The Work- CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRETE ROAD FROM SALIL CHATTERJEE MEDICAL SHOP TO SAKTI SADHANA CLUB AT SN 3; Fund-15th FC UNTIED;Tender Amount- Rs.478214. **Sl no 3 :- NIT no-60/ JGP, dt 19.1.2023, E -Tender Id- 2023_ZPHD_449958_1.** Publish Date-**19.01.2023 AT 6.55 PM;** Name of The Work- CONSTRUCTION OF CEMENT CONCRTE ROAD WITH CULVERT FROM HO RABIN DAS TO TANTI PARA KALI MANDIR AT SANSAD NO 4;Fund -15 th FC UNTIED ;Tender Amount- Rs.173127. Completion Time-30 days .Last Date of Online Submission of technical & Financial BID upto :-**27.01.2023, 6.55PM.** Date of Open-**30.01.2023 ,1PM.** For details visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Janai Gram Panchayat

ন. পূ. রেলওয়ে - সংশোধনী

এনআইটি নং. : (১) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আরা-১৪৮-২২, (২) ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আরা-১৫৯-২২,(৩)ই-ডিআরএম-ইঞ্জি-আরা-১৬৬-২২তারিখ: ২৩.১২.২০২২-এর সংশোধনী। প্রশাসনিক কারণে [illegible] টেন্ডারগুলির বন্ধের তারিখ১৪.০২.২০২৩তারিখে পুনর্নির্ধারিণ করা হল। কাজের সংশোধিত বিবরণ : [illegible] **টেন্ডার মূল্য :** [illegible] [illegible] (PR-1026/C)

আগরতলা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল তেজস রাজধানি কোচের বিশেষ মেরামত

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এমইসিএইচ-এলএমজি-ইটী-১৬-২০২২-২৩, তারিখ: ১৭-০১-২০২৩, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা ই-টেন্ডারের আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং.: এমইসিএইচ-এলএমজি-ইটী-১৬-২০২২-২৩; কাজের নাম: [illegible] টেন্ডার মূল্য: [illegible]/- টাকা; বায়না মূল্য: [illegible]/- টাকা; [illegible] www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএমই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

৩০০ এমএম ডায়া ওয়াটার পাইপ লাইনের প্রসার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. [illegible] তারিখ: [illegible] ই-টেন্ডার বন্ধ হবে [illegible] বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

সিনি. ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার/কো-অর্ড., [illegible]
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-০৪/২০২৩ তারিখ ১৬.০১.২০২৩

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ আহ্বান করছেন নিম্নলিখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার ঃ-

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	বিবরণ	পরিমান	ইএমডি (টাকায়)	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	১৯২৩৫০৩০	যোগান ও প্রতিস্থাপন ইলেকট্রিক ওজন করার মেশিন ০৩ বছরের ওয়ার্‍্যান্টি সহকারে।	০৮ টি	১৭,৪৫০ /-	১৪.০২.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -**https://www.ireps.gov.in**। (২) ই-দরপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। (৩) দর আর্থিক পাতায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা স্বাক্ষরিত থাকতে হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। (৪) সংযুক্ত করা নথিপত্রের ওপর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (৫) বরাদ্দ ''কস্ট অফ ড্রয়িং'' হল জেড-৬৫০ এবং ''বায়না মূল্য জমা (ইএমডি)'' জমা করতে হবে বিবিধ স্টোর্স-০০৮৪৪৫১৭ অনুকূলে। উপরোক্ত টেন্ডার নোটিস আপলোড করা হয়েছে-**https://www.ncr.indianrailways.gov.in**। যদি কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে হেলডেস্ক পাওয়া যাবে।

96/23 (A)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH

(1)KGP/611/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(2)KGP/612/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(3)KGP/613/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(4)KGP/614/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(5)KGP/615/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(6)KGP/616/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(7)KGP/617/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(8)KGP/618/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(9)KGP/619/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(10)KGP/620/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(11)KGP/621/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(12)KGP/622/eNIT/22-23, Dated: 16/01/2023
(13)KGP/625/eNIT/22-23, Dated: 18/01/2023
(14)KGP/626/eNIT/22-23, Dated: 18/01/2023
(15)KGP/627/eNIT/22-23, Dated: 18/01/2023
(16)KGP/628/eNIT/22-23, Dated: 18/01/2023

E-Tender are hereby invited by the undersigned from reputed, bonafied & resourceful contractor having good credential of working with Government Departments/Undertakings/Agencies for the work of: CONSTRUCTION OF DRAIN WITH COVER AND GUARD WALL NEAR THE H/O MADHAI MALICK, CHATURBHUJKATI. Source of Fund: 15 th CFC(Tied). Document download/sale date from **20.01.2023 10:00 am to 28.01.2023 10:00 am.** Bid submission date from **20.01.2023 10:00 am to 28.01.2023 10:00 am.** Last Date of submitting Tender Cost: **28.01.2023 at 10:00 am.** Bid Opening date: **30.01.2023 at 10:00 am.** For details please visit office of the undersigned or website.

Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

BALARAMPUR PANCHAYAT SAMITI
Vill+ P.O. Rangadih , P.S.:- Balarampur , Dist.- Purulia Pin-723143
NOTICE INVITING E-TENDER

Notice inviting e-tender office of the Executive Officer, Balarampur Panchayat Samiti, Dist: Purulia the details in the table below:
Website: **wbtenders.gov.in**

Sl. No.	NIT No.	Last date
1	WB/EO/BLR/PS/NIeT-16/2022-23	27.01.2023 up to 6.55 pm
2	WB/EO/BLR/PS/NIeT-17/2022-23	27.01.2023 up to 6.55 pm
3	WB/EO/BLR/PS/NIeT-18/2022-23	27.01.2023 up to 6.55 pm

Sd/- Executive officer
Balarampur Panchayat Samiti

বামেদের প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১৯ জানুয়ারি ঃ বিশ্বভারতী তিন ছাত্রদের সাসপেন্ড সহ উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর স্বৈরাচারী রবীন্দ্র ঐতিহ্য বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে বাম সংগঠন রেলওয়ে ময়দান থেকে বিশ্বভারতীর ফার্স্ট গেট পর্যন্ত মিছিল করে পথসভা করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিআই সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদক নরেণ চট্টোপাধ্যায়, আরএসপি সর্বভারতীয় সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য এবং আরসিপিআইয়ের সুভাষ রায় প্রমুখ। পথসভায় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, বিশ্বভারতীতে সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী সকলের গণতান্ত্রিকভাবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার সুরক্ষিত হোক। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এবং শিক্ষক-শিক্ষা কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠুক। যেটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও বিশ্বভারতীতে নেই। আমরা চাই আলোচনার মাধ্যমে এসব নিষ্পত্তি হোক। অনুব্রত মণ্ডল প্রসঙ্গে বিমান বসু বলেন, অনুব্রত তো ছিলেন মাছ ও দুধের কারবারি। এত টাকা কোথা থেকে এলো। তিনি তো লটারির টিকিটে টাকা নিজে পান নি। কারো টিকিট কিনে নিয়েছেন বেশি টাকা দিয়ে। গোটা দেশে এত লটারির কে পেয়েছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে তার সম্পর্ক তদন্তে উঠে এসেছে। এত টাকা না থাকলে এত চালকল, হাসপাতাল হয় কি করে?

উড়ালপুল চেয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের সামনেই বিক্ষোভ গলসিতে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান,১৯ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অনিয়ম খুঁজতে বেরিয়ে উড়ালপুলের দাবিতে চলা বিক্ষোভের মুখে পড়লেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের গলসির গলিগ্রামে ২ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘটনা। জানা গিয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে উড়ালপুলের দাবিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। বিক্ষোভে শামিল ছিলেন পড়ুয়ারাও। অবরোধে দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকার পর গাড়ি থেকে নেমে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হেঁটেই রওনা দেন দুই কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি প্রদ্যুম্ন কুমার কর ও মনোজ কুমার। প্রতিনিধিরা খানিকটা পথ হেঁটে এগিয়ে যাওয়ার পর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে প্রায় ৫০ মিনিট পর বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেন। যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক হলে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা তাঁদের গাড়িতে চেপে বুদবুদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথ অবরোধে এদিন গলিগ্রাম ছাড়াও উচ্চগ্রাম, বনসুজাপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ অংশ নেন। তারা জানান, উড়ালপুলের দাবিতে গতবছর আগষ্ট মাস থেকে তারা আন্দোলন করছেন। কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি কোনভাবেই মানছে না। ওই জায়গায় উড়ালপুল খুবই প্রয়োজন। এখানে প্রতিদিনই পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন স্থানীয়রা। তাই এদিন জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন তারা। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল মঙ্গলবার বর্ধমানে ঢোকার পরেই রাজ্যের শাসকদলের পক্ষ থেকে বাধা সৃষ্টির আশঙ্কা করেছিল বিজেপি নেতৃত্ব। এমনকি এদিন গলসিতে উড়ালপুলের দাবীতে বিক্ষোভ কান্ডও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের আটকানোর তৃণমূলের একটি চাল বলেও মনে করেছিলেন তারা। যদিও কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধি প্রদ্যুম্ন কুমার কর সাংবাদিকদের জানান, গলসির এই বিক্ষোভ স্থানীয় ইস্যু নিয়ে সংঘটিত হয়েছে। এই বিক্ষোভ তাদের আটকানোর জন্য নয়। প্রশাসন তাদের সাহায্য করছে এবং তারা সহজেই যাতায়াত করতে পারছেন।

দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্রীদের বই প্রদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি ঃ প্রায়শই লক্ষ্য করা যায় ট্রেনে-বাসে বা রাস্তার ট্রাফিক জ্যামে সাধারণ মানুষের থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে বৃহন্নলারা। কিন্তু জলপাইগুড়িতে অন্যচিত্র লক্ষ্য করা গেল। দুঃস্থ ছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিচ্ছেন বৃহন্নললা সম্প্রদায়ের মানুষেরা। 'আমরা পারিনি সেভাবে পড়াশোনা করতে, ওরা পড়ুক'-মেধাবী দুঃস্থ ছাত্রীদের হাতে বই তুলে দিয়ে বললেন পিপাসা হিঁজড়া। অনেক চেষ্টার পর আচমকা মেয়ের বই জোগাড় হওয়ায় কেঁদে ফেললেন করোনায় কাজ হারানো পিতা। জলপাইগুড়ি বৃহন্নললা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে দেশবন্ধু নগর বালিকা বিদ্যালয়ের দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রীদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। তবে এই আনন্দের মুহূর্তেও কিছুটা বিষন্নতার ছবি ভেসে ওঠে, এক সময় রাজস্থানের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে নিজের মেয়েদের পড়িয়ে ছিলেন এমন একজন বাবা করোনা অতিমারীর কারণে আজ টোটো চালক। স্বাভাবিক ভাবেই নিজের দুই মেধাবী মেয়ের পড়াশুনোর খরচ চালাতে আজ একপ্রকার অপারক, তিনিও এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। আর এই মুহূর্তে বৃহন্নলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে সাহায্য পেয়ে নিজের দু'চোখের জল আটকাতে পারলেন না। অপরদিকে বই পেয়ে খুশি ছাত্রীরা, অকপটে স্বীকারও করে নিলো খুবই উপকার হলো। এদিকে যাদের উদ্যোগে এই মহান কার্য সেই বৃহন্নলতা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদিকা জানান, আমরা পড়াশোনা করতে পারিনি কারণ সেই সময় সমাজ অন্য রকম ছিলো। আজ সাধারণ মানুষ আমাদের এগিয়ে দিচ্ছেন, আর তাই আমরাও আমাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মুখ না ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের কর্তব্য পালনের চেষ্টা করছি মাত্র। দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জানান, এই বই তাদের কাছে জীবনের সবচেয়ে বড়ো উপহার হিসেবে থাকবে। কারণ যারা সমাজের থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে নিজেদের জীবন-জীবিকা চালান, তারাই আজ দুঃস্থ ছাত্রীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

জমিতে মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ বাঁকুড়ার পাত্রসায়ের থানার হাটকৃষ্ণনগর গ্রাম লাগোয়া কেয়াদিঘি এলাকায় আলু জমি থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার সকালে সারা শরীরে রক্তমাখা এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় আলুচাষিরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পাত্রসায়ের থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম বিনোদ দলুই। বাড়ি হাটকৃষ্ণনগর গ্রামে। পেশায় মাছ ব্যবসায়ী বিনোদ বুধবার সন্ধ্যে থেকে নিখোঁজ ছিলেন। মৃতদেহটি যেখানে পড়ে ছিল তার আশপাশে মাটিতে থাকা দাগ দেখে প্রাথমিক ভাবে গ্রামবাসীদের অনুমান বিনোদকে খুন করা হয়েছে। মৃতের মাথায় একাধিক গভীর ক্ষত রয়েছে। তবে কে বা কারা কেন বিনোদকে খুন করল সে ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা ও বিনোদের পরিবার কিছুই বলতে পারেনি। গোটা ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন এলাকার মানুষ।

হুগলী জেলার কোন্নগরে বন্ধন ব্যাঙ্কের ঝিকিরা শাখার পক্ষ থেকে মহিলাদের স্বনির্ভর করতে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হল। ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এদিন মোট ৪৯ জন মহিলাকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হল। -নিজস্ব চিত্র।

Bidhannagar Municipal Corporation

i) NIT No 472/PWD/ROAD/BMC (4th Call), Date - 19.01.2023
e-Tender has been invited for Repairing of road (Patch repairing) at different locations in Ward no. 9,12 under BMC.
For details, please follow, [i] Tender Id 2023_MAD_449396_1 and 2,] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. i) Last date of Bid submission - 04/02/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Bidhannagar Municipal Corporation

NIT No 1086/PWD(BMC)(2nd Call), Date - 19.01.2023
e-Tender has been invited for Construction of Cover Drain and road at Different location in Ward no. 1,2,5,6,7,9,10,11,12,18 under BMC (Paray Samadhan Scheme).
For details, please follow, [i] Tender Id 2023_MAD_449402_1 and 26,] in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board. i) Last date of Bid submission - 28/01/2023 up to 3.00 p.m.

Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

CORRIGENDUM

The Advertisement published on 19.01.2023 of Kantabari Gram Panchayat, please read the date of NIeT on 20.01.2023 instead of 19.01.2023 and please read the last date of NIet submission on 30/01/2023 instead of 29/01/2023. Other details will remain unchanged.

E-Tender Notice

NIeT No. 451/MM/NIeT/ 2022-23 dated 18.01.2023 Are invited by Chairman, Murshidabad Municipality for details please visit **http:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Chariman
Murshidabad
Municipality

e-TENDER NOTICE

Pradhan Pantihal GP under Jagatballavpur Block, Howrah invites **e-Tender vide NIT No. : Pant/24/2023, Pant/25/2023, Pant/26/ 2023, Pant/27/2023, Pant/28/2023, Pant/30/ 2023, Pant/31/2023, Pant/32/2023, Pant/33/ 2023, Dated 20/01/2023.** Last Date of Submission of Bid : **30/01/2023 upto 11.00 AM.** For more information visit **https://www. wbtenders.gov.in**

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA :: PURULIA
TENDER NOTICE

Executive officer, Para Panchayat Samity , District-Purulia invites Tender for the following items on:- **NIT No.:- 05/EO/PPS, OF 2022-23 (Sl.No. 01 to 21).** No. of Works:- 21 (Twenty one) nos. Last Date of Application :- **24/01/2023 up to 16.00 hours.** Date of issue of Tender paper:- **01/02/ 2023 at 11.00 hours To 16.00 hours.** Last date of dropping of Tender papers **02/02/2023 up to 14.00 hours** in the Tender Box kept for purpose at the office of the undersigned.Date of Opening of Tender **02/02/2023 after 14.00 hours.** For more details go to Website **www.parablock.org** and **www.puruliazp.nic.in** and also may Contact to para Panchayat Samity office on working day's at office hours.

Sd/-Executive Officer
Para Panchayat Samity

e-TENDER NOTICE

Pradhan Shialdanga GP under Jagatballavpur Block, Howrah **e-Tender vide NIT No. : SGP/466 & 468 & 472/ 2023.** Last Date of Submission of Bid : **08.02.2023 upto 2.00 p.m.** For more information visit **https://www.wbtenders. gov.in**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil/H.Q.), KMC invites online percentage rate tender in two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/DG(C)/EE(C/HQ)/092/2022-23, Dated-18/01/2023
Name of the work : **Annual maintenance of the Nimtala Electric Crematorium for the year 2023-24.** Estimated Cost (Including GST & LWC) : **Rs.2,91,104.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **365 Days.** Last Date and Time of Submission of Bid : **28.01.2023 at 11.00 a.m.** The bid form and other details are available on and from **20.01.2023 at 5.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/ASPH/GG/SM-04/22-23 (3rd Call)
Name of the work : **Development of road surface at Sakuntala Park (EWS) from Premises No.H2/232 to H2/224 in Ward No.127, Br.-XIV, under Road's Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.4,96,236.40.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/ASPH/GG/SM-07/22-23 (3rd Call)
Name of the work : **Development of road surface of Hem Chandra Mukherjee Road (From Premises No.54/D/2 to 46B) in Ward No.122, Br.-XII, under Road's Mechanical Department.** Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs.4,95,820.07.** Earnest Money : **Rs.10,000.00.** Period of Completion : **15 Days (for Sl.No. 1 & 2).**

3. NIT NO. : KMC/ASPH/GG/MG-32/2022-23 (1st Call)
Name of the work : **Raising of brick wall on the existing box drain opposite of batch mix plant in Goragacha Plant under Roads (M) Department.** Estimated Amount (Including GST, CESS & Contingency) : **Rs.4,56,333.27.** Earnest Money : **Rs.9,500.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last date and Time of submission of Bid : **01.02.2023 at 11.30 a.m. (for Sl.No. 1 & 2) and 02.02.2023 at 03.00 p.m. (for Sl.No.3).** Bid opening date for Technical Proposals (Online) : **03.02.2023 at 11.30 a.m. (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **19.01.2023 after 05.00 p.m. (for Sl.No. 1 & 2) and 20.01.2023 at 03.00 p.m. (for Sl.No.3)** from the website **https://wbtenders.gov.in (for Sl.No. 1 & 2) and https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.3).**

Dy.Ch.Engineer/SWM-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for following work :-

NIT NO. : KMC/SWM-II/E/22-23/11
Name of work : **Annual Electrical Maintenance of electrical installations, fittings etc. at SWM Head Quarter Building under SWM/KMC.** Estimated Amount : **Rs.3,95,106.96.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **365 days.** Last Date and Time of submission of Bid : **27.01.2023 at 5.00 p.m.** The bid form and other details are available on and from **20.01.2023 at 5.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT NO. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/347 (1st Call)
Name of work : **Mending water leakage spots at different places of A.J.C. Bose Road, S.P.M. Road, A.T.M. Road and Sarat Bose Road under Br.VII and VIII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,97,148.71** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money : **Rs.10,000.00.**

2. NIT NO. : KMC/ROADS/SOUTH/2022-2023/345 (1st Call)
Name of work : **Restoration of trial trench dug by B.G.C.L. and Potholes at P.A. Shah Connector from EM Byepass to Raja SC Mullick Road under Br.-X and XII.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) : **Rs.4,95,178.42** (Excl. Contingency Amt.). Earnest Money : **Rs.9,950.00.** Period of Completion : **30 days (for Sl.No. 1 & 2).** Last Date and Time of submission of Bid(s) : **03.02.2023 at 12.00 noon (for Sl.No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2023 at 12.00 noon (for Sl.No. 1 & 2)** in the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (WS)/JU KMC invites e-tender for the following work. (Submission of Bid through online).

NIT NO. : EE(WS)/BR-XI/NIeT/25/2022-23
Name of work : **Restoration of W/S by restore of service pipe leak repair, cutting & flushing, Cap wash etc. at Nabapally, South Roynagar & surrounding in Ward No.112, Br-XI.** Estimated Amount (including GST & Cess) : **Rs.2,74,318.09.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Time of Completion : **21 days.** Last Date and Time of online submission Tender : **11.02.2023 at 5.00 p.m.** For full and further details, please visit the websites **http://www.etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/ Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The CME (SWM), KMC invites tender online item rate two bid system for following work :-

NIT NO. : SWM-II/SRC/44/2022-23
Tender ID : 2023_KMC_447515_1
Name of work : **Repairing and maintenance of Cesspool Emptiers (Small) (500 ltr. Capacity) Bearing nos. WB02AL-0391, WB02AL-0353 (Tata Ace) under SRC Garage/SWM-II.** Estimated Amount : **Rs.1,99,244.00.** Earnest Money : **Rs.4,000.00.** Period of Completion : **7 days.** Last Date and Time of submission bid : **28.01.2023 upto 1.00 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **17.01.2023 at 5.00 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

The Executive Engineer (WS) GRU invites tender online percentage two bid system for the following works :-.

1. NIT NO. : KMC/WS/PBDT/E/2022-23/11/1st Call
Name of the work : **Electrical repairing including replacing of damaged and burnt out electrical accessories of Big-Dia operating system due to fire by CESC short circuit at Bosepukur Road Pump House in Ward-91.** Estimated Cost : **Rs.1,74,513.86.** Earnest Money : **Rs.3,500.00.** Period of Completion : **10 days.**

2. NIT NO. : KMC/WS/PBDT/E/2022-23/30/1st Call
Name of the work : **Electrical repairing including replacing of damaged cable for operating Bid-Dia T/W at Sultan Alam Road Mutepara in Ward-89 under Br.-X.** Estimated Cost : **Rs.2,49,823.32.** Earnest Money : **Rs.5,000.00.** Period of Completion : **7 days.**

3. NIT NO. : KMC/WS/PBDT/E/2022-23/17/1st Call
Name of the work : **Replacing of damaged cable and allied work for operating Bid-Dia T/W at Jahura Bazar Lane (Replacement) in Ward-91 under Br.-X.** Estimated Cost : **Rs.1,21,621.08.** Earnest Money : **Rs.2,500.00.** Period of Completion : **7 days.**

4. NIT NO. : KMC/WS/PBDT/E/2022-23/22/1st Call
Name of the work : **Installation of Kiosk and allied electrical works for operating Bid-Dia T/W at Baisnab Ghata Balak Samitry New in Ward-100.** Estimated Cost : **Rs.1,48,022.88.** Earnest Money : **Rs.3,000.00.** Period of Completion : **10 days.**

5. NIT NO. : KMC/WS/PBDT/E/2022-23/14/1st Call
Name of the work : **Electrical repairing including replacing of damaged cable for opeating Bid-Dia T/W and allied works at 4 No. Vidyasagar Keyabagan in Ward No.99 under Br.-X.** Estimated Cost : **Rs.2,71,452.38.** Earnest Money : **Rs.5,500.00.** Period of Completion : **10 days.**

6. NIT NO. : KMC/WS/BPS/22-23/03/1st Call
Name of the work : **Instalaltion of 40 Inch. diameter M.S. manifold with other allied works at Patuli Booster Pumping Station in Ward No.110.** Estimated Cost : **Rs.2,98,794.28.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 days.**

7. NIT NO. : KMC/WS/SBPS/22-23/13/1st Call
Name of the work : **Repairing of damaged soft stater and capacitor bank for HTMotor No. 2 & 4 respectively with allied related electrical works at Sirity BPS in Ward No.116.** Estimated Cost : **Rs.4,30,800.45.** Earnest Money : **Rs.8,650.00.** Period of Completion : **20 days.**

8. NIT NO. : KMC/WS/SBPS/22-23/17/1st Call
Name of the work : **Repairing of damaged 6KV HT Motor No.4 at Sirity Booster Pumping Station in Ward No.116.** Estimated Cost : **Rs.3,30,787.57.** Earnest Money : **Rs.6,650.00.** Period of Completion : **21 days.**

9. NIT NO. : KMC/WS/BPS/22-23/04/1st Call
Name of the work : **Development of water supply by installation of 1000 MM Dia manifold-B on reservior roof top with allied related works at Patuli Booster Pumping Station in Ward No.110.** Estimated Cost : **Rs.2,98,982.82.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **15 days.** Last date of submission of Bid : **07.02.2023 at 14.00 p.m. (for Sl.No. 1 to 9).** Tender will be opened on : **11.02.2023 at 14.00 p.m. (for Sl.No. 1 to 9).** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2023 at 14.00 p.m. (for Sl.No.1 to 9)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 9).**

CORRIGENDUM

NIT NO. KMC/XIII/120/01/AM-LOT-2/22-23 published in this Newspaper on 5/1/23 Key No.936/22-23 of Engineering(C) Br-XIII Last date of submission of bid will be **21/1/23 (upto 11.00 a.m.)** instead of 14/1/2023 (upto 11.00 a.m.).

999/22-23

গল্প

।। এবে ভিখারি সাজায়ে ।।

আত্মহত্যার খবর আচমকা পাওয়া যায়। কিন্তু আত্মহত্যার প্রস্তুতি? কারণ তো অনেক জানা যায়। পরে। আর্থিক অনটন। অবসাদ। পারিবারিক অশান্তি। ব্যর্থতা। আরো আরো নিশ্চয়ই অনেক আছে। একজন মানুষ হঠাৎ করে আর বাঁচতে চায় না। হতে পারে একটা প্রতিবাদ করে যায় এইভাবে। হতে পারে অভিমানকে জানিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু যে মানুষ জানে সে চলে গেলে কারোর কোথাও কোনো আঘাত লাগবে না, সে হয় তো আত্মহত্যা করতে চায় না। আত্মহত্যা করতে গেলেও হয় তো মনুষ্যত্বের উপর একটু বিশ্বাস থাকা চাই। নইলে কিভাবে নিজেকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভাবে সে? সে কোথাও একটা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করে তার চলে যাওয়াতে সমাজের বিবেকে কোথাও হয় তো আঘাত লাগবে? পরিবার পরিজন কোথাও হয় তো বুঝবে সে সত্যিই সমস্যায় ছিল। আগে বারবার ইঙ্গিত দিলেও যেটা কেউ বুঝছিল না। যদি না সে আত্মহত্যা করে শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পারে। অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। কেউ শারীরিক রোগের জন্য। কেউ অবসাদে। কারণ যাইহোক, একজন মানুষ কেন নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়? নিজের ক্ষমতা, সমাজের সহমর্মিতা সব কিছুর উপর বিশ্বাস চলে গেলেই তো। এমনকি ঈশ্বরেও। তার যখন মনে হয়, আদতে ঈশ্বর বলে কেউ একজন থাকলেও তিনি তার সুখ-দুঃখ নিয়ে আদৌ ভাবিত নন। তখনই কি? নিজের ক্ষমতা নেই। কারোর সাহায্য নেওয়ার রুচি নেই। কোনোদিকে কোনো আশা নেই। সে মানুষটা কোথায় যাবে? তার চাইতে কি ঘ্যানঘ্যানে মানুষ ভালো? তার চাইতে কি সে ভালো যে বারবার নিজের অক্ষমতার জন্য হাত পাতে? মনের কষ্ট, অশান্তি শুনতে না চাইলেও রাতদিন প্যানপ্যান করে বলতেই থাকে? বুকের মধ্যে অভিমান জমিয়ে রাখা কি ভালো? নাকি সব অভিমান জলাঞ্জলি দিয়ে সাহায্য চাওয়াই ভালো? যদি আর্থিক অনটন, জীবনে অস্বাচ্ছন্দ্য আত্মহত্যার কারণ হত তবে দেশে গরীবী হটাও স্লোগানের দরকার হত না। সব আপনিই হটে যেত। দেশের জনসংখ্যা নিয়েও ভাবতে হত না। গণ আত্মহত্যা হত। মন্দিরের বাইরে যে মানুষেরা হাত পেতে বসে থাকে তাদের চাইতে বড় বস্তুবাদী, নাস্তিক কে আছে? তার জন্য অক্সফোর্ড, হার্ভার্ডে গিয়ে দর্শন ইত্যাদি পড়ার দরকার হয়নি তাদের। তারা জানে হাত কোথায় পাততে হবে। মন্দিরের দরজায় মানুষ এসেছে মানেই সে দুর্বল হয়েছে কোনো না কোনো ভাবে। কিছু না কিছু দেবেই। সব মানুষের মধ্যেই অন্তঃশীলা অপরাধবোধের স্রোত থাকে। গণচেতনা মানেই তো অন্তঃশীলা অপরাধবোধ। নইলে এত সহজে অন্যকে বঞ্চিত, বুভুক্ষু জেনেও নিজেকে এত আরামে রাখা যায়? ভিখারি এ মনস্তত্ত্ব জানে। আর জানে বলেই মন্দিরের সামনে ওইভাবে অন্তঃশীলা অপরাধের স্রোতকে আঘাত করে। ভিতরে ভিতরে সবাই কমবেশি ঝলসে উঠি। হয় খুব জোর করে এড়িয়ে যাই। নইলে কম্প্রোমাইজ করে কিছু পয়সা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করি। ভিখারি এ মনস্তত্ত্ব জানে বলেই শপিংমলের বাইরে, মাল্টিপ্লেক্সের বাইরে ভিড় জমায় না। একজন দুজন থাকতে পারে। কিন্তু লাইন ধরে বসে থাকে না। কারণ ওখানে অন্তঃশীলা নিজেকে গুটিয়ে রাখে। ওটা মোটা দাগের অহংকারের চরে খাওয়ার জায়গা। ভিখারিকে এ মনস্তত্ত্ব বুঝতে ফ্রয়েড, ইয়ুং পড়তে হয় না। প্রকৃতিই সব শিখিয়ে দেয়। প্রাণে প্রাণে এ সত্য অনুভব হয়। সমাজে এক ধরণের শিক্ষা পেতে পেতে জগতের বাস্তুতন্ত্রটা ভুলে যেতে হয় আসলে। সবাই আজন্ম শেখাচ্ছে আত্মনির্ভরশীল হও, নিজের পায়ে দাঁড়াও, নিজেকে নিয়ে নিজে গর্বিত হও ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব

কথা গাঁঠরিতে বেঁধে যাত্রা শুরু তো হল। দেখা গেল দিন যত যেতে লাগল গাঁঠরির বাঁধন আলগা হতে শুরু করল। এক একটা বিপর্যয় এক্কেবারে পঙ্গু করে দিতে শুরু করল। সবাইকে নয়, কাউকে কাউকে। ভাগ্য এমন বিরূপ হল সোনাতে হাত দিলে সে লোহা হয়ে যায়। নিজের নানা অক্ষমতা জন্মাতে শুরু করল। মানসিক, শারীরিক, আর্থিক, পারিবারিক। জর্জরিত অবস্থা। কোনোভাবে ঠেকানো যাচ্ছে না। শুধু সাক্ষী থেকে যেতে হচ্ছে। এদিকে নিজের মান, নিজের অহংকার ডানায় পালকের এই দুর্দশা দেখে এত অস্থির হয়ে উঠছে যে নিজেকে স্থির রেখে ভাবাও দায়। সে খালি বলছে আমাকে যেভাবে হোক ওড়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমি কি অমুক তমুকের মত হব শেষে? আমি কি ভিখারি হব শেষে? তখন সে যায় তো যায় কোথায়? আশাবাদী, নিরাশাবাদী সব অর্থহীন। ঈশ্বর, ধর্ম, জ্যোতিষী ইত্যাদি গুপ্ত সাহায্যকারীরাও মরীচিকা হয়ে মিলিয়ে গেছে তদ্দিনে। এই প্রচণ্ড দেউলিয়াপনা, এই অসম্ভব অভিমান এ নিয়ে কি করে সে? মরে। নিজেকে শেষ করে দেয়। ওই যে বললাম বাস্তুতন্ত্র। এইভাবেই ভিখারিকে ঘেন্না করার, পঙ্গুকে করুণা করার, সমাজের শেষ ধাপে বসে থাকা মানুষটাকে আন্তরিকভাবে সম্মান না করতে পারার কুশিক্ষার পরিণামে সে পৌঁছায়। আসলেই এ খুব শক্ত। জগতে সব শিক্ষা, ধারণা, অভ্যাস একদিকে আর জগতরূপী বাস্তব জগতটা অন্যদিকে। যে কোনো সময়ে যে কোনো পরিণতির জন্য তৈরি না থাকলে সে ছেড়ে দেবে না তো। আইনসম্মত আত্মহত্যাই হোক, আর আইনবিরুদ্ধ। আদতে হেরে যাওয়াকে মেনে নিয়ে রাস্তায় এসে বসার সত্যকে স্বীকার করে নেওয়া কি এত সোজা? একদম নয়। তার চাইতে বিষ খাওয়া, গলায় দড়ি দেওয়া, রেললাইনে শোয়া অনেক সোজা। অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া অনেক সোজা। এই রূঢ়, তেতো বাস্তবের শিক্ষাটা কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কোনো মৌখিক শিক্ষা কেউ দেয় না। এ শিক্ষাটা চিরকাল দিয়ে এসেছে কিছু মানুষ। যাদের প্রাণে প্রাণে অনুভব হয়েছে, জগতে যে কোনো সময়ে যা কিছু হতে পারে, সে এমন কিছু মূল্যবান নয় যে নিজের মান- অপমান, অবস্থা ইত্যাদিকে নিয়ে এত মাথা ঘামাতে হবে। বরং জীবনটাকে জীবনের মত দেখা যেতে পারে। যতক্ষণ না মরণ আপনিই এসে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে যায়। ক্ষোভ, অভিমান, অশান্তি, জ্বালাপোড়া সব থাকবে। কোনো যোগ্যতা না থাকাটাও যোগ্যতা। আসলে যোগ্যতার প্রশ্নটাই ভীষণ মেকি। অহং মানুষী। বাস্তবিক নয়। সব নিয়েই থাকতে হবে। না থাকলেও ক্ষতি নেই। তবে থাকাটাও যেতে পারে। চয়েস আমার। এ নিয়ে তর্ক চলে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের মত। জগত তার নিজের নিয়মে চলে। তাল রাখতে পারলে থাকো। নইলে যাও। চয়েস তোমার, আমার।

এখনো মানবতা শেষ হয়ে যায়নি পৃথিবী থেকে?

মেনু...

অড়হর ডাল, মিক্স ভেজ, ডাল মাখানি, মটর-পনির, ছোলা, রাজমা, বাসমতি চাল, তাওয়া রুটি, ফ্রুটি, বিস্কুট, প্যাঁড়া বা রসগোল্লা, গুড় সহ আরও নানান লোভনীয় খাবার পাওয়া যায়। ব্যক্তির নাম হল অনুপ খান্না। একসময় দারিদ্রতার জন্য খেতে পেতেন না। তার পর জীবনের বিভিন্ন যুদ্ধে জয়লাভ করে এখন একজন বিখ্যাত ব্যাবসায়ী হন। উনি প্রায় ৮ বছর ধরে নয়ডার সেক্টর ২৯-এ দাদি কি রসোই নামের একটি দোকান চালান। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল দাদি

কি রসোই-এর মেনু প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। শুধু তাই নয়, সেখানে খাবারের মান এতটাই দুর্দান্ত যে ভারতের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অথরিটি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা এখানে পরিদর্শনের পর নিজেরাই স্বাদগ্রহণের পরে এ গ্রেড-এর শংসাপত্র দিয়েছেন। অনুপ নিজেই এই কাজটি করে চলেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি যে, অনুপ খান্না শুধুমাত্র ৫ টাকায় খাবার সরবরাহ করেন না। পাশাপাশি, তিনি তাঁর প্রধানমন্ত্রী জন ঔষধি স্টোর থেকে অসুস্থদের সস্তায় ওষুধও দেন। এছাড়াও, দুঃস্থ মানুষদের ১০ টাকার বিনিময়ে বস্ত্রও দেন তিনি। মূলত, তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে অভাবীদের রুটি, কাপড় এবং ওষুধ প্রদান করা। আর এই কাজটিই তিনি বিগত ৮ বছর ধরে করে আসছেন।

এমতাবস্থায়, খাবারের জন্য শুধুমাত্র ৫ টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গে অনুপ জানান যে, তিনি চাইলেই মানুষকে বিনামূল্যে খাবার দিতে পারতেন। কিন্তু ৫ টাকা নেওয়া হয় যাতে, সেখানে খেতে আসা প্রতিটি মানুষের আত্মসম্মানে কোনো ঘা না লাগে। মূলতঃ, বিনামূল্যে খাবার দিলে অনেক দুঃস্থ মানুষ সেখানে খেতে যেতে দ্বিধাবোধ করতেন। কিন্তু খাওয়ার পরিবর্তে ৫ টাকা নেওয়ায় বিষয়টি এদিক থেকে সামলানো যায়। পাশাপাশি, তিনি দাদি কি রসোই-এ মানুষকে শৃঙ্খলা শেখান। সেখানে সবাইকে খাবার পেতে লাইনে দাঁড়াতে হয় আর অনুপের এহেন মহতী কাজে মুগ্ধ হয়েই তাঁকে প্রায় ৩ বার রাষ্ট্রপতি ভবনে ডেকে সম্মানিত করা হলো। এইসব মানুষের সমাজের জন্য মহতী চেষ্টা আমাদের সমাজের বুকে ছড়িয়ে পরুক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি এই মানোবতা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ুক।

সোমবার মেট্রো উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে (ব্লু লাইন) ২৩৪ পরিষেবা চালাবে

কলকাতা, ১৯ জানুয়ারি ঃ নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে ২৩.০১.২০২৩ (সোমবার) ছুটি। মেট্রো ০৬.৫০ ঘন্টা থেকে ২৩৪ টি পরিষেবা চালাবে। উত্তর-দক্ষিণ করিডোরে (ব্লু লাইন) ২২.৩৫ ঘন্টা পর্যন্ত। প্রথম পরিষেবাঃ ০৬.৫০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই) ঃ০৬.৫০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ (কোন পরিবর্তন নেই) ঃ ০৬.৫৫ টায় দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর (কোন পরিবর্তন নেই)ঃ ০৭.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই) ঃ শেষ পরিষেবা ঃ ২১.২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই) ঃ ২১.৩০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)ঃ ২১.৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ (কোন পরিবর্তন নেই) ঃ ২১. ৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দমদম পর্যন্ত (কোন পরিবর্তন নেই)।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনীর তীব্রতর বিশেষ অভিযান

মালিগাঁও, ১৯ জানুয়ারি ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর পক্ষ থেকে ট্রেনে পাথর ছোঁড়া, ড্রাগিং, মানবপাচার, মহিলা যাত্রীর বিরুদ্ধে অপরাধ ইত্যাদির মতো বিপদের বিরুদ্ধে নিজেদের

সচেতনতামূলক অভিযান তীব্র করে তুলেছে। এটি হলো রেলওয়ে ট্র্যাক ও স্টেশন, গ্রাম, স্কুল ইত্যাদি কাছাকাছি এলাকা কভার করা নিজেদের 'অভিযান জনজাগরণ'-এর একটি অংশ। ট্রেনে এই ধরনের বিপদের পরিণতি এবং যাত্রী সুরক্ষার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে তাদের পরামর্শ প্রদান করাই এর লক্ষ্য। স্থানীয় জনগণকে এই ধরনের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করতে পোস্টার, প্যামফ্লেট ও অন্যান্য প্রচার সাহিত্য বিতরণ করা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সেকশনস্থানগুলিতে ট্রেনের যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আরপিএফ নিয়োজিত করা হয়েছে। অসুরক্ষিত স্থানগুলিতে আরপিএফ সারপ্রাইজ তল্লাশি চালাচ্ছে এবং অপরাধ বন্ধ করতে অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ২০২২ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে পাথর ছোঁড়ার মোট ৫৬ টি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছে। বর্তমান বর্ষের ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এবং এই সম্পর্কে তিন জন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ট্রেনে পাথর অথবা একই ধরনের বস্তু ছোঁড়া রেলওয়ে আইনের ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ ধারার অধীনে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অপরাধীর দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষ ও যাত্রীদের প্রতি আবেদন জানানো হয়েছে যে যদি তারা এই ধরনের অনুপ্রবেশ ও পাথর নিক্ষেপের ঘটনার সম্মুখীন হন তাহলে তারা যেন টোল ফ্রী হেল্পলাইন নম্বরে (১৩৯) কল করে ঘটনা সম্পর্কে জানান। রেলওয়ে সম্পত্তি হলো সরকারি সম্পত্তি এবং সরকারি সম্পত্তির সুরক্ষা প্রদান করা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব।

ভারত জোড়া যাত্রা, কড়া নিরাপত্তা

কাঠুয়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া যাত্রার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবেশদ্বারে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পাঞ্জাবের পাঠানকোটে সমাবেশের পর রাহুল সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের প্রবেশদ্বার লখনপুর থেকে কাঠুয়ায় পৌঁছাবেন। রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়া যাত্রা নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। তাঁর সমাবেশকে কেন্দ্র করে এখানেও কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, এদিন সন্ধ্যায় কাঠুয়ায় পৌঁছালে আরটিও অফিসের কাছে তৈরি অস্থায়ী কক্ষে থাকবেন রাহুল গান্ধী। শুক্রবার সকালে লখনপুর থেকে যাত্রা শুরু করবেন তিনি। রাহুল গান্ধীর সমাবেশকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাত্রাপথের প্রতিটি পয়েন্টে নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। যাত্রাকে কেন্দ্র করে যান চলাচলের রুটও পরিবর্তন করা হয়েছে।

দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধানকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল মদ্যপ গাড়িচালক

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়ালকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে গেল মদ্যপ গাড়িচালক। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে দিল্লি এইমসের কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গাড়ির

জানলায় স্বাতীর হাত আটকে গিয়েছিল। সেই অবস্থাতেই বেশ খানিকটা দূরত্ব গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় মদ্যপ চালক। পরে অবশ্য গাড়ি থামিয়ে উদ্ধার করা হয় স্বাতীকে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনা নিয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নববর্ষের রাতে দিল্লিতে একইভাবে এক মহিলাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল একটি চলন্ত গাড়ি। দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোররাতে সোয়া তিনটে নাগাদ এইমস হাসপাতালের দুই নম্বর গেটের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রধান স্বাতী মালিওয়াল। আচমকাই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় একটি গাড়ি। স্বাতীকে গাড়িতে উঠতে বলেন চালক। কিন্তু তাঁকে বারণ করে দেন স্বাতী। কথা বলতে গিয়েই জানলায় হাত রেখেছিলেন তিনি। সেখান থেকেই বিপত্তি ঘটে। হঠাৎ করেই জানলার কাঁচ বন্ধ করে দেন চালক। গাড়ির জানলায় স্বাতীর হাত আটকে যায়। ওই অবস্থাতেই গাড়ি চালাতে শুরু করেন চালক। প্রায় ১৫ মিটার দূরত্ব এইভাবে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় স্বাতীকে। পরে অবশ্য গাড়ি থামাতে বাধ্য হয় ওই চালক। সঙ্গীদের হস্তক্ষেপে বড়সড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পান স্বাতী। দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে ওই গাড়ির চালককে। প্রাথমিক পরীক্ষার পরে জানা গিয়েছে তিনি মদ্যপ ছিলেন। হরিশ চন্দ্র নামে ৪৭ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির বিরিদ্ধে এফ আই আর দায়ের করা হয়েছে।

'রাম সেতু'-কে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী সৌধ হিসেবে ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে, সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ 'রাম সেতু'-কে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী সৌধ হিসেবে ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে, বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। সুপ্রিম কোর্টকে এদিন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'রাম সেতু'-কে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী সৌধ ঘোষণা করার প্রক্রিয়া বর্তমানে সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে চলছে। সুপ্রিম কোর্ট বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামীকে মন্ত্রকের কাছে এই সম্পর্কিত অতিরিক্ত উপকরণ জমা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে।

শার্লিনের অভিযোগে গ্রেফতার রাখি সাওয়ান্ত, আজই পেশ আদালতে

মুম্বই, ১৯ জানুয়ারি ঃ গ্রেফতার হলেন বলিউড অভিনেত্রী রাখি সাওয়ান্ত। বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে মহারাষ্ট্রের মুম্বই পুলিশ । সূত্রের দাবি, এদিনই তাঁকে অন্ধেরির আদালতে পেশ করা হবে । অভিনেত্রী ও মডেল শার্লিন চোপড়ার অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । মুম্বই পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আম্বোলি থানায় রাখির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন শার্লিন চোপড়া । এদিন রাখি গ্রেফতার হওয়ার পরই এই বিষয়ে একটি টুইট করেন শার্লিন । রাখিকে যে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেকথা সকলকে জানান তিনি । শার্লিন লেখেন, আম্বোলি থানার পুলিশ রাখী সাওয়ান্তকে গ্রেফতার করেছে । নির্দিষ্ট এফআইআরের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাখির আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে মুম্বই দায়রা আদালত । সূত্রের খবর, এদিনই বিকেল ৩টের সময় নিজের ডান্স অকাদেমি উদ্বোধন করার কথা ছিল রাখি সাওয়ান্তের । এই প্রতিষ্ঠানে নাচ শেখানোর কথা রয়েছে তাঁর । তবে, এই অকাদেমি রাখির একার নয় । স্বামী আদিল দুররানির সঙ্গে অংশীদারিত্বে এই ব্যবসা শুরু করতে চলেছেন তিনি । কিন্তু, তার আগেই সবকিছু ভেস্তে গেল । রাখি যদি জামিন না পান, সেক্ষেত্রে এই অকাদেমি কবে খোলা হবে, সেই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছুই জানা যায়নি ।

বন্ধ হবে না চার ধাম যাত্রা! যোশীমঠে ধসের মাঝেই বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তরাখণ্ড, ১৯ জানুয়ারি ঃ যেভাবে ভাঙনের কবলে পড়েছে যোশীমঠ, তা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে দেশে। উত্তরাখন্ড সেই রাজ্য, যা দেবভূমি হিসেবে পরিচিত। প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ যাত্রীরা আসেন এই রাজ্যে তীর্থ করতে। সেখানে যেভাবে ভাঙন হয়ে তলিয়ে গিয়েছে বহু এলাকা, তা নিয়ে চিন্তা বেড়েছে। প্রশ্ন উঠছে তবে কি ব্যাহত হবে চার ধাম যাত্রাও। যদিও উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, ধসে ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক কিছু নয়। ৬৫ থেকে ৭০ শতাংশ বর্তমানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন। বুধবার গাড়ওয়াল হিমালয়ের এই শহর নিয়ে ধামির মন্তব্য, আগামী সময়ে চার ধাম যাত্রাও শুরু হবে। যোশীমঠের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্নও কেন্দ্রও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন ভাঙন দুর্ঘটনার পর। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে দেখা করার পর মুখ্যমন্ত্রী ধামী বলেছিলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সমস্ত সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তিনি বলেন, যোশীমঠের বিশেষ পর্যটক আকর্ষণ আউলিতে, সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছে। পর্যটকরা এখনও আউলিতে ভিড় করছেন। উত্তরাখন্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, যোশীমঠের পরিস্থিতির কারণে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। অনেকে ভয়ের কারণ বর্ণনা করেছেন, এর সত্যতা নেই। চারধাম যাত্রা আগামী চার মাসের মধ্যে শুরু হবে, এমন আশার কথাও শোনান তিনি। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই উত্তরাখন্ড সরকার যোশীমঠকে 'বসবাস অযোগ্য' এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। এরপর পুষ্কর সিং ধামির এই মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ধামি বলেন, যোশীমঠের ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শহরের পঁচিশ শতাংশ এলাকা এখন পর্যন্ত ভূমি ধসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই এলাকায় বসবাসকারী জনসংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। প্রসঙ্গত, ২ জানুয়ারি থেকে শুরু করে গত কয়েক দিনে যোশীমঠের ৮০০-র বেশি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটলগর্ভে তলিয়েছে শহরের রাস্তা- মন্দির-জমি। এই পরিস্থিতিতে আদৌ কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারবে যোশীমঠ, তা নিয়ে শঙ্কা থাকছেই।

প্যারোলে মুক্ত উন্নাওয়ের ধর্ষক আতঙ্কে নির্যাতিতা, প্রধানমন্ত্রী-সহ একাধিক ব্যক্তিকে চিঠি নির্যাতিতার

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন উন্নাও ধর্ষণের মূল অভিযুক্ত কুলদীপ সিং সেঙ্গার। প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের প্যারোলের খবর পেয়েই প্রধানমন্ত্রী- সহ একাধিক ব্যক্তিকে চিঠি লিখেছেন উন্নাওয়ের নির্যাতিতা। মামলার সাক্ষীদের ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করবেন কুলদীপ, সেই আশঙ্কা থেকেই চিঠি লিখেছেন তিনি। সেই সঙ্গে নির্যাতিতার দাবি,

দিল্লি পুলিশ ও সিবিআইয়ের কড়া নজরদারিতেই জেল থেকে বেরনোর অনুমতি দেওয়া হোক কুলদীপকে। প্রসঙ্গত, কুলদীপের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাই কোর্ট। তারপরেই রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্ট-সহ একাধিক জায়গায় চিঠি লেখেন উন্নাও নির্যাতিতা। তিনি বলেছেন, জেল থেকে বেরিয়ে আসছেন কুলদীপ সিং সেঙ্গার। কিন্তু দিল্লি পুলিশের হেফাজতে রেখেই তাঁকে জেল থেকে বেরনোর অনুমতি দেওয়া উচিত। কারণ আমার মামলায় সাক্ষীদের ভয় দেখানো হবে। তাই আমি চাই, সিবিআই ও দিল্লি পুলিশের কড়া নজরদারিতেই কুলদীপ সিং সেঙ্গারকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হোক। প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন তিনি ও তাঁর পরিবার, এমনটাও জানিয়েছেন নির্যাতিতা। মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে ২৭ জানুয়ারি থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন কুলদীপ। নির্যাতিতা জানিয়েছেন, তাঁর দিদির বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর এক আত্মীয়। কিন্তু জেলে থেকে বেরনোর আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি। কারণ কুলদীপের এক আত্মীয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে জেলবন্দি করা হয়েছিল তাঁকে। তাহলে কুলদীপকে কেন প্যারোলে মুক্তির অনুমতি দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন নির্যাতিতা। ২০১৭ সালের ৪ জুনে গণ-ধর্ষিতা হন উন্নাওয়ের কিশোরী। মূল অভিযুক্ত ছিলেন তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। পরিবার পুলিশে অভিযোগ জানাতে গেলেও পুলিশ অভিযোগ নিতে চায়নি বলে অভিযোগ ছিল। পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে চিঠি লেখেন নির্যাতিতা। ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে ধর্ণায় বসেন নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার। সেখানেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন নির্যাতিতা। এই ঘটনার পর উলটে নির্যাতিতার বাবাকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে পুলিশি হেফাজতে মৃত্যু হয় নির্যাতিতার বাবার।

রাজস্থানে গুলি করে নামানো হল পাক ড্রোন, ৬ কেজি হেরোইন সহ ২ গ্রেফতার

রাজস্থান, ১৯ জানুয়ারি ঃ ভারতভূমি পাকিস্তান থেকে ড্রোনের মাধ্যমে ফের হেরোইন পাচারের ঘটনা সামনে এসেছে। বৃহস্পতিবার ভোররাতে রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে একটি ড্রোন ধরা পড়ার পর দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিএসএফ প্রায় ৬.১৫০ কেজি হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, অন্য ৩ জন পালিয়ে গিয়েছে। গত মাসে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে এক ডজনেরও বেশি চেষ্টা করা হয়েছে বলে শ্রী গঙ্গানগরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাতনাম সিং জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, পাকিস্তান বারবার ড্রোনের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তে হেরোইন পাঠানোর চেষ্টা করছে। ড্রোনের সাহায্যে পাঠানো হেরোইনের চালান পরে পঞ্জাব ও মুম্বাই পৌঁছে যায়। এখন পর্যন্ত চোরাচালানে ধরা পড়া সব পাচারকারীই পাঞ্জাবের বাসিন্দা।

দিল্লির দেওয়ালে 'খালিস্তান জিন্দাবাদ', আইনি পদক্ষেপ পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবস পালন হবে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে । তার আগে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ঘিরে ফেলা হয়েছে প্রায় গোটা শহরকে। এর মাঝেই পশ্চিম বিহার এলাকার একটি দেওয়ালে দেখা মিলল খালিস্তান জিন্দাবাদ ও রেফেরেন্ডেম ২০২০ লেখা স্লোগানের। বৃহস্পতিবার বিষয়টি চোখে পড়ার পরেই দিল্লি পুলিশের তরফে গ্রাফিটিগুলো মুছে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে দিল্লি পুলিশের জনসংযোগ আধিকারিক সুমন নালওয়া বলেন, কিছু লোক দিল্লির কয়েকটি জায়গায় দেশবিরোধী ও খালিস্তান সংক্রান্ত গ্রাফিটি দেওয়ালে লিখেছে। এটা নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোনও বিষয় নয়। খুব তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

Name Change
I, Sahanur Molla (Old Name) S/o Late Abdur Rasid Molla residing at Khariberia, Minakhan, Basirhat Pin-743425 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Sahanur Islam Molla (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Sahanur Molla and Sahanur Islam Molla both are same and one identical person.

Name Change
I,Fatema Mollya (Old Name) W/o Sahanur Islam Molla residing at Khariberia, Minakhan, Basirhat Pin-743425 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Fatema Bibi (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Fatema Mollya and Fatema Bibi both are same and one identical person.

Name Change
I, Hassina Begum (Old Name) W/o Mohammad Mujibullah Ansari residing at House no 618, Khanpatti, Imambara, Chowkbabu Talab, Asansol,Pin-713302, Paschim Bardhaman, WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Hashina Begum (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Hassina Begum and Hashina Begum both are same and one identical person.

Name Change
I, Shadab Alam (Old Name) S/o Mohammad Mujib (Old Name) residing at House no 618, Khanpatti, Imambara,Chowkbabu Talab, Asansol, Pin-713302, Paschim Bardhaman, WEST BENGAL, INDIA I have changed me & my Father name (Shall henceforth be known as) Mohammad Shadab Alam Ansari (New Name) S/o Mohammad Mujibullah Ansari (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023.Shadab Alam S/o Mohammad Mujib and Mohammad Shadab Alam Ansari S/o Mohammad Mujibullah Ansari both are same and one identical person.

Name Change
I, Sujoy Chandra Bashu (Old Name) s/o Bhuban Chandra Basu residing at Vill & Po- Rasulpur, Ps- Memari, Bardhaman, Pin-713151 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Bhupati Basu (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Sujoy Chandra Bashu and Bhupati Basu both are same and one identical person.

Name Change
I, Md Anchar Gazi(Old Name) S/o Mahammad Gazi residing at Beraliya, Balarampur, Madarat, Baruipur, S 24 Pgs Pin-743610 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Md Anchhar Gazi (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Md Anchar Gazi and Md Anchhar Gazi both are same and one identical person.

Name Change
I, Sk Mijanur instead of Mijanur Shaikh (Old Name) S/o Sk Rabiyen residing at Brindabanpur Ulubaria Howrah - 711316 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Sekh mijanur Rahaman (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023.Sk Mijanur instead of Mijanur Shaikh and Sekh mijanur Rahaman both are same and one identical person.

Name Change
I, Anup Malik (Old Name) S/o Becharam Malik residing at Mahishnala, Nonakundu, Domjur Howrah- 711405 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) Anup Kumar Malik (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Anup Malik and Anup Kumar Malik both are same and one identical person.

Name Change
I, Bechuram Malik (Old Name) S/o Sufal Malik residing at Mahishnala, Nonakundu, Domjur Howrah- 711405 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Becharam Malik (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Bechuram Malik and Becharam Malik both are same and one identical person.

Name Change
I, Narayan Saha (Old Name) S/o Lalitmohan Saha residing at 43, DASKHIN DARIN ROAD RISHI AUROBINDO COLONY, PO-SREEBHUMI, Bidhannagar, 700048 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) Narayan Chandra Saha (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/01/2023. Narayan Saha and Narayan Chandra Saha both are same and one identical person.

Name Change
I , SK Ferdous Rahaman S/O- Sekh Abubakkar Siddique resident of Vill-Bam(Muslim Para), P.O.- Joteram, P.S.-Saktigarh, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713104, shall henceforth be known as 'SEKH FERDOUS RAHAMAN' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 17/01/2023

Name Change
I , SK Siddique Rahaman @ SK Siddik Rahaman @ Siddikrahaman Sekh S/O- Habibar Rahaman @ Habibur Rahaman @ SK Habibur Rahaman resident of Vill - Ichu, P.O.- Bhagra, P.S.-Manteswar, Dist- Purba Bardhaman, W.B.-713422, shall henceforth be known as 'SEKH ABUBAKKAR SIDDIQUE' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 19/01/2023.

পড়ুয়াকে কুপিয়ে খুন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ জানুয়ারি ঃ মায়ের সামনেই প্যারা মেডিকেল ছাত্রকে খুনের অভিযোগ উঠেছে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার গভীর রাতে নদীয়ার নাজিরপুরের মিরগি এলাকায়। নিহতের নাম হাসিবুল রহমান বিশ্বাস (২০)। পুলিশ সূত্রে খবর, হাসিবুলের বাবা চাঁদ আলী বিশ্বাস একজন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবসায়ী। নিহত হাসিবুল কর্ণাটকের একটি বেসরকারি প্যারা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। এক সপ্তাহ আগে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরেছিল সে। চাঁদ আলী তিন দিন ধরে ব্যবসার কাজে ওড়িশায় রয়েছেন। বাড়িতে ছিলেন হাসিবুল ও তার মা সারজিনা বিবি। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, প্রতিবেশী মহরম শেখের সঙ্গে জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। বেশ কয়েকবার মধ্যস্থতা করেও বিরোধ মেটেনি বলে দাবি করেন সারজিনা। সারজিনার অভিযোগে জানা যায়, বুধবার রাত ১২টার দিকে হাসিবুলের আওয়াজ শুনে সারজিনা তার কক্ষে পৌঁছে দেখেন, মহরম তার ছেলে হাসিবুলকে নিয়ে একের পর এক হামলা করেছে। সারা বাড়ি রক্তে ভেসে গেছে। সারজিনা বলেন, আমি বাধা দিতে গেলে মহরম আমাকেও মারধর করে। চিৎকারে এলাকার লোকজন ছুটে এলে সে পালিয়ে যায়। মহরমের ফাঁসি দেওয়া দরকার। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে চাঁদ আলী ওড়িশা থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, শুধুমাত্র এক টুকরো জমির জন্য ছেলেটাকে খুন করেছে। খবর পেয়ে নাজিরপুর তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ ও তেহট্ট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। সারজিনার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনার পরই মহরম ও তার পরিবার পালিয়ে গেছে। মহরমকে খোঁজা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) কৃশানু রায় জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। তদন্ত চলছে।

শীলা চট্টোপাধ্যায়ের কাউন্সিলর পদ খারিজ

ঝালদার নতুন চেয়ারম্যান সুদীপ

দুরন্ত বার্তা, ঝালদা, ১৯ জানুয়ারি ঃ জিতেও রক্ষা হল না। ঝালদা পুরসভার চেয়ারপার্সনের পদ হারালেন শীলা চট্টোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার তাঁর কাউন্সিলর পদ খারিজ হয়েছে। তাঁর কাউন্সিলর পদ খারিজ করেছেন ঝালদার মহকুমা শাসক রিতম ঝাঁ। পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন সুদীপ কর্মকার। এই ঘটনার পর পুরুলিয়ার ঝালদা পুরসভার রাজনীতি জটিলতা তৈরি হল বলে মনে করা হচ্ছে। ঝালদা পুরসভা নিয়ে একের পর এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেই চলেছে। সম্প্রতি কংগ্রেস কাউন্সিলরদের সমর্থন নিয়ে চেয়ারম্যান পদে শপথ নিয়েছিলেন পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের নির্দল কাউন্সিলর শীলা চট্টোপাধ্যায়। এবার ঝালদা পুরসভার চেয়ারম্যান শীলা চট্টোপাধ্যায়ের কাউন্সিলর পদ খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন সুদীপ কর্মকার। জানা গিয়েছে, ঝালদার মহকুমা শাসক শীলা চট্টোপাধ্যায় কাউন্সিলর পদ খারিজ করেছেন। মহকুমা শাসক পুরুলিয়ার জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক ও পুরসভার কার্যনির্বাহী আধিকারিককে কাছে এই মর্মে একটি নোটিশও পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পুর আইন অনুযায়ী শীলা চট্টোপাধ্যায়ের কাউন্সিলর পদ খারিজ করা হয়েছে। নোটিশে জানানো হয়েছে পুর আইন অনুযায়ী নির্বাচিত হওয়ার ছ'মাসের মধ্যে একদল থেকে অন্য দলে যাওয়া যায় না। এই যুক্তিতেই শীলার কাউন্সিলর পদ খারিজ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ২০২২ সালে পুরসভা নির্বাচনের সময় থেকেই রাজ্য রাজনীতির চর্চার কেন্দ্র বিন্দুতে ঝালদা। পুরসভার বোর্ড গঠনের আগেই খুন হন কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দু। গোটা ঘটনায় রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তপন কান্দু হত্যা মামলার তদন্তভার নেয় সিবিআই। ঝাড়খণ্ড থেকে ভাড়াটে খুনিদের গ্রেফতার করা হয়। তপনের মৃত্যুর পর ওই ওয়ার্ডের উপনির্বাচনে তাঁর ভাইপো মিঠুন কান্দু কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও প্রায় তিনগুণ ব্যবধানে নির্বাচিত হন। ঝালদা পুরসভায় নির্দল কাউন্সিলরের সমর্থনে বোর্ড দখল করেছিল শাসকদল তৃণমূল। পুরপ্রধান হয়েছিলেন দাপুটে নেতা তথা ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুরেশ আগরওয়াল। কিন্তু আদালতের নির্দেশে পদ খোয়ান সুরেশ। ঝালদা পুরসভায় নতুন করে আস্থা ভোট গ্রহণের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আস্থা ভোট প্রক্রিয়ার গোটা দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় পুরুলিয়ার জেলাশাসকের হাতে। আদালতের নির্দেশ মেনে সম্প্রতি টানটান উত্তেজনার মধ্যে পুরসভায় আস্থাভোট হয়েছিল। কংগ্রেস ও নির্দল কাউন্সিলররা আস্থা ভোটে অংশগ্রহণ করলেও পাঁচ তৃণমূল কাউন্সিলর ব্যালট পেপার সংগ্রহ করার পর ভোটকক্ষ ত্যাগ করেন। শেষমেশ ৭-০ ব্যবধানে ঝালদা পুরসভার দখল নেয় কংগ্রেস, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন শীলা চট্টোপাধ্যায়। বুধবার তপন কান্দুর স্ত্রী পূর্ণিমা কান্দুকে ভাইস চেয়ারম্যানের পদে শপথ বাক্য পাঠ করিয়েছিলেন শীলা। বৃহস্পতিবার তারই কাউন্সিলর পদ খারিজে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

পরিবহন আধিকারিকদের গাড়িতে গুলি

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ১৯ জানুয়ারি ঃ বুধবার রাতের অন্ধকারে পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতিদের বিরুদ্ধে। গাড়ি ভেদ করে গুলি ভিতর প্রবেশ করতে না পারায় অল্পের জন্য রক্ষা পান আধিকারিকরা। বুধবার গভীর রাতের এই ঘটনায় পূর্বস্থলী থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ একটি সুইফট ডিজায়ার গাড়ি সহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতের নাম শান্তনু মজুমদার, পিকলু রায়। তার বাড়ি পূর্বস্থলীর কলেজ পাড়া ও পারুলিয়া এলাকায়। গাড়িতে থাকা পরিবহন দপ্তরের আধিকারিকদের অভিযোগ, কাটোয়ার দিক থেকে পূর্বস্থলীর দিকে ফেরার সময় বটতলার কাছে সামনাসামনি একটি চারচাকা গাড়ি তাদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায়। কিছুক্ষণ পরেই সেই গাড়িটি খুঁজে না পাওয়া গেলেও কিছুক্ষণ পরেই আরও একটি গাড়িকে পিছু ধাওয়া করতে দেখা যায়। তদন্তে নেমে পূর্বস্থলী থানার পুলিশ খবর পেয়ে পিছু ধাওয়া করা নাম্বার বিহীন গাড়িটিকে বৃহস্পতিবার আটক করে গাড়িতে থাকা ২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কোন গাড়ি থেকে কে গুলি চালিয়েছিল, গুলি চালানোর কারণই বা কি, পুলিশ তার তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে শান্তনু মজুমদারকে কালনা আদালতে তোলা হলে কালনা অ্যাডিশনাল চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট পূর্বস্থলী থানার পুলিশ সাতদিন পুলিশ হেফাজতে চাইলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

ট্যাঙ্কে জল মাপতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত জওয়ান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ জানুয়ারি ঃ ট্রেলারের ট্যাঙ্কে জল রয়েছে কতটা, তা মাপতে গিয়েই ঘটল মারাত্মক দুর্ঘটনা। নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সেনা জওয়ানের। জখম আরও কয়েক জন। আহতরা ভর্তি নিকটবর্তী রেল হাসপাতালে। বৃহস্পতিবার সকালে ত্রিপুরাগামী একটি ট্রেন এনজেপি স্টেশনে এসে দাঁড়ায়, ওই ট্রেনে ছিল সেনাবাহিনীর ট্রেলার। সেই সময় এক সেনাকর্মী জলের ট্যাঙ্কারে জল দেখতে উঠেছিলেন। তখনই হাইটেনশন বিদ্যুতের তার লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এক সেনাকর্মীর। পাশাপাশি জখম হয়েছেন কয়েকজন সেনাকর্মী। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ৯টা নাগাদ একটি সেনা ট্রেলার পৌঁছয় এনজেপি স্টেশনে। এক সেনা জওয়ান ট্রেলারে থাকা ট্যাঙ্কে কতটা জল আছে তা মাপতে ওঠেন। সেই সময়েই ওভারহেড তার তিনি স্পর্শ করে ফেলেন। একই সঙ্গে ৫-৬ সেনা জওয়ানও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী রেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সেখানে এক জওয়ানের মৃত্যু হয়। বাকিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁদের মধ্যে এক জওয়ানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তবে বিষয়টি নিয়ে সেনার তরফে আপাতত কিছু জানানো হয়নি। আহত জওয়ানদের শারীরিক অবস্থার বিষয়েও সঠিকভাবে কোনও খবর মেলেনি। তারইমধ্যে ঘটনাস্থলে আসেন রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছিল ভারতীয় সেনার ওই বিশেষ ট্রেনটি। সেইসময় ট্যাঙ্কের জলের পরিমাণ মাপার চেষ্টা করেছিলেন জওয়ানরা। সেইসময় ২৫,০০০ ভোল্টের বিদ্যুৎ শক লাগে। মৃত্যু হয় এক জওয়ানের। বাকি তিনজনের চিকিৎসা চলছে। সেইসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জনসংযোগ আধিকারিকের আক্ষেপ, জওয়ানরা জলের বিষয়ে স্টেশন কর্তৃপক্ষকে বলতে পারতেন।

SBI

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি বিধাননগর,
কোড নং. ঃ ১৫৩৪২, জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪র্থ ফ্লোর)
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪

অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(ধারা ৮(১))

এইচবিএল অ্যাকাউন্ট নং.-১১০৫১৫৯৫০৭৫ ও অতিরিক্ত এইচিএল নং. ৩০১৪০৩৭৪০২৯

এতদ্বারা

নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন স্বীকৃত আধিকারিক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অধীন নিরাপত্তাকরণ এবং পুর্নগঠন আর্থিক সম্পত্তির এবং প্রয়োগ নিরাপত্তা আগ্রহ আইন,২০০২ এবং ক্ষমতার প্রয়োগ সুনিশ্চিত রয়েছে অধীন ধারা ১৩(১২) সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৩ নিরাপত্তা আগ্রহ (প্রয়োগ) ধারা, ২০০২ জারি করেছেন দাবী বিজ্ঞপ্তি তারিখ **২৯.০৩.২০২২** জানানো যায় গ্রাহক **শ্রী প্রসূণ কুমার রায় এবং শ্রীমতি রঞ্জনা রায়** পরিশোধ করতে হবে নোটিসে উল্লেখিত রাশি যা হল **টাকা. ৮,৬৪,৮৮০.০০ (আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশত আশি টাকা মাত্র) ০১.০৯.২০২২ তারিখে সঙ্গে সুদ ০১.০৯.২০২২** থেকে উল্লেখিত নোটিস গ্রহণের দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।

গ্রাহক যদি বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞাপিত করা যায় গ্রাহক এবং জনস্বার্থে যে নিম্নস্বাক্ষরকারী অধিগ্রহণ করবেন নিম্নবর্নিত সম্পত্তি ক্ষমতার প্রয়োগবলে যা ন্যস্ত রয়েছে তার ওপর অধীন উপ-ধারা ৪ ধারা ১৩ উল্লেখিত আইনে সঙ্গে পড়তে হবে ধারা ৮ উল্লেখিত ধারায় **১৯ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখে।**

গ্রাহক/ জামিনদারকে বিশেষভাবে এবং জনস্বার্থে সতর্ক করা যায় লেনদেন না করতে ওই সম্পত্তি নিয়ে এবং কোন লেনদেন হলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দাবী করবে **টাকা. ৮,৬৪,৮৮০.০০ (আট লক্ষ চৌষট্টি হাজার আটশত আশি টাকা মাত্র)** সঙ্গে পরবর্তী সুদ **০১.০৯.২০২২ (তারিখ)** থেকে, খরচ ইত্যাদি।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি শ্রী প্রসূণ কুমার রায় ও শ্রীমতি রঞ্জনা রায়ের নামে রয়েছে।

সমস্ত অংশ এবং সামগ্রী বাস্তু জমি পরিমাপ কম বা বেশি ০১ (এক) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট অবস্থিত রয়েছে অধীন জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, থানা-নৈহাটি, নৈহাটি পৌরসভা অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং.-০৪, হোল্ডিং নং.-১৯/ ২, জান মহম্মদ ঘাট রোড, মৌজা-কাঠালপাড়া, আরএস খতিয়ান নং.-৯২৮, আরএস দাগ নং.-১৮৫ ও ১৮৩, এলআর দাগ নং.-৫২৮ ও ৫২৭, এলআর খতিয়ান নং.-৫৫১৯, ৫৫২০ ও ৫৫২১, এডিএসআর অফিস নৈহাটি, বুক নং.-১, ভলিউম নং. ৬২, পাতা-২৭৯ থেকে ২৯২, যার নং. ০২৪৬৮ সাল ২০০৫। সম্পত্তি (জমির প্লট) চারপাশের পরিসীমা ঃ উত্তরে-গৌরাঙ্গ সাহার বাড়ি, দক্ষিণ-শ্রী অসীম কুমার গোস্বামীর বাড়ি, পূর্ব-নরেশ চন্দ্র সাহার বাড়ি, পশ্চিম-৬ফুট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা।

দ্রষ্টব্য ঃ অধিগ্রহণ নোটিস ইতিমধ্যে পাঠানো হয়েছে গ্রাহক/ জামিনদারকে স্পিড পোস্টে। যদি, গ্রাহক/ জামিনদার তা না পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে এই নোটিস ধার্য্য হবে পরিবর্ত প্রদানের মাধ্যম হিসাবে।

তারিখ ঃ ১৯.০১.২০২৩
স্থান ঃ কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক,
এসবিআই, আরএসিপিসি বিধাননগর

কলকাতা পৌরসংস্থা

বিজ্ঞপ্তি

জিআরডব্লুডব্লু ও বিভিন্ন বিপিএস-এ উচ্চতর ব্যাসের জল সরবরাহ ট্রান্সমিশন পাইপ লাইনের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য গার্ডেনরীচ ওয়াটার ওয়ার্কস (জিআরডব্লুডব্লু)-এর সি.সি. গ্রিড থেকে পরিশোধিত জল সরবরাহ ২১ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে সকাল ১০টার পর সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে।

গার্ডেনরীচ ওয়াটার ওয়ার্কস ও নানান হেডওয়ার্কস ও ক্যাপসুল বুস্টার স্টেশন সহ চেতলা, হরিশ পার্ক, কালীঘাট, রাণীকুঠি, লায়েলকা, গল্ফগ্রীন, গড়ফা এবং গান্ধী ময়দানের বুস্টার পাম্পিং স্টেশন থেকে পরিশোধিত জল সরবরাহ করা যাবে না। ফলস্বরূপ দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন এলাকা ও বরো-৮, বরো-৯ (আংশিক), বরো-১০, বরো-১১ (আংশিক), বরো-১২ (আংশিক) ও বরো-১৫ (আংশিক) এলাকা, ২১ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের সকাল ১০টার পর থেকে সেই দিবসের শেষ পর্যন্ত পরিশোধিত জল পাবে না। ২২ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখের সকাল থেকে স্বাভাবিক সরবরাহ পুনরায় চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

জনগণের অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

(996/22-23) পৌর মহাধ্যক্ষ

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
Sankrail, Howrah
NOTICE INVITING TENDER No. 6 to 21 and 23/SGP/22-23

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidder for execution of total 17(Seventeen) Nos. different works. Source of Fund: 15th FC(TIED and UNTIED). Work completion period: 30 Days. Date of Sale of Tender Form **from 18/01/2023 to 31/01/2023 (from 11:00 am to 1.30 pm).** Last date of dropping of sealed Tender Form **31/01/2023 up to 1.30 pm.** Date of opening of Tender **31/01/2023 at 4:00 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Sankrail Gram Panchayat

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution, or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated Friday, January 13, 2023 (the "Letter of Offer") filed with the Stock Exchange, namely The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE Limited"), where presently the Equity Shares of the Company are listed, and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED

Corporate Identification Number: L63090WB1968PLC027309;
Registered Office: 14th Floor, Suite No. 1405, Om Towers, 32 Chowringhee Road, Kolkata - 700071, West Bengal India;
Corporate Office: 901/ 918 B Wing, Dalamal Tower, Nariman Point, Mumbai - 400021, Maharashtra, India;
Contact Number: +912267740623;
Contact Person: Mr. Agnivesh Moreshwar Sathe, Company Secretary and Compliance Officer;
Email-ID: info@prclimited.co.in; Website: www.prclimited.co.in.

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. YASHU GUPTA, MR. VIJAY KUMAR GUPTA, MR. KARAN GUPTA, MS. SUSHMA GUPTA, MS. SMRITI GUPTA, MS. POOJA GUPTA, M/S VIJAY KUMAR GUPTA HUF, M/S YASHU GUPTA HUF, M/S MAHESH KUMAR GUPTA HUF, M/S LOGISYS ADVISORS PRIVATE LIMITED, M/S DILIGENT INVESTMENT LIMITED, M/S PREMIER AUTO FINANCE LIMITED, M/S PREMIER ENCLAVE PRIVATE LIMITED, M/S PREMIER ROAD SERVICE LIMITED

RIGHTS ISSUE OF UP TO 52,12,500 (FIFTY-TWO LAKHS TWELVE THOUSAND AND FIVE HUNDRED) EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF 10.00/- (RUPEES TEN ONLY) ("EQUITY SHARES") EACH AT A PRICE OF 10.00/- (RUPEES TEN ONLY) PER RIGHT SHARE ISSUED AT PAR VALUE WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES ("ISSUE PRICE") ("RIGHT SHARES") FOR AN AMOUNT UP 5,21,25,000.00/- (RUPEES FIVE CRORES TWENTY-ONE LAKHS TWENTY-FIVE THOUSAND ONLY) ON A RIGHTS ISSUE BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHT SHARES FOR EVERY 1 (ONE) EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDERS AS ON FRIDAY, JANUARY 13, 2023, BEING THE RECORD DATE ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE IS AT PAR WITH THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE. FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 134 OF THE LETTER OF OFFER.

*Assuming full subscription

PAYMENT METHOD FOR THE ISSUE

The Issue Price of 10.00/- (Rupees Ten Only) per Right Share issued in 1 (One) Rights Entitlement, issued at par with the face value of the Equity Shares is payable by the Applicants in full at the time of making an Application in this Issue.

NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

ISSUE OPENS ON	LAST DATE FOR MARKET RENUNCIATION#	ISSUE CLOSES ON**
WEDNESDAY, AUGUST 24, 2023	FRIDAY DAY, JANUARY 27, 2023	WEDNESDAY, FEBRUARY 01, 2023

#The Equity Shares of our Company are exclusively listed on CSE Limited. Since the trading platform of CSE Limited is not functional, the Applicants shall not be able to deal in the Rights Entitlements using the secondary market platform of Limited. The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part through an off-market transfer, during the Renunciation Period. Such renunciation shall result in renouncement of the Right Shares. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. Eligible Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.

** Our Board thereof will have the right to extend the Issue Period as it may determine from time to time, provided that this Issue will not remain open more than 30 (thirty) days from the Issue Opening Date. Further, no withdrawal of Application shall be permitted by any Applicant after the Issue Closing Date.

ASBA* | Simple, Safe, Smart way of making an application - Make use of it!!! | *Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check selection on ASBA below.

Application in this Issue shall be made using the ASBA Facilityin accordance with Regulation 76 of the SEBI (ICDR) Regulations, the SEBI Right Issue Circulars and the ASBA Circulars, all investors desiring to make an Application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process only. Investors should carefully read the provisions applicable to such Applications before making their Application through ASBA.

Please note that subject to the SCSBs complying with the requirement of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/13/2012 dated September 25, 2012. Within the periods stipulated therein, Applications may be submitted at the Designated Branches of the SCSBs. Further, in terms of the SEBI circular bearing reference number CIR/CFD/DIL/1/2013 dated January 02, 2013, it is clarified that for making Applications by SCSBs on their own account using ASBA facility, each such SCSBs should have a separate account in its own name with any other SEBI registered SSB(s). Such Account shall be used solely for the purpose making an application in this Issue and clear demarcated funds should be available in such account for such an Application.

The Equity Shares of our Company are exclusively listed on CSE Limited. Since the trading platform of CSE Limited is not functional, the Applicants shall not be able to deal in the Rights Entitlements using the secondary market platform of Limited. The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part through an off-market transfer, during the Renunciation Period. Such renunciation shall result in renouncement of the Right Shares. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. Investors shall be able to trade their Rights Entitlements through Off Market Renunciation. The trades through Off Market Renunciation will be settled by transferring the Rights Entitlements through the depository mechanism.

Pursuant to the provisions of the SEBI ICDR Regulations and the SEBI Rights Issue Circulars and in terms of the Letter of Offer, the Rights Entitlements of the Eligible Equity Shareholders have been credited in their respective demat account and shall be admitted for trading on the Stock Exchange under the ISIN 'INE739C20011', subject to requisite approvals. For details of credit of the Rights Entitlement, see 'Terms of the Issue - Credits of Right Entitlements in demat accounts of Eligible Equity Shareholders' on page 135of the Letter of Offer.

In accordance with the Regulation 77A of the SEBI (ICDR) Regulations read with the SEBI Rights Issue circulars the credit of Rights Entitlement and Allotment of Rights Shares shall be made in dematerialized only. Eligible Equity Shareholders, whose Rights Entitlements are credited in titled as 'PSIPL PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED – UNCLAIMED SUSPENSE ACCOUNT' opened by our Company, are requested to provide relevant details (such as copies of self-attested PAN and client master sheet of the demat account etc., details/ records confirming the legal and beneficial ownership of their respective Equity Shares) to the Company or the Registrar not later Monday, January 30, 2023, being than 2 (Two) Working Days prior to Wednesday, February 01, 2023, being the Issue Closing Date, to enable the credit of the Rights Entitlements by way of transfer from the demat suspense escrow account to their respective demat accounts by Tuesday, January 31, 2023, being at least 1 (One) day before Wednesday, February 01, 2023being the Issue Closing Date. To enable such Eligible Equity Shareholders are also requested to ensure that the demat account is active, details of which have been provided to the Company or the Registrar to facilitate the aforementioned transfer. Eligible Shareholders holding Equity Shares in physical form can update the details of their demat account on the website of the Registrarsupport@purvashare.com. Such Eligible Equity Shareholders can make an application only after the Rights Entitlement is credited to the respective demat accounts.

PLEASE NOTE THAT CREDIT OF THE RIGHTS ENTITLEMENTS IN THE DEMAT ACCOUNT DOES NOT, PER SE, ENTITLE THE INVESTORS TO THE RIGHTS SHARES AND THE INVESTORS HAVE TO SUBMIT APPLICATION FOR THE RIGHTS SHARES ON OR BEFORE THE ISSUE CLOSING DATE AND MAKE PAYMENT OF THE APPLICATION MONEY. FOR DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION ENTITLED 'TERMS OF THE ISSUE - PROCEDURE FOR APPLICATION ON PAGE 146 OF THE LETTER OF OFFER.

IN ACCORDANCE WITH REGULATION 77A OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS READ WITH THE SEBI RIGHTS ISSUE CIRCULAR, THE CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENTS AND ALLOTMENT OF RIGHT SHARES SHALL BE MADE IN DEMATERIALIZED FORM ONLY.

APPLICATIONS SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): An Investor wishing to participate in this Issue can participate only using the ASBA facility and is required to have an ASBA enabled bank account with SCSBs, prior to making the Application. Investors shall submit the Application Form in physical mode to the Designated Branches of the SCSB or online/electronic Application through the website of the SCSBs (if made available by such SCSB) for Authorizing such SCSB to block application Money payable on the application in their respective ASBA Accounts. For the list of banks which have been notified by SEBI to act as SCSBs for the ASBA process, please refer to https://www.sebi.gov.in/sebiweb/other/OtherAction.do?doRecognisedFpi=yes&intmId=34. For details on Designated Branches of SCSBs collecting the Application Form, please refer above mentioned link.

APPLICATION ON PLAIN PAPER: An Eligible Equity Shareholder in India who is eligible to apply under the ASBA process may make an application to subscribe to this Issue on plain paper in case of non-receipt of the Application Form as detail above. In such cases of non-receipt of the Application form, through the physical delivery (where applicable) and all eligible Equity shareholders not being in a position to obtain it from any other source may make an application to subscribe to this Issue on the plain paper with the same details as per Application form that is available on the website of the Company, Registrar, BSE Limited or CSE Limited. An eligible Equity shareholders shall submit the plain application paper to the designated branch of the SCSBs to the block application money in the said bank account maintained with the same SCSB. Applications on the plain paper will not be accepted from any Eligible Equity Shareholder who has not provided an Indian address.

Please note that Eligible Equity Shareholders who are making an Applications on the plain paper shall not be entitled to renounce their Rights Entitlement and should not utilize the Application form for any purpose including renunciation even if it is received subsequently.

The Application on the plain paper duly signed by the Eligible Equity Shareholder including joint holders, in the same order and as per the specimen recorded with per him/her bank, must reach the office of the Designated Branch of the SCSBs before Issue ClosingDate being Wednesday, February 01, 2023, and should contain following particulars:

(i) Name of our Company, being 'Premier Road Carriers Limited';
(ii) Name and address of the Eligible Equity Shareholder including joint holders (in the same order and as per specimen recorded with our Company or the Depository);
(iii) Registered Folio No./DP and Client ID No.;
(iv) Number of Equity Shares held as on Record Date;
(v) Allotment option – only dematerialized form;
(vi) Number of Right Shares entitled to;
(vii) Total number of Right Shares applied for;
(viii) Number of additional Right Shares applied for, if any;
(ix) Total number of Right Shares applied for;
(x) Total amount paid at the rate of 10.00/- (Rupees Ten Only) for Right Shares issued in one Rights Entitlement;
(xi) Details of the ASBA Account such as the account number, name, address, and branch of the relevant SCSB;
(xii) In case of non-resident Eligible Shareholders making an application with an Indian address, details of the NRE/FCNR/NRO Account such as the account number, name, address, branch of the SCSB with which the account is maintained and a copy of the RBI approval obtained pursuant to Rule 7 of the FEMA Rules.
(xiii) Except for Applications on behalf of the Central or State Government, the residents of Sikkim and the officials appointed by the courts, PAN of the Eligible Equity Shareholder and for each Eligible Equity Shareholder in case of joint names, irrespective of the total value of the Right Shares applied for pursuant to this Issue;
(xiv) Authorization to the Designated Branch of the SCSB to block an amount equivalent to the Application Money in the ASBA Account;
(xv) Signature of the Eligible Equity Shareholder (in case of joint holders, to appear in the same sequence and order as they appear in the records of the SCSB); and
(xvi) In addition, all such Eligible Shareholders are deemed to have accepted the following:

"I/ We understand that neither the Rights Entitlement nor the Equity Shares have been, or will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act") or any United States state securities laws, and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States or to the territories or possessions thereof (the "United States") except in a transaction exempt from, or not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/ we understand the offering to which this application relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States, or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Equity Shares or Rights Entitlement in the United States. Accordingly, I/ we understand that this application should not be forwarded to or transmitted in or to the United States at any time. I/ we understand that none of the Company, the Registrar, or any other person acting on behalf of the Company will accept subscriptions from any person, or the agent of any person, who appears to be, or who we, the Registrar, or any other person acting on behalf of the Company has reason to believe is in the United States, or if such person is outside India and the United States, such person is not a corporate shareholder, or is ineligible to participate in the Issue under the securities laws of their jurisdiction. I/ We will not offer, sell or otherwise transfer any of the Equity Shares which may be acquired by us in any jurisdiction or under any circumstances in which such offer or sale is not authorized or to any person to whom it is unlawful to make such offer, sale or invitation except under circumstances that will result in compliance with any applicable laws or regulations. We satisfy, and each account for which we are acting satisfies, all suitability standards for investors in investments of the type subscribed for herein imposed by the jurisdiction of our residence.

I/ We understand and agree that the Rights Entitlement and Equity Shares may not be reoffered, resold, pledged or otherwise transferred except in an offshore transaction in compliance with Regulation S under the US Securities Act (hereinafter referred to as "Regulation S"), or otherwise pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act. I/We (i) am/are, and the person, if any, for whose account I/we am/are acquiring such Rights Entitlement, and/or the Equity Shares, is/are outside the United States, and (ii) is/are acquiring the Rights Entitlement and/or the Equity Shares in an offshore transaction meeting the requirements of Regulation S.

I/ We acknowledge that the Company, their affiliates and others will rely upon the truth and accuracy of the foregoing representations and agreements."

In cases where multiple Application Forms are submitted for Applications pertaining to Rights Entitlements credited to the same demat account or in demat suspense escrow account, including cases where an Investor submits Application Forms along with a plain paper Application, such Applications shall be liable to be rejected. Investors are requested to strictly adhere to these instructions. Failure to do so could result in an Application being rejected, with our Company and the Registrar not having any liability to the Investor. The plain paper Application format will be available on the website of the Registrar at www.purvashare.com.

I/ We acknowledge that Our Company and the Registrar shall not be responsible if the Applications are not uploaded by SCSB or funds are not blocked in the Investors' ASBA Accounts on or before the Issue Closing Date."

OVERSEAS SHAREHOLDERS - The distribution of the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form and the Rights Entitlement letter, any other offering material and the issue of the Rights Entitlement and the Rights Shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India are restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Our Company is making this issue of the Right Shares on a rights basis to the Equity Shareholders will dispatch the Letter of Offer/Abridged Letter of Offer to such Eligible Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Those overseas Shareholders, who have not updated our records with their Indian address or the address of their duly authorized representative in India, prior to the date on which we propose to e-mail the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, and the Rights Entitlement letter, shall not be sent the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, and the Rights Entitlement letter.

NO OFFER IN THE UNITED STATES – The Rights Entitlements and The Rights Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from or in a transaction not subject to, the registration required of the U.S. Securities Act and Applicable State Securities Laws. Accordingly, the Rights Entitlements (including their credit) and the Rights Shares are only being offered and sold outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers, and the sales occur.

Neither our Company nor any person acting on the behalf of our Company, will accept a subscription or renunciation from any person or, agent of the any person, who appears to be, who our Company, any other person acting on the behalf of the company, has reasons to be believe is, in the United States when the buy order is made. No Application Forms should be postmarked in the United States, electronically transmitted from the United States, or otherwise dispatched from United States and from any other jurisdiction where it would be illegal to make an offer of securities under the Letter of offer. Our Company is undertaking this Issue on the rights basis to the Eligible Shareholders and have dispatched the Letter of Offer, Abridged Letter of Offer, and the Application Form, only to the Eligible Equity Shareholders who have provided an Indian address to our Company. Any person who acquires Rights Entitlements or Rights Shares will be deemed to have declared, warranted, and agreed, by accepting the delivery of the Letter of Offer, that is not and that at the time of subscribing Rights Entitlements or Rights Shares, it will not be, in the United States and authorized to acquire Rights Entitlements and Rights Shares in compliance with the applicable laws and regulations.

Our Company, reserves the right to treat as invalid any Application Form which: (i) appears to our Company and its agents to have been executed in, electronically submitted transmitted from or dispatched from United States or other jurisdiction where the offer and sales of rights of Equity Shares is not permitted under the law of the such jurisdiction; (ii) does not includes the relevant certifications set out in the Application Form, including to the effect that the person submitting and/or renouncing the Application Form is outside the United States and such person is Eligible to subscribe for the Rights Shares under the applicable securities laws and complying with the laws of jurisdiction applicable to such person in connection with this Issue or; (iii) where either a registered Indian address is not provided or where our Company believes acceptances of such Application Form may infringe applicable legal or regulatory requirements, and our Company shall not be bound to issue or allot any Rights Shares in respect of any such Application Form.

LAST DATE FOR APPLICATION: The last date for submission of the duly filled in the Application Form or a plain paper Application is Wednesday, February01, 2023,being the Issue Closing Date. Our Board may extend such date for such period as it may determine from time to time, subject to the issue period not exceeding 30 (Thirty) days from the Issue Opening Date (inclusive of the Issue Opening Date).

If the Application Form is not submitted with an SCSB, uploaded with BSE Limited and the Application Money is not blocked with the SCSB, the invitation to the offer contained in the Letter of Offer shall be deemed to be have been declined and our board or any committee thereof shall be at liberty to dispose of the Equity shares hereby offered, as set out in the section entitled- Basis of Allotment on the page no 159of the Letter of Offer.

ALLOTMENT ONLY IN DEMATERIALISED FORM: The Allotment of Equity Shares pursuant to the Issue will only be made in Dematerialised Form. In accordance with the SEBI Rights Issue Circulars, (a) the Eligible Equity Shareholder, who hold Equity Shares in physical form as on Friday, January 13, 2023, being the Record Date; or (b) the Eligible Equity Shareholders, hold Equity Shares in physical form as on Friday, January 13, 2023, being the Record Date who have not furnished the details of their demat account to the Registrar or Company by Monday, January 30, 2023, being than 2 (Two) Working Days prior to Wednesday, February 01, 2023, being the Issue Closing Date, desirous of subscribing to Rights Shares may also apply in this issue during the Issue Period subject to certain conditions. Such resident Eligible Shareholders must check the procedure for application by and credit of Rights Shares of such Eligible Equity Shareholders in the sections entitled. 'Term of the Issue'- Making of an Application by Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form and 'Terms of the Issue' – Allotment Advice or Refund/Unblocking of ASBA Accounts beginning on page 160of the Letter of Offer.

IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF REGULATION 77A OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS READ WITH SEBI RIGHTS ISSUE CIRCULAR, THE CREDIT OF RIGHTS ENTITLEMENT AND ALLOTMENT OF RIGHT SHARES SHALL BE MADE IN DEMATERIALISED FORM ONLY. INVESTORS WILL NOT HAVE THE OPTION OF GETTING THE ALLOTMENT OF EQUITY SHARES IN PHYSICAL FORM.

LISTING: The Existing Equity Shares of the Company are listed on CSE Limited. The Company has received 'In-Principle' approval from CSE Limited for listing the Rights Shares to be allotted pursuant to the letter bearing reference number 'CSE/LD/15428/2022' dated Friday, December 02, 2022. Our Company also will make application to CSE Limited to obtain trading approvals for the rights entitlements as required under the SEBI circular bearing reference number SEBI/HO/CFD/DIL2/CIR/P/2020/13 dated January 22, 2020, for the purpose of the issue, the designated stock exchange is CSE Limited.

The Equity Shares of our Company are exclusively listed on CSE Limited. Since the trading platform of CSE Limited is not functional, the Applicants shall not be able to deal in the Rights Entitlements using the secondary market platform of Limited. The Investors may renounce the Rights Entitlements, credited to their respective demat accounts, either in full or in part through an off-market transfer, during the Renunciation Period. Such renunciation shall result in renouncement of the Right Shares. The Investors should have the demat Rights Entitlements credited/lying in his/her own demat account prior to the renunciation. Eligible Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncees on or prior to the Issue Closing Date.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of Letter of Offer to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the full text of 'Disclaimer clause of SEBI' beginning on page 127of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF CSE Limited (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by CSE Limited should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by CSE Limited, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The investors are advised to refer to the letter of offer for the full text of Disclaimer Clause of 'CSE Limited' beginning on page 128of the Letter of Offer.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited is solely for the use of the bidding platform of BSE Limited i.e. Internet based-Book Building Software (iBBS) for the Rights Issue and that it should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been scrutinized, cleared, or approved by BSE BSE Limited, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Applicants are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the Disclaimer clause of BSE BSE Limited. It should also be distinctly understood that BSE BSE Limited is only providing its iBBS platform to the Company for its Rights Issue and Equity Shares issued by the Company are listed on The Calcutta Stock Exchange. For more information on 'Disclaimer of BSE Limited', kindly refer to page 129 of the Letter of Offer issued by the Company.

ESCROW COLLECTION BANK, ALLOTMENT ACCOUNT BANKS, REFUND BANKER: Kotak Mahindra Bank Limited

DISPATCH AND AVAILABILITY OF ISSUE MATERIALS: In accordance with the SEBI ICDR regulations the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, the Application Form, the Right Entitlement Letter and other issue material will be sent/ dispatched only to the Eligible Equity shareholders who have provided Indian address to our company and who are located in jurisdiction where offer and sale of the Rights Entitlement or Rights Shares is permitted under laws of such jurisdiction and does not result in and may not be construed as, a public offering in such jurisdiction. Further, Letter of offer will be sent / dispatched to the Eligible Equity shareholder who have provided Indian address to our company and who have made a request in this regard. In accordance with the above, the dispatch of the Abridged letter of offer, the Rights Entitlement letter along with the Application Form has been completed on [●]day, [●][●], 2023,by Registrar to the Issue.

Eligible Equity Shareholders can also obtain the details of their respective Rights Entitlements from the website of the Registrar accessible at www.purvashare.com/rights-issue/ by entering their DP-ID and Client-ID or Folio Number (for Eligible Equity Shareholders who hold Equity Shares in physical form as on Record Date)

Our Company has taken and will continue to undertake all adequate steps to reach out the Eligible Equity shareholder who have provided their Indian address through means as may be considered feasible by our company and our company will not be liable for considering or choosing or not considering or choosing any specific means to reach out to the Eligible Equity shareholder.

Investors can access the Letter of Offer, the Abridged Letter of Offer, and the Application Form (provided that the Eligible Equity Shareholder is eligible to subscribe for the Rights Shares under applicable securities laws) on the websites at:

a. Our Company's website at www.prclimited.co.in;
b. Registrar to the Issue's website at www.purvashare.com;
c. BSE Limited's website at www.bseindia.com;
d. CSE Limited's website at www.cse-india.com;

The Investors can visit following links for the below-mentioned purposes:

a. Frequently asked questions and online/ electronic dedicated investor helpdesk for guidance on the Application process and resolution of difficulties faced by the Investors: www.purvashare.com/rights-issue/query.php;
b. Updating of Indian address/ e-mail address/ mobile number in the records maintained by the Registrar or our Company: www.purvashare.com/email-and-phone-updation/;
c. Updating of demat account details by Eligible Equity Shareholders holding shares in physical form: www.purvashare.com;
d. Submission of self-attested PAN, client master sheet and demat account details by non-resident Eligible Equity Shareholders: www.purvashare.com;

The Letter of Offer is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in

COMPANY DETAILS PREMIER ROAD CARRIERS LIMITED	REGISTRAR TO THE ISSUE PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED
Corporate Identification Number: L63090WB1968PLC027309; **Registered Office:** 14th Floor, Suite No. 1405, Om Towers, 32 Chowringhee Road Kolkata - 700071, West Bengal India; **Corporate Office:** 901/918 B Wing, Dalamal Tower, Nariman Point, Mumbai – 400021, Maharashtra, India; **Contact Number:** +912267740623; **Contact Person:** Mr. Agnivesh Moreshwar Sathe, Company Secretary and Compliance Officer; **Email-ID:** info@prclimited.co.in; **Website:** www.prclimited.co.in;	Unit No. 9, Ground Floor, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Lower Parel East, Mumbai-400011, Maharashtra, India; **Contact Details:** +91-22-2301-2518/6761; **E-mail ID:** support@purvashare.com **Investor grievance e-mail:** support@purvashare.com **Website:** www.purvashare.com **Contact Person:** Ms. Deepali Dhuri **SEBI Registration Number:** INR000001112;

Investors may contact the Registrar or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue or post Issue related matter. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar, with a copy to the SCSBs giving full details such as name, address of the Applicant, contact number(s), e-mail address of the Sole/ first holder, folio number or demat account number, number of Rights Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number, and the Designated Branch of the SCSBs where the Application Form or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the Investors along with a photocopy of the acknowledgement slip.

Place: Mumbai
Date: Thursday, January 19, 2023

For, Premier Road Carriers Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Agnivesh Moreshwar Sathe
Company Secretary and Compliance Officer
Membership no. 50107

মেলবোর্ন পার্কে দ্বিতীয় রাউন্ডে, খেতাবের স্বপ্নে বিভোর সানিয়া মির্জা!

মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারিঃ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনেই তাঁর সুদীর্ঘ কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্লাম। মেলবোর্ন পার্কে খেলতে নেমে প্রথম রাউন্ডে জয় পেলেন সানিয়া মির্জা। কাজাকিস্তানের অ্যানা দানিলিনাকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েদের ডাবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন ভারতীয় টেনিস তারকা। ডালমা গ্যালিফ ও বের্নার্ডা পেরা জুটিকে হারালেন ৬-২, ৭-৫ সেটে। এক ঘণ্টা ১৫ মিনিটের ম্যাচে সানিয়ার আর তাঁর পার্টনারের দাপটই ছিল। সবচেয়ে বড় কথা হল, সানিয়াকে কোর্টের মধ্যে বেশ ছন্দেই দেখিয়েছে। বয়স যতই হোক না কেন, কেরিয়ারের শেষ গ্র্যান্ড স্লামটা সাফল্য দিয়েই মুড়ে রাখতে চাইছেন ভারতীয় টেনিস সুন্দরী। প্রথম সেটটা মাত্র ২৫ মিনিটে শেষ করে দিয়েছিলেন সানিয়ারা। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে ৪-

১ এগিয়েও ছিলেন তাঁরা। কিন্তু সেখান থেকে প্রতিপক্ষ জুটি খেলায় ফিরেছিল। হাঙ্গেরি-মার্কিন জুটিকে সামলাতে খানিকটা চাপেই পড়েছিলেন সানিয়ারা। পর পর চারটে গেম জিতে খেলায় ফিরেছিলেন তাঁরা। সেখান থেকে আবার সেট ছিনিয়ে নেন সানিয়া-দানিলিনা। শেষ পর্যন্ত ৭-৫এ সেটটা জিতে নেন তাঁরা। দ্বিতীয় রাউন্ডে সানিয়ারা খেলবেন আলিসন ভ্যান উভ্যাঙ্ক, আনেলিনা কালিনিনা জুটির সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সানিয়াই একমাত্র ভরসা। সিঙ্গলসে রামকুমার রামানাথন, ছেলেদের ডাবলসে ভারতীয় জুটি য়ুকি ভামব্রি-সাকেত মেনানি প্রথম রাউন্ড থেকেই ছিটকে গিয়েছেন। মেয়েদের টেনিসে তিনটে ডাবলস ও তিনটে মিক্সড ডাবলস জিতেছেন সানিয়া। ৬টা গ্র্যান্ড স্লামের মালকিন এ বার কি আরও একটা খেতাব জিতবেন? সানিয়ার লক্ষ্য সেটাই। তা যদি পারেন, চিরকাল ইতিহাসে থেকে যাবেন। কেরিয়ারের অন্তিম গ্র্যান্ড স্লাম খেলতে নেমে এত বড় সাফল্য টেনিস দুনিয়া খুব একটা দেখেনি।

জয়ের হাতছানি বাংলার সামনে

লাহলি, ১৯ জানুয়ারিঃ চলতি রঞ্জি ট্রফিতে দুরন্ত ছন্দে রয়েছে বাংলা। মনোজ তিওয়ারির দল পুরো টুর্নামেন্ট জুড়ে এখনও অপরাজিত। সেই ছন্দ ধরে রেখেই লাহলি কাঁপাচ্ছেন অনুষ্টুপ-আকাশাদীপরা। হরিয়ানার বিরুদ্ধে শেষ দিনে ৭ পয়েন্টের লক্ষ্যে নামবে বাংলা। ৪১৯ রানে শেষ হয়েছিল বাংলার প্রথম ইনিংস। প্রথম ইনিংসে হরিয়ানা ৫২ ওভারে ১৬৩ রান তোলে। দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানাকে ফলো অন দেয় বাংলা। লাহলির পিচে পেস, বাউন্স ও সুইং তিনটিই মারাত্মক। যে কারণে, এখানকার পিচে ব্যাটিং করাটা খুব কঠিন। তৃতীয় দিনের শেষে হরিয়ানা ৭৯ রানে পিছিয়ে রয়েছে। শেষ দিনে বাংলার জয়ের জন্য প্রয়োজন আর ৩টি উইকেট। তা হলে ৭ পয়েন্ট পাবে বাংলা। বাংলার হাতে যেহেতু আকাশদীপ, মুকেশ কুমার ও ঈশান পোড়েলের ভালো পেসাররা রয়েছে। তাই, লাহলির হরিয়ানার বিরুদ্ধে বাংলার কাছে অ্যাডভান্টেজ ছিল। শেষ দিন বাংলার সরাসরি জয়ের জন্য চাই আর ৩ উইকেট। ইনিংসে জিতলে বোনাস-সহ জেতার সম্ভাবনা রয়েছে বাংলার। অন্যদিকে হরিয়ানাকে ইনিংস হার এড়াতে

হলে দ্রুত ৭৯ রান তুলতে হবে শেষ দিন। আকাশদীপ-ঈশান পোড়েল-মুকেশ কুমারদের সামনে যা খুব একটা সহজ হবে না বলেই মনে করছে ক্রিকেটমহল। হরিয়ানাকে ইনিংসে হারাতে পারলে বোনাস পয়েন্ট আসবে বাংলার ঝুলিতে। এলিট-এ গ্রুপের শীর্ষস্থানে রয়েছে বাংলা। এই ম্যাচে মনোজরা জিতলে কোয়ার্টার ফাইনালের রাস্তা সহজ হবে। দ্বিতীয় দিনের শেষে ১৬৩ রানে শেষ হয় হরিয়ানার প্রথম ইনিংস। সেই সময় বাংলা ২৫৬ রানে এগিয়ে ছিল। দ্বিতীয় ইনিংসে হরিয়ানাকে ফলো অন দেয় বাংলা। দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৯ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় হরিয়ানা। ৫০তম ওভারে জোড়া ধাক্কা দেন ঈশান পোড়েল। তিনি প্রথমে তুলে নেন চৈতন্য বিষ্ণোই (৫৫)-এর উইকেট। এরপর শূন্যে ফেরান অঙ্কিত কুমারকে। চতুর্থ দিনের শেষে আকাশদীপের ঝুলিতে এসেছে ৩টি উইকেট। ২টি করে উইকেট মুকেশ কুমার ও ঈশান পোড়েলের।

বাবার মতোই কিপার-ব্যাটার, কর্নাটকের অনূর্ধ্ব ১৪ দলের ক্যাপ্টেন অনভয় দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ১৯ জানুয়ারিঃ সৌরভ-চ্যাপেল বিতর্কের পর ২০০৫ সালে ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন হন রাহুল দ্রাবিড়। তখনও পৃথিবীর আলো দেখেনি সে। তারও চারবছর পর ২০০৯ সালে রাহুল-বিজেতার কোল আলো করে আসে ছোট ছেলে অনভয়। ভারতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে বাবাকে চিনতে কেটে গিয়েছিল আরও কয়েকটা বছর। সেই অনভয় এখন ১৪ বছরের টিনএজার। বিখ্যাত বাবার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে সে। দাদা সমিতের মতোই স্কুল ক্রিকেটে খেলে অভ্যস্ত। সম্প্রতি কর্নাটকের অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট দলের অধিনায়ক নির্বাচন করা হয়েছে অনভয় দ্রাবিড়কে। ভবিষ্যতের ক্রিকেট তারকা কিশোর বয়স থেকেই নেতৃত্বে হাত পাকাবে। বয়সভিত্তিক দল থেকে শুরু হল তারই ট্রেনিং। ইন্টার-জোনাল টুর্নামেন্টে (সাউথ জোন) কর্নাটকের হয়ে অনূর্ধ্ব ১৪ দলকে নেতৃত্ব দেবে জুনিয়র দ্রাবিড়। বাবার মতোই অনভয় উইকেটকিপার ব্যাটার। কর্নাটকের জুনিয়র লেভেলের হয়ে ক্রিকেট খেলেছে। এ বার অনূর্ধ্ব ১৪ দলের নেতৃত্বের জন্য তৈরি। অনভয়ের দাদা সমিতও অনূর্ধ্ব ১৪ দলের হয়ে রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করেছে। রাজ্য দলের হয়ে সমিতের দুটি দ্বিশতরান রয়েছে। ব্যাটার হিসেবে অনভয়েরও নাম রয়েছে। এই বয়স থেকেই কঠোর পরিশ্রম করে সে। তার ফল হিসেবে ব্যাটে বেশ ধারাবাহিক অনভয়। ২০২০ সালে শিরোনামে উঠে এসেছিল অনভয় দ্রাবিড়। বিটিআর শিল্ড অনূর্ধ্ব ১৪ গ্রুপ আই-এর সেমিফাইনালে অর্ধশতরানের ইনিংস খেলেছিল সে। মাত্র ১০ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া হয় তার। বাবাকে দেখেই ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা সমিত ও অনভয়ের। তাঁর হাতেই দু'জনের ক্রিকেটে হাতেখড়ি। দ্রাবিড়ের মতোই সমিত ও অনভয় একদিন জাতীয় দলের হয়ে খেলার স্বপ্ন দেখে। ছেলেরা তাঁর লেগ্যাসি বহন করায় খুশি দ্রাবিড়ও।

দিমিত্রির চোট গুরুতর নয়, চিন্তা কমল মোহনবাগান কোচ ফেরান্দোর! চেন্নাই ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ জানুয়ারিঃ প্রথম চারের মধ্যে থাকা এবং আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়া সম্ভব বলেই মনে করেন এটিকে মোহনবাগান দলের কোচ। পড়ন্ত বিকেলে মোহনবাগান তাঁবুতে একে একে প্রবেশ হুগো বোমাস, শুভাশিস বসুদের। সবার শেষে দিমিত্রি পেত্রাতোস। কোচের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনার পর তিনি হাঁটা দিলেন সাইডলাইনে। তা দেখে গ্যালারিতে বসে থাকা সবুজ-মেরুন জনতার কপালে চিন্তার ভাঁজ। একজন তো বলেই ফেললেন, তাহলে দিমিত্রির চোটের শঙ্কাটাই সত্যি হল! গত শনিবার মুম্বই সিটি এফসি ম্যাচে কোমরে চোট পেয়েছেন অজি তারকা স্ট্রাইকার। এদিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি তিনি। পুরো সময়টা সাইডলাইনে সাইক্লিং এবং দলের প্র্যাকটিস দেখে কাটালেন। বলাই বাহুল্য, আগামী শনিবার চেন্নাইয়ান এফসি'র বিরুদ্ধে অনিশ্চিত সবুজ-মেরুন আপফ্রন্টের প্রধান ভরসা। যদিও টিম সূত্রে খবর, দিমিত্রির চোট গুরুতর নয়। স্ক্যান রিপোর্ট দেখে সেটাই মনে হয়েছে। সেটা দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন কোচ হুয়ান ফেরান্দো। তবে কিছুটা ব্যথা রয়েছে তার। মুম্বই সিটি এফসির গাঁট গত শনিবারও টপকাতে ব্যর্থ এটিকে মোহনবাগান। হারের হতাশা কাটাতে ছেলেদের

দু'দিন বিশ্রাম দিয়েছিলেন সবুজ-মেরুন কোচ। মঙ্গলবার পুরোদমে চেন্নাইয়ান ম্যাচের মহড়া শুরু করে দিলেন তিনি। এদিন ক্লাবের মাঠে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসের উপর জোর দেন ফেরান্দো। শুরুতে পাসিং অনুশীলন। তারপর দু'টি দলে ভাগ করে খেলালেন। শেষে শ্যুটিং প্র্যাকটিস। গত ম্যাচে শেষের দিকে নেমে নজর কেড়েছিলেন গ্যালেগো। চেন্নাইয়ান ম্যাচে একান্ত দিমিত্রি না খেলতে পারলে উরুগুয়ের এই মিডিও শুরু থেকে দলে আসতে পারেন। কার্ড সমস্যায় পরের ম্যাচে নেই আশিক কুরুনিয়ানও। চোট সারিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন সুমিত রাঠিও। এদিকে, রক্ষণে সমস্যা মেটাতে আগামী মরশুমে আনোয়ার আলিকে সই করাতে চলেছে এটিকে মোহনবাগান। চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত বলে জানা গিয়েছে। ২২ বছর বয়সি এই সেন্টার ব্যাকের এফসি গোয়াতে মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ মে। অন্যদিকে, দু'বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে ওড়িশা এফসিতে যোগ দিতে চলেছেন উইঙ্গার অনিকেত যাদব। তবে মোহনবাগানের অস্ট্রেলিয়ার দিমিত্রি নিজে জানিয়েছেন তিনি মরিয়া চেন্নাই ম্যাচ খেলতে। সেটা মাথায় রেখেই নিজেকে তৈরি করছেন। পুরো ৯০ মিনিট না হলেও অন্তত একটা অর্ধ মাঠে থাকতে চান।

রাফা ভক্তদের জন্য খারাপ খবর

৬-৮ সপ্তাহ কোর্টের বাইরে নাদাল

মেলবোর্ন, ১৯ জানুয়ারিঃ নতুন বছরের শুরুটা মোটেও ভালো কাটছে না স্প্যানিশ টেনিস সুপারস্টার রাফায়েল নাদালের। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের ৬৫ নম্বরে থাকা আমেরিকার টেনিস প্লেয়ার ম্যাকেঞ্জি ম্যাকডোনাল্ডের কাছে হেরে গিয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছেন ২২টি গ্র্যান্ড স্লামের মালিক। নাদালের দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, হিপ ইনজুরি রয়েছে তাঁর। এই চোটের কারণে, রাফাকে ৬-৮ সপ্তাহ কোর্টের বাইরে থাকতে হতে পারে। ৩৬-এর নাদাল বিভিন্ন সময় চোট-আঘাতের সমস্যায় ভোগেন। নাদালের একাধিক পুরনো চোটও মাঝে মধ্যেই ফিরে আসে। অতীতেও তিনি হিপ ইনজুরির সমস্যায় ভুগেছেন। চলতি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের

দ্বিতীয় রাউন্ড চলাকালীন হিপ ইনজুরির জন্য নাদালকে 'মেডিকেল টাইম আউট' নিতে হয়েছিল। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম থেকে ছিটকে যাওয়ার পর, নিজের চোটের অবস্থা জানিয়ে টুইটও করেন নাদাল। রাফায়েল নাদালের ইলিওপসোয়াস পেশিতে গ্রেড ২-এর ইনজুরি রয়েছে। তাঁর দলের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'স্পেনে ফিরে তিনি প্রথমে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবেন এবং তার পর তাঁর অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি ফিজিওথেরাপি শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবে এই চোট সারতে ছয় থেকে আট সপ্তাহ সময় লেগে যাবে।' টুইটারে নাদাল মেলবোর্ন কোর্ট থেকে নিজের একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, 'গতকালের ম্যাচে হারার পর, আমার মেডিকেল পরীক্ষা হয়েছে। এমআরআই রিপোর্টে দেখা গিয়েছে বা পায়ের ইলিয়াকাস সোআসে গ্রেড-২ এর চোট রয়েছে। তাই এখন খেলা থেকে বিরতি নিতে হবে। এবং অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি পিজিওথেরাপি শুরু হবে। স্বাভাবিকভাবে সুস্থ হতে সময় লাগবে ৬-৮ সপ্তাহ।'

বাজি ধরলেন ভরত অরুণ

উমরান ভাঙবে শোয়েবের রেকর্ড

হায়দারাবাদ, ১৯ জানুয়ারিঃ এই মুহূর্তে আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করেন তিনি। দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সঙ্গে। রবি শাস্ত্রীর আমলে তিনিই ছিলেন ভারতের বোলিং কোচ। সেই ভরত অরুণ এবার নতুন বাজি ধরলেন উমরান মালিকের ওপর। নিয়মিতই ১৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টার আশেপাশে বল করছেন। ভারতীয় দলে অভিষেকের পর থেকেই উমরান মালিককে নিয়ে একটি আলোচনা তুঙ্গে, তিনি কি পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিডস্টার শোয়েব আখতারের সর্বোচ্চ গতির ডেলিভারির রেকর্ডটি ভেঙে দিতে পারবেন? ১৬১.৩ কিলোমিটার গতিতে বল করে ক্রিকেট ইতিহাসের দ্রুততম ডেলিভারিটির মালিক এখন পর্যন্ত শোয়েব

আখতার। ব্রেট লি, শন টেইটরা তার কাছাকাছি গেলেও পারেননি রেকর্ড ভাঙতে। উমরান কি পারবেন? ভারতীয় দলের বোলিং কোচ ভরত অরুণ মনে করেন, উমরানের পক্ষে সেটা করা সম্ভব। এক সাক্ষাৎকারে তিনি এমন দাবি করেন। ভরত অরুণের বিশ্বাস, ২৩ বছর বয়সী উমরান চাইলেই তার বলের গতি আরও ৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বাড়াতে পারেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেসের রেকর্ডও ভাঙার সামর্থ্য রাখেন। ভারতীয় বোলিং কোচ বলেন, ''ভারত উমরান মালিকের মতো দারুণ একজনকে পেয়েছে। সে ১৫০-প্লাস গতিতে নিয়মিত বল করতে পারে। ভারতের জন্য সে দুর্দান্ত এক প্রতিভা, তার সেই প্রতিভাকে পরিচর্যা করতে হবে। তাকে ভারতের খুব ভাল একজন বোলার হিসেবে ভবিষ্যতের জন্য গড়ে তোলার সুযোগ আছে আমাদের।'' তিনি যোগ করেন, ''গতি বাড়াতে হলে ড্রিল খুব উপকারী, ওয়ার্কলোড মনিটরিংও গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো বোলার এসব কাজ করে খুব সহজেই গতি ৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বাড়াতে পারে।''

দেশের হয়ে পদক জেতা কুস্তিগীরদের যন্তর মন্তর থেকে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ!

নয়াদিল্লি, ১৯ জানুয়ারিঃ মঞ্চটা অলিম্পিক হোক, বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপ বা কমনওয়েলথ-ভারতীয় কুস্তিগিরদের পোডিয়ামে দাঁড়ানো রীতিমতো দস্তুর হয়ে গিয়েছে। বজরং পুনিয়া, বিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিকরদের হাত ধরে এ যাব ভুরি ভুরি পদক এসেছে ভারতের ঘরে। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিযোগিতা মানেই ভারতীয় কুস্তিগিরদের দাপট। যাঁরা দেশবাসীর প্রত্যাশার মান রেখেছে বারবার তাঁদের চোখেই আজ জল। দিল্লির কনকনে ঠান্ডায় দিনভর অবস্থান বিক্ষোভ। কুস্তির আখড়া ছেড়ে পথে নেমেছেন বজরং পুনিয়া, ফোগাট বোনেরা। চুলোয় গিয়েছে জাতীয় কুস্তি শিবির। প্রতিবাদের জেরে সব থমকে। বজরংরা বলছেন এই বঞ্চনা, দাসত্বের শেষ চাই। চোখে টলমলে জল নিয়ে বিনেশের আর্তি, বন্ধ হোক যৌন উৎপীড়ন। তবেই পথ ছাড়বেন তাঁরা। দিল্লির জন্তর মন্তরের ধর্না মঞ্চে তাল ঠুকছেন একঝাঁক ভারতীয় কুস্তিগীর। খেলাধুলোয় সুপার পাওয়ার হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখে ভারত। অথচ খেলার জগত আজও রাজনীতি থেকে মুক্ত নয়। আজও অনেক ক্রীড়া সংস্থার মাথায় বসে রয়েছেন রাজনীতিবিদরা। কুস্তি তার অন্যতম উদাহরণ। বজরংদের অবস্থান বিক্ষোভ সেই সিস্টেমের বিরুদ্ধে। ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান হলেন বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং। পালোয়ানদের অভিযোগের তীর তাঁর দিকেই। বিখ্যাত ফোগাট পরিবারের মেয়ে ভিনেশ ফেডারেশন কর্তার বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ এনেছেন। কুস্তি ফেডারেশনের প্রধানের অঙ্গুলিহেলনে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। বিনেশ জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ২০ জন মহিলা কুস্তিগির ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ করেছেন।

এই বিষয়ে কুস্তিগিররা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চান। সংবাদমাধ্যমের সামনে কথা বলতে গিয়ে কুস্তির ম্যাটে বিপক্ষকে কুপোকাত করায় দক্ষ বিনেশের চোখে জল দেখা গিয়েছে। অন্যান্য কুস্তিগিরদের অভিযোগ, কুস্তি ফেডারেশন লাগাতার স্পনসরদের টাকা হজম করছে।

খেলাধুলোর সঙ্গে রাজনীতির দূর দূরান্ত পর্যন্ত সম্পর্ক না থাকলেও রাজনীতিবিদরা কেন ক্রীড়া সংস্থাগুলির মাথায় বিরাজ করছেন? সোশ্যাল মিডিয়ায় এই প্রশ্ন তুলছেন আম জনতা। আজ জন্তর মন্তরে কুস্তিগিরদের ধর্নার দ্বিতীয় দিন। সরকারের তরফে ধর্না মঞ্চে বিক্ষোভে রত কুস্তিগিরদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন একসময়ের সতীর্থ, তিন বারের কমনওয়েলথ পদকজয়ী এবং বর্তমানে বিজেপি নেত্রী ববিতা ফোগাট। দঙ্গল খ্যাত ববিতা বলেছেন, সরকারের তরফে বিক্ষোভকারীদের জন্য বার্তা নিয়ে এসেছেন তিনি। তাঁদের সব দাবি পূরণ করা হবে। তিনি বলেন, ''আমি প্রথমে একজন কুস্তিগির তারপর রাজনীতিবিদ। ওদের ব্যথাটা খুব ভালো বুঝি। দেশের কুস্তিগিররা যে দাবি তুলেছেন তা পূরণ করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।'' বর্তমান কুস্তি ফেডারেশনকে ভেঙে দিয়ে নতুন করে গড়ার দাবিও তুলেছেন বজরং, অংশু মালিক, ভিনেশরা। ১৮ জানুয়ারি থেকে লখনৌতে জাতীয় কুস্তি শিবির হওয়ার কথা ছিল। বিক্ষোভের কারণে তা আপাতত বন্ধ। এদিন অবস্থান বিক্ষোভ চলাকালীন যন্তর মন্তর থেকে ভিনেশ ফোগট, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়াদের তুলে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে যন্তর মন্তর চত্বরে বিক্ষোভ দেখানোর অনুমতি নেই। তাই তাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগামী ২২ জানুয়ারি জরুরি ভিত্তিতে সাধারণ সভার বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানেই পদত্যাগ করতে পারেন ব্রিজভূষণ। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে মুখ খুলেছেন ব্রিজভূষণ। বলেছেন, ''আমি শুনেছি দিল্লিতে আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। আমি বুঝতেই পারছি না কেন এই অভিযোগ করা হচ্ছে। আমার বিরুদ্ধে বিনেশ অভিযোগ করেছে। কিন্তু তার আগে কি অন্য কোনও কুস্তিগির এই অভিযোগ তুলেছিল? কেউ এগিয়ে এসেছিল? হঠাৎ করে এখন কেন অভিযোগ উঠছে? সবটাই ষড়যন্ত্র। এই অপবাদ নিয়ে থাকা যায় না। দরকার পড়লে পদত্যাগ করব।'' এই প্রসঙ্গে সরাসরি কুস্তিগিরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন ব্রিজভূষণ। তাঁর মতে, ফেডারেশনকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। এমন ভাবে দেখানো হচ্ছে যে ফেডারেশন জোর করে সব কিছু করছে। তিনি বলেছেন, ''কেউ ট্রায়াল দেয় না, জাতীয় স্তরে প্রতিযোগিতায় নামে না। কিন্তু তার পরেও ওদের কিছু বলা যাবে না। ফেডারেশন নিয়ম তৈরি করে। আমরা সেই নিয়ম মেনে চলি। যারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে তারা কেউ জাতীয় স্তরে একটাও প্রতিযোগিতায় নামেনি। আমি সেটা নিয়ে কথা বলেছি বলেই আমার উপর রাগ। তাই আমাকে ফাঁসানো হচ্ছে।'' ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চেয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। এক বিবৃতিতে ক্রীড়া মন্ত্রক জানিয়েছে, ''অলিম্পিক্স এবং কমনওয়েলথ গেমসের পদকজয়ীরা যে প্রতিবাদ করেছেন এবং জাতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি ও কোচেদের বিরুদ্ধে যে যে অভিযোগ করেছেন, তাকে মাথায় রেখে জাতীয় কুস্তি সংস্থার কাছে আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। যে হেতু কুস্তিগিরদের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারটি এর সঙ্গে জড়িত, তাই তাদের অভিযোগকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে মন্ত্রক। যদি ৭২ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর না পাওয়া যায়, তা হলে জাতীয় কুস্তি সংস্থার বিরুদ্ধে ক্রীড়াবিধি মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501